ডিটেকটিভ

লেখকের অন্যান্য পুস্তক :—

Professional Crime	•••	2110
স্থা (পৌরাণিক নাটক)	•••	21
নকল সাধু (সামাজিক নাটক)	•••	110
রাজ্যত্রী (ঐতিহাসিক নাটক)	•••	2110

প্রাপ্তিস্থানঃ "বুক হাউস্", ২৯ রদা রোড, কলিকাতা

ডিটেকটিভ

শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ., বি. এল.

আই. পি. (রিটায়ার্ড)



র জ ন পা ব লি শিং হা উ স ৫৭ ইস্ত্রাস রোড, কলিকাডা-৩৭

ভাক্ত ১৩৫৭

মূল্য তিন টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইক্স বিশ্বাস রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীসঞ্জনীকান্ত দাস কতৃ কি মুক্তিত ও প্রেকাশিত ১১—২০. ১. ৫০

ভূমিকা

শ্রীষ্ক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিস বিভাগের উচ্চ পদে আসীন থাকিয়াও আজীবন সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী আছেন। কিছুদিন পুর্বে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া আবার নবীন উত্যমে সাহিত্যচর্চা করিতেছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। সম্প্রতি তিনি তাঁহার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া 'ডিটেকটিড' নামে একটি ছোটগল্ল-সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে ডিটেকটিভ ছোটগল্ল ও উপন্তাস যথেষ্ঠ প্রসাব লাভ করিয়াছে। বছ যশস্বী সাহিত্যিক এই জাতীয় গল্ল রচনায় নিজেদের সাহিত্যিক শক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় দিয়াছেন ও তাঁহাদের রচনাবলী চিরস্কন সাহিত্যিক সম্পদেরপে গৃহীত হইয়াছে। এমন কি ডিকেম্ব, ফিভেনসন প্রমুধ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্তাসিকেরাও অপরাধম্লক উপন্তাসরচনা নিজেদের প্রতিভার অযোগ্য বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। পাঠকের চমকপ্রদ ঘটনার প্রতি অমুরাগের তৃপ্তি সাধনের সঙ্গে সঙ্গের উদ্দেশ্তের মধ্যে সামঞ্জন্ত বিধানে তাঁহারা যথেষ্ঠ সাফল্য লাভও করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যেও পাশ্চাত্যের অমুকরণ ও প্রেরণার ধীরে ধীরে একটি ডিটেকটিভ শাখা গড়িযা উঠিতেছে, তবে এথানে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক এই বিষয়ে এখনও আম্মনিয়োগ করেন নাই। কাজেই ছুই একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিটেকটিভ উপন্যাস উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। স্থলভ রোমান্স সৃষ্টি করিতে গিয়া লেথকেরা প্রায়ই জীবনের স্বাভাবিক, উল্পক্

অধীকার করিয়াছেন, ও এমন সমস্ত অবাস্তব, আজগুবি ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহারা বাঙালীর সহজ জীবনক্রমে স্থানলাভ করে না। ইহাদের মধ্যে বৈদেশিক প্রভাব অতিমাক্তায় প্রকট। এই জাতীয় পল্প পড়িতে পড়িতে একটা সাময়িক উৎকট কৌভূহল অমুভব করা যায় বটে, কিন্তু প্রথম উত্তেজনা প্রশমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের শ্রুপর্ভ অমুভাব্যতা, স্বাভাবিক জীবনের সহিত অসক্ষতিই আমাদের মনে প্রবল হইয়া উঠে। এই সমস্ত রোমাঞ্চকর হুঃসাহসিক ঘটনা, অপরাধপ্রবণতার এয়প জটিল ও বিস্পিল প্রবাহ যে বাঙালী জীবনের সহজ-সরল, কয়েকটি নির্দিষ্ট রেথায় সীমায়িত সংস্থিতির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে অন্তর্ভু ক্তি হইতে পারে না—এইরপ অবিশ্বাসই আমাদের স্বায়ী রম্বাপ্রভাগের পথে অন্তরায় হইয়া গাঁড়ায়।

ভোলানাথবাবুর গল্লগুলি এইরূপ অবান্তবতা-ছুট্ট নহে; এগুলি তাঁছার কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। ইহাদের মধ্যে কোন উৎকট কাল্লনিকতা বা উপ্র বৈদেশিক গন্ধ খুঁ জিয়া পাওয়া যায় না। ইহারা আমাদের পঞ্চাশ বংসর পূর্বকার স্বাভাবিক বাঙালী জীবনযাত্রা হইতে উদ্ভূত, তাহারই হুর্বলতা ও বিকৃতির ভূস্তরে যে অপরাধের বীক্ষ উপ্র থাকিত তাহারই অঙ্কুরিত অভিব্যক্তি। প্রত্যেক দেশের অপরাধতত্ত্ব তাহার স্কৃত্ব জীবনধারার সহিত এক অবিচ্ছেম্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। বাংলা দেশে সমাজবিরোধী পাপের প্রেরণা ও পরিকল্পনা বাংলা দেশের মাটিতে উদ্ভূত আগাহার মত, তাহার ভূগর্ভন্থ তার দিয়া প্রবাহিত দ্বিত জলধারার মত, দেশেরই নিজস্ব আবহাওয়ার স্কৃত্তি। বাংলার চোর ভাকাত খুনে ইউরোপীয় অপরাধীর সগোত্রা নহে; দেশেরই সামাজিক বিকৃতি ও আদর্শ-বিপ্রয়ের অন্ধ্যক্ষাগত সংস্কার স্কৃত্তি।-টানের অনিবার্য পরিণতি। ভোলানাথবাবুর গলগুলিতে

তাই আমরা বাঙালী জীবনেরই তির্থক, বাকাচোরা প্রাণশক্তির অনিয়ন্ত্রিত আতিশয্যে উচ্ছু খল একটা প্রতিকৃতি দেখিতে পাই।

বাংলার মত ধর্মপ্রধান দেশে দস্থাতার মধ্যেও একটা বিক্লত আদর্শবাদ প্রচ্ছর পাকে। মহুগুডের দিক দিয়া তাহার। মোটেই হীন নয়। দলের প্রতি আহুগত্য, দলপতিঃ প্রতি ভক্তি ও মমত্ববোধ, কঠোর নিয়মাছবর্তিতা, কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটা নিধারিত নীতির অত্থালিত অমুসরণ, প্রতিশ্রুতিরক্ষা, দৃপ্ত তেজস্বিতা ও আমুমর্যাদাবোধ, সর্বোপরি আস্তিক্যবৃদ্ধি—এই সমস্ত হুর্লভ গুণ ডাকাতের দলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিলিত। সেই জক্ত দেখা যায় তাছাদের নুশংসতার মধ্যে নারী-নির্যাতনের স্থান নাই। যাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া লওয়া হইত, যাহার স্বামীপুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইত, তাহার নারী-মর্যাদার অবমাননা কঠোর হস্তে দণ্ডিত হইত। তাহার প্রতি মাতৃষ্বোধ অটুট থাকিত। এমন কি পুলিসের সঙ্গে ব্যবহারেও ইহাদের গ্রায়নিষ্ঠা ও ধর্মনীতির কোন ব্যতিক্রম হইত না.— প্রাণরক্ষার নির্ম প্রযোজনেও ইহাবা কথার থেলাপ করিত না। মনে হয় বাংলা দেশের হুর্দম প্রাণশক্তি ও অন্থিমজ্জাগত ধর্মসাধনা সমাজের বাঁধাধরা নিরাপদ রাস্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠার যথেষ্ট অবসর না পাইয়া, এই কুটল-পিচ্ছিল, অসমসাহসিকতার কণ্টকাকীৰ পথেই আত্ম-নিক্রমণের একটা অবৈধ উপায় অমুসন্ধান করিত। দস্মার উন্টাপিঠে দিখিজয়ী বীর এই সত্য ইংরেজশাসন-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বকালের বাংলায় একটা মহনীয় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।

ভোলানাথবাবুর গরগুলি গল হিসাবে ত্থপাঠ্য, কৌভূহলোদীপক ও সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ। কোন কোন গল্পে রোমান্সের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাহার কারণ বাংলার সাধারণ জীবনেই রোমালধর্মিতার প্রাচ্ধ। তাঁহার মন্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে স্ক্রেদশিতা ও রসিকতার ছাপ আছে। বিশেষত যে সমস্ত ঘটনা তাঁহার গরের উপজীব্য তাহা আমাদের চিরপরিচিত সমাজজীবনেব অবিচ্ছেল্য অক। ইহাদের মধ্যে লগুন ও প্যারিসের অতি জটিল, বহু শাথা-প্রশাথায় বিস্তৃত, অন্ধনার হর্তেল্য স্ক্রেপথের অসংখ্য অলিগলিতে বিস্পিত, অভুত কর্মদক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে দৃঢ়ীভূত অপরাধী মনোবৃত্তির কৃত্তিম অফুকরণ নাই। আছে বাঙালী জীবনের ঘবোয়া, সাদামাঠা, সহজ ধর্মসংস্কারের সহিত সম্পৃত্ত পাপেব একটানা উচ্ছাস। আশা করি, এই গরগুলি পাঠক সমাজে আদরণীয় হইবে।

গ্রী গ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ

ফরিদপুর জেলার কাশিয়ানি থানার "ছোটবাবু" দীনেশ গুপ্ত অনেক ভেবে-চিস্তে শেষে চাকরিটা ছেডে দিলেল।

সংসারের মধ্যে নিজে ও পত্নী। কাজেই পাডাপাঁরের বাঁশবন, পচা পুকুর, কচুরিপানা ও ম্যালেরিয়ার সঙ্গে অবিবাম সংগ্রাম করবার কি দরকার ?

কলকাতার এসে দীনেশবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বেড়াবেষ্টিত টিন-আছাদিত কোয়ার্টাসের পরিবর্তে দোতলা বাড়ি, থানাঘরের ধূদিধুসরিত ভল্পন্থ কচিচ্চালিত টানা-পাথাব পরিবর্তে চিবচঞ্চল ইলেক্ট্রিক
ফ্যান, অস্থিপঞ্জরঘাতী মন্তরগতি মহিষ্যানেব পরিবর্তে ট্রাম বাস
ট্যাক্সি, স্বদ্র মফস্বলে নীরস অপঘাত-তদন্তব পবিবর্তে কলকাতার
বন্ধবান্ধবদের বাডিতে গল্প আর মাঝে মাঝে সিনেমা,—সময়মত আহার,
রাত্রে স্থনিলা ইত্যাদি প্রথম প্রথম খুবই ভাল লাগল। লাগবারই তো
কথা। ও-বক্ম অগম্য পাড়াগাঁরে কি মামুষ থাকতে পারে ?

কিন্তু কাজ না থাকলে কতদিন আব এসব ভাল লাগে? ক্রমশ বড়ই একঘেরে মনে হতে লাগল,—ন্তনত্বের নামগন্ধও নেই। তাঁর অনস্ত উন্তম, অগাধ উৎসাহ, অসাধারণ বুদ্ধি যেন ক্রমে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। যৌবনেই বার্ধ ক্য আসবে নাকি ? সেটা তো ভাল নয়।

কাজ কিছু চাই। পুলিসেব চাকরিই না হয় ছেডে দিয়েছেন, কিন্ধ মভিজ্ঞতাটা তো আছে,—বিশেষ ডিটেক্টিভ-কুলের বিষ্ণাটা, সেটা কাজে লাগালে কেমন হয় ? বিলেতে তো অনেক প্রাইভেট ভিটেক্টিভ আছে,—এখানে কি সেটা চলে না ? টাকা পরসার তাঁর বিশেষ অভাব নেই, কিন্তু একটা কাজ নিয়ে তো থাকতে পারবেন। তা ছাড়া, কাজটার মধ্যেও তো একটা বৈচিঞ্জা আছে, উদ্দীপনা আছে।

তিনি তো পুলিসে ঢোকবার আগেই কত ডিটেক্টিভ গরেব বলামুবাদ প'ডে, অভ্ত উপক্সাসের আবছায়া ধ'রে, অনর্গল মিথ্যাকে প্রাণপণে সত্য ভেবে মনে মনে একটা ডিটেক্টিভ-জ্বগৎ সৃষ্টি ক'বে রেখেছিলেন। সে জগতে অলিতে পলিতে শয়তান ঘোরে, অসাধাবণ উপায়ে খুন-জ্বম হয়, বাস্পের মত মায়্ম্য উডে যায়, য়ুবতীর কোমল করে শাণিত ছোরা চক্চক ক'রে ওঠে, কধায় কথায় পিগুল ছোটে; সেখানে কত রোমাঞ্চকর ঘটনা, জটিল রহল্প, পদে পদে বিপদ, অভাবন্ীয় উদ্ধার ইত্যাদি। হাঁ, যদি কিছু করতে হয় তো এই কাজ, প্রুষ-মায়্থবের উপয়ুক্ত কাজ বটে, বাকি সব তো আজকাল মেয়েবাও পারে।

গৃহিণীর সঙ্গে পরামশ করলেন। তিনিও তো অনেক ডিটেক্টিভ গল্প পড়েছেন,—তাই বিশেষ কিছু আপত্তি হ'ল না। স্বামীব নাম শার্লক হোম্স ও মিস্টার ব্লেকের ক্লায় দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে যাবে, এব চেয়ে আর গৌরবের কথা কি হতে পারে ?

বেকল পুলিসের ডিটেক্টিভ যোগেশবাবু সেই পাডাভেই থাকেন।
দীনেশবাবু তাঁর সক্ষে দেখা ক'রে তাঁর উপদেশ চাইলেন। যোগেশবাবু বললেন, "বেশ তো, ভাল কথা। কিন্তু ভাল ক'বে কাজ না শিথে
এসব ব্যাপারে নামাটা কি ঠিক হবে ?"

"কান্ধ তো কিছু কিছু শিশেছি,—এতদিন পুলিসে চাকবি ক'বে একুম। তা ছাড়া ডিটেক্টিভ ট্রেনিং স্থল থেকে পাসও করেছি।"

ভা তো করেছেন, কিন্তু ওধু পুঁথিগত বিছে হ'লে তো হবে না।

এসব বিষয়ে কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার দরকার, রিস্কৃত আছে,— বিশেষ কলকাতার মত জায়গায়।"

কণাগুলো দীনেশবাবুর বড় ভাল লাগল না। ভাবলেন, ওসব মুক্লনিয়ানা কথা তো চিরদিনই তনে আসছি, ওতে আর নৃতনম্ব কি আছে ? বললেন, "হাঁ, আপনি যা বলছেন তা খুবই ঠিক, কিন্তু আমার । এ দিকে ছেলেবেলা থেকেই ঝোঁক আছে। সেই জন্মই তো পুলিসে চুকেছিলাম। আমার তো মনে হয় Detectives are born, not made—আপনি কি বলেন ?"

যোগেশবাবু একটু হেসে বললেন, "হাঁা, কতকটা তাই বটে, কিন্তু—। যাক, এথন আমি এ সম্বন্ধে আপনার জ্বস্থে কি করতে পাবি বলুন ?"

"আপনি প্রবীণ ডিটেক্টিভ,—ইচ্ছে করলে আমার জন্তে অনেক কিছু করতে পাবেন। আমি মাঝে মাঝে এসে আপনার কাছে উপদেশ নেব।"

"বেশ, আসবেন।"

"আর, কলকাতা পুলিসের অফিসারদের সঙ্গে আমার আলাপ করিশ্বে দিতে হবে। যদি হঠাৎ তাঁদের কাছ থেকে কোনও সাহায্যের দরকার হয়—"

"বেশ. দেব I"

"তা ছাড়া, আপনার ছ্-একটা গোয়েদ্দা আমাকে দিতে হবে। তা না হ'লে বৰর পাব কেমন ক'রে ?"

এবার যোগেশবাব একটু গন্তীর হলেন। বললেন, "দেখ্ন, গোরেন্দা তো দেওয়া যায় না। সেটা শ্রণা নয়। আপনাকেই সেটা ঠিক ক'রে নিতে হবে।" শ্বাচ্ছা, আপনার লোক বাদ দিয়েও আপনি ছ্-একটা গোরেন্দা ক'রে দিতে পারবেন না ?"

যোগেশবারু এবার একটু হেসে বললেন, "দেখুন, Goendas are born, not made,—কাজেই ক'রে দেওরা শক্ত। চিনে নিতে হয়।
ঐথানে ভূল হ'লেই সর্বনাশ। যা হোক, আমি আপনাকে তার পথ দেখিয়ে দেব।"

ঽ

দীনেশবাবুর উৎসাহের আর অন্ত নেই। নিজেই একজন গোয়েন্দা ঠিক করেছেন, সে মাঝে মাঝে ছ্-একটা ধবরও দিছে। সেই সব সংবাদের স্থ্র ধ'রে তিনি কলকাতার এক প্রাস্ত থেকে অপর প্রাস্ত ধারাখুরি করেন, নানারূপ বেশ ধ'বে নানা জায়গায় নজর রাখেন, কখনও কারুর পেছনে পেছনে 'ফলো' করেন; কিন্ত স্ক্রপাত করবার কোথাও স্থবিধা পান না। ভাবেন, এ অঞ্চলের বদমায়েশগুলো সব রাতারাতি সাধু হয়ে গেল নাকি ? অন্তত একটা জাল-জ্য়াচ্রিও তো চোখে পড়ে না! কি জালা! আর বুঝি মান থাকে না! যা হোক একটা পেলে যে হয়!

এরূপ অবস্থায় একদিন তিনি ডাকে একথানা চিঠি পেলেন। কে একজন রামশরণ তাঁকে লিখছে, "বাবু, আজ সন্ধ্যার পর আপনি একবার আহিরীটোলার ঘাটে আসবেন,—একটা জরুরী থবর আছে।"

চিঠিখানা প'ডেই দীনেশবাবুর মূখে একটা আনন্দের তরক্ষ থেলে গেল। ভাবলেন, এই তো ঠিক। ডিটেক্টিভবা এই রকম চিঠিপক্সই তো পেয়ে থাকে। এতদিনে বোধ হয়— কিন্তু একটু চিস্তার কথাও তো আছে! তিনি যেন কোন্ একটা ডিটেক্টিভের গল্পে, কি আর কোথাও, পড়েছেন যে, ওদিকের গঙ্গার ধারটা বড় ভাল জারগা নয়। লোকটার সঙ্গেও তো জানাগুনো নেই। কি করা যায়!

যেতে তো হবেই, কারণ তিনি অনেক গল্পে পড়েছেন যে ডিটেক্টিভরা এই সব স্থযোগ ছাডে না। একবার মনে করলেন, যোগেশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা যাক; কিন্তু ভাবলেন, সে বুড়োকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই;—নানারকম বাধা-বিদ্নের কথা ভূলে সব পণ্ড ক'রে দেবে। সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী প্রামর্শদাতা হিসাবে একবার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "যাবে বইকি, নিশ্চরই যাবে। বল তো আমিও তোমার সঙ্গে যাই,—অবশ্য পুরুষেব বেশে। কিছু দুরে থাকব। বেশ একটা খিল হবে।"

"না না, তুমি কোথা যাবে ? সে সব গুণ্ডার জায়গা।"

"আঁা, তাই নাকি ? তবে তুমিই বা যাবে কেমন ক'রে ? ভয়-করবে না ?"

"ডিটেক্টিভদের তো কিছুতেই ভয় কবতে নেই, সেই সেদিন বায়স্কোপে দেপলে তো—"

"না না, সে সব পরের বেলায় বেশ ভাল লাগে, কিন্তু এ যে—"

"কিছু ভেবো না তুমি, আমি পিন্তল নিয়ে যাব।"

"আর তোমাদের বাঁশী-(whistle)-টাও নিয়ে বেও, যদি তেমন-তেমন দেথ, তা হ'লে সেটা বাজালেই তো পুলিস এসে পড়বে।" O

সন্ধ্যার পর দীনেশবার আহিরীটোলার ঘাটে উপস্থিত হলেন, সাধারণ বাঙালীর বেশে। কত নরনারী গলাব ঘাটে যাওয়া-আসা করছে, গলার ধারে বেড়াচ্ছে,—তাদের মধ্যে 'বামশবণ'টিকে চিনে নেওয়াও তো শক্ত! তার নাম পর্যন্ত এব আপে কথনও শোনেন নি। তার সম্বন্ধে মনে মনে একটা কল্পনা ক'রে নিলেন—অর্থাৎ বেশ জোয়ান-সোয়ান কাট-খোট্টা গোছের একটা হিন্দুস্থানী, বড় বড় পোঁফ, গায়ে কুর্তা, যাথায় চার পয়সা লামের টুপি, পায়ে নাগরা জ্তা, ইত্যাদি। কিছ তেমন লোক তো কেউ নজরে পডল না, আব কতই বা ঘোবা বাম ? আরে ধ্যেৎ, সবটাই ধাপ্পাবাজি নয তো ?

আর কিছুকণ ঘোরাফেবা ক'বে দীনেশবারু বাডি ফেরবার উপক্রম করলেন। চিৎপুরে ট্রাম ধরতে হবে। স্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে অল্ল কিছু দুর এসে চিৎপুর যাবার উদ্দেশ্যে একটা গলিতে ঢোকবার জন্মে যেমন মোড় ফিরবেন, অমনই পেছন থেকে একটা লোক থ্ব চাপা গলায় ডাকলে, "বারু!"

দীনেশবারু পেছন ফিবেই দেখলেন, একটা ধর্বারুতি শীর্ণকায় লোক—হিদ্দুখানী ব'লে মনে হয়। লোকটা আরও একটু কাছে এসে বললে, "বারু, আপনি কি—"

তার কথা শেষ হবার আগেই দীনেশবারু সোৎসাহে বললেন, "হ্যা, আমিই দীনেশবার। তুমি কি রামশরণ ?"

"আজ্ঞে হাঁা, আপনি ঘাটে আসতেই আপনাকে দেখলুম, কিন্তু ওথানে আপনার সঙ্গে কথা বলাব স্থবিধা নেই দেখে অপেক্ষা করছিলাম, একটু এদিকে আস্থন।" ব'লে তাঁকে নিয়ে দ্রীও বোডের রেল-লাইনের সংলগ্ন একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বললে, "বাবু, একটা খ্ব ভাল ধবর আছে। আপনি আমার সলে কথনও কাজ করেন নি, কিছ—"

"না না, তাতে কি হয়েছে! যদি ভাল ধবর দাও, তা হ'লে দেখবে আমিও কেমন—"

"আজে হাঁা, তা তো নিশ্চয়ই আশা করি।"

"যাক, সে সব ঠিক হবে, এখন থবরটা কি বল ?"

বামশরণ ছই-একবাব এদিকে ওদিকে চেয়ে, চুপি চুপি বললে, "বাবু, দরমাহাটার একটা বাডিতে টাকা তৈরি হচ্ছে, আপনি যদি আমাব সঙ্গে আসেন তো এখনি দেখিযে দিতে পারি।"

অত্যস্ত আগ্রহের সহিত দীনেশবাবু বললেন, "ঠিক খবর তো ?"

"আজ্ঞে হাা, ঠিক,—একেবারে পাকা ধবর। আমি নিজে দেখেছি, তাবা বোজ সন্ধ্যার পব সেখানে টাকা তৈরি কবে।"

"সেধানে ঢুকতে পাবা যাবে ?"

"হাঁ, খ্ব পারা যাবে। সে বাভিটাব উপরতলায় হুটো ভাপ ' আছে। একটা ভাগে তাবা ঐ কাজ করে, আব একটা ভাগ এপন থালি আছে, সে ঘরগুলো ভাড়া নেব ব'লে আমি বাড়িওয়ালার দরোয়ানের কাছ পেকে আজ চাবি নিয়ে এসেছি। তাকে বলেছি যে, আমাদের বাবু সন্ধ্যাবেলায় ঘরগুলো দেপতে আসবেন। যেখানে টাকা তৈরি হচ্ছে, তার পালের ঘর পর্বন্ত যোতে পারব মনে হয়। তারপর দেখা যাবে, কতদ্র কি করা যেতে পারে! তা হ'লে, এখ্নি যেতে পারবেন কি !"

ভাঁা, ভাঁা, নিশ্চরই পারব। এসব কাব্দে কি দেরি করলে চলে ? একবার গিয়ে দেখা তো যাক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে।"

8

ছোট বড় নানা রকম পলি-রাস্তা দিয়ে ছুজনে দরমাহাটার দিবে চলতে লাগলেন। দীনেশবাবুর মনটা একবার ছাঁাৎ ক'রে উঠল । লোকটার সঙ্গে জানান্তনা নেই,—কোনও কিছু বদ মতলব নেই তো । কিন্তু সাময়িক উত্তেজনায় সে সব চিস্তা মনে বড় একটা স্থান পেলে না। এসব তো ডিটেক্টিভের জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপাব, এইটাই তো পিলে!

তবুও রামশবণকে জানিরে দেওয়া দরকার যে, তিনি সশস্ত ; বললেন, "রামশরণ, তারা সেথানে কোনও অস্ত্রশস্ত্র রাথে না তো? অবিশ্রি, আমার কাছেও পিন্তল আছে।"

"আজে না, সে সব কিছু ভয় নেই বোধ হয়, আর আপনি তো একা কিছু কবতে যাবেন না, প্রলিসে ধবর দিতে হবে তো।"

একটা সরু গলিব মধ্যে চুকে একটু গিরেই রামশরণ একটা বছপুবাতন লোতলা বাডিব সামনে দাঁড়াল, তারপর দীনেশবাবুব হাতে একটা চাবি দিরে বললে, "আপনি রাস্তার ধাবের দরজাগুলো দেখুন, কোন্টায় তালা লাগানো আছে, এই চাবি দিরে তালা খুলে ভেতরে চুকে পড়ুন। আমি গলির মোড়ে গিয়ে, একটু নজব রাখি।"

দীনেশবাবু একটা ভালা খুলে ভেতরে চুকলেন, অন্ধকারে কিছু ঠিক করতে পারলেন না; তবে বুঝলেন সেটা একটা ঘর—সাঁ্যাৎসেতে, ছুর্গন্ধ। ভাবলেন, একটা টর্চ সঙ্গে আনা উচিত ছিল,—বড় ভূল হয়ে গেছে, অন্ধকারের মধ্যে কি আছে কে জানে!

ষা হোক, রামশরণ তথুনি এসে পড়াতে মনটা আবার সজীব হরে

উঠল। সে চুপি চুপি বললে, "বাবু, আমার হাত ধরুন,—ওপরে যেতে হবে, জুতোটা খুলে ফেলুন।"

উপরের একটা ঘরে গিয়ে রামশরণ দীনেশবাবুকে সেথানে দাঁড়াতে ব'লে পাশের ঘরে ঢুকল। উপরের ঘরটাও প্রায় নিচের ঘরেরই মত, তবে গলির দিকে একটা জানলা থাকায়, সামায়্ম কিছু আলো ঢুকছে। আবার দীনেশবাবুর গাটা একটু ছমছম ক'রে উঠল, কিছু তিনি তখুনি নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন। সলে পিগুল আছে তো,—ভয় কি ?

অল্পকণ পরেই রামশরণ এসে বললে, "বাবু, আস্থন।"

ছুজনে পাশের একটা ঘর পার হয়ে আর একটা ঘরে ঢুকলেন, সে

ঘরেও একটা জানলা দিয়ে সামাস্ত কিছু আলো আসছে। ছুজনে নিঃশবেদ

গিয়ে একটা দরজার কাছে দাঁড়ালেন। বছকালের পুরানো দরজা,—এক

জায়গায় কাঠ একটু কাঁক হয়ে গেছে। রামশরণের নির্দেশমত সেই

কাঁকের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দীনেশবাবু যা দেপলেন, তাতে তাঁর প্রাণ

আনন্দে নেচে উঠল। বেশ বড় একথানা ঘর, আলো জ্বলছে, আর

সেই ঘরের মধ্যে চার-পাঁচ জন লোক বেশ নিবিষ্ঠ মনে একটা প্রেসের

ভিতর এক-একথানা ক'রে সাদা ধাতৃর চাক্তি ঢুকিয়ে দিয়ে সেওলোতে

ছাপ দিছে। টাকাগুলো প্রেস পেকে বার ক'রে ঝুড়িতে ফেলছে,—

ঠিক আসল টাকার মতই আওয়াজ।

দীনেশবাবুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, জদরের ক্ষত স্পান্দন আরম্ভ হ'ল, শরীরের সমস্ত শক্তি যেন চক্ষুতে গিয়ে পড়ল। ওঃ! এ যে একেবারে খাঁটি জাল টাকা!—অর্থাৎ struck coin! মুচিতে খাড়ু গলিয়ে ছাঁচের মধ্যে ফেলে, সেই মান্ধাতার আমলের পাড়াগেঁরে জাল নয়। কলকাতা শহর,—সবই আধুনিক, আপ-টু-ডেট। কি আনন্দ! এতদিনের আশা সফল হ'ল, পরিশ্রম সার্থক হ'ল!

ছুজনে আবার প্রথম ঘরে আসতেই দীনেশবাবু চুপি চুপি বললেন, "বামশবণ, বহুৎ আছে।! গ্র্যাণ্ড ডিটেক্শন! ছুমি এখানে থাক, আমি চট ক'রে গিয়ে থানায় খবর দিই।"

শা বাবু, আপনি যাবেন না। আশেপাশে নিশ্চয়ই ওদের লোক আছে। আপনি এ রকম বাঙালী ভদ্রলোকের বেশে যাওয়া-আসা করলে কারুর চোখে প'ডে যেতে পারেন। তার চেয়ে, আপনিই এখানে থাকুন; আমি গিয়ে থানায় থবব দিছি। আমার সঙ্গে ইন্সপেক্টরবাবুর জানাশোনা আছে। তাঁকেও মাঝে মাঝে তু-একটা ধবর দিয়ে থাকি।"

"আছা, তবে যাও, দেখো, দেবি ক'বো না।"

রামশবণ নিঃশব্দে বেরিষে পেল। সেই অন্ধকার ঘরেব মধ্যে প্রায় রুদ্ধখাসে ব'সে থেকে দীনেশবারু হাঁপিয়ে উঠলেন, সর্বাদ্ধে ঘাম ছুটল, মশায় কামড়ে অভিষ্ঠ ক'বে দিলে। কিন্তু সাফল্যের আনন্দে তাঁব আব সে সব জ্ঞান নেই। আব আধ ঘণ্টাব মধ্যেই তাঁব মধ্য স্থপ্প বাস্তবে পরিণক্ত হবে। এতদিন ধ'রে তিনি মনে মনে যে সব কল্পনা ক'রে এক্সেছেন, যে সব চিন্তায় আনন্দ পেষেছেন, এথ্নি তারা মৃত হযে উঠবে। পুলিস এসে পডলে কেমন ক'রে বাডিটা নিঃশব্দে ঘেবাও ক'রে ফেলতে হবে, কোন্ পথে ঘরটায় ঢুকতে হবে, কেমন ক'বে এক্সক্তে সব কটা লোককে আক্রমণ করতে হবে, মনে মনে সেই সবেব একটা আলোচনা ক'রে নিলেন। কোন গোলযোগের তো সম্ভাবনা দেখা যায় না,—ঠিক কাজ হাসিল হবে। তারপর আজ রাজ্ঞেই থানা থেকে খবরের কাগজের কোন রিপোটারকে টেলিফোনে ঘটনাটি জানাতে হবে,—বেন কাল সকালের কাগজেই সংবাদটা বেরিয়ে পড়ে। কাল বেলা আটটার মধ্যেই তাঁর নাম সমস্ত কলকাভায় ছড়িয়ে পড়বে।

প্রাইতেট ডিটেক্টিভের এরপ কীতি এই প্রথম। গৃহিণীকে কিন্তু আজ রাজে কিছু বলা হবে না। একেবারে কাল সকালে চা থাবার সময় থবরের কাগজ দেখিরে তাঁকে চমকিত ক'রে দেওয়া যাবে।

কিন্তু রামশরণ তো বড় দেরি করছে! প্রায় আধ ঘণ্টা হতে চলল। থানার বাবুরা তার কথা গুনেতে না নাকি? ব্যাটা হয়তো থার্ড রেটের গোয়েন্দা,—কেউ বিশ্বাস করে না।

একবার উঠে গিয়ে সেই ভাঙা দরজার কাঁক দিয়ে দেখলেন যে, লোকগুলো তেমনই নিবিষ্ট মনে কাজ ক'রে যাচেছ,—তবে মাঝে মাঝে বিড়ি খাচেছ আর নিজেদের মধ্যে ছ্-একটা কথা বলছে। যদি এখন কাজ বন্ধ ক'রে চ'লে যায়। আর তো দেরি সন্থ হয় না!

অন্ত ঘরে ফিরে এসে বসতেই দীনেশবারু দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেলেন। আঃ, এতক্ষণে রামশরণটা এসেছে! আগ্রহাতিশয্যে দরজার কাছে যাবার জন্মে দাঁডাতেই দেখলেন যে, একজ্বন ঘরের মধ্যে চুকছে। "এসেছে?" ব'লে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু তথুনি থমকে দাঁডালেন। এ কি! এ তো রামশরণ নয়! এ যে এক অবশুঠনবতী স্তীমৃতি!

যেন এক ধাকায় দীনেশবাবুব সব ওলটপালট হয়ে গেল। কোণায় সে আগ্রহ, সাহস, উদ্দীপনা ? তাঁর মুখ দিয়ে একটা কণাও বেক্লল না। তাঁর চমক ভাঙবার আগেই স্ত্রীলোকটা প্রায় তাঁর গা বেঁষেই এসে মাথার কাপড় উঠিয়ে দিয়ে হিদ্দুস্থানী ভাষায় বললে, "বাবু, আমাকে বাঁচাও, আমি গঙ্গার ঘাটে এসেছিলুম, গুঙারা আমাকে ধ'বে নিয়ে এসেছে।" ব'লেই ফু পিয়ে ফু পিয়ে কাঁদবার উপক্রম করলে।

দীনেশবাৰু দেখলেন, এ তো বড় মুশকিল, এ যে কাঁছতে আরম্ভ

করে! ভাবলেন, মেরেমাম্বরের কারা একবার শুরু হ'লেই ক্রমণ বেড়ে যাবে। তা হ'লে তো সব ভেল্পে যার! নিজের মুথে হাত দিরে তাকে চূপ করতে ইন্সিত ক'রে আন্তে আন্তে বললেন, "বাপু, ভূমি কেঁদো না। এখানে গোলমাল কবলেই আমার সব কান্ধ্র মাটি হয়ে যাবে। চূপ ক'রে ঐখানে ব'স। আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে দিয়ে আসব।" ভাবলেন, মন্দ নর,—এও তো একটা সেন্সেশনাল কেস, ভক্রঘরের মেরে ব'লে মনে হচ্ছে।

স্ত্রীলোকটি কিন্তু কিছুতেই থামে না। দীনেশবাবুর হাতে ধরবাব উপক্রেম ক'রে বললে, "আমাকে এক্স্নি নিয়ে চলুন, আমি আর এক মণ্ডও এখানে থাকব না।"

কঠিন সমস্তা, কি কবা যায় ? স্ত্রীলোকের কথা রাথতে গেলে যে, এমন ডিটেক্শনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। বললেন, "তোমার কোন ভয় নেই. এখুনি এখানে পুলিস এসে পড়বে।"

প্লিসের নাম ভনেই স্ত্রীলোকটি যেন শিউরে উঠল, বললে, "না না, তা হ'লে আপনি আমাকে এখুনি নিয়ে চলুন। আমি ভদ্রঘবের মেয়ে,—প্লিস এলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। আমাকে সোনাপটিতে আমাদের বাডির কাছ পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আম্থন, আপনার পায়ে পডি i" ব'লে স্ত্রীলোক দীনেশবাব্ব পায়ে ধববার উপক্রম করতেই তিনি বললেন, "আঃ, কর কি, কর কি ? আছে।, আমি একটু পরেই—"

শনা, আমাকে এখুনি নিম্নে চলুন, আমার যা কিছু আছে সব আপনাকে দিচ্ছি।" ব'লে মেয়েটি আপনার গহনা এক এক ক'রে খুলে দীনেশবাবুর দিকে ছুঁড়তে আরম্ভ করন।

"आ: ! कत्र कि ! कि विज्ञां ।" व'ल मीत्नमवाबू वर्ष्ट् विज्ञ ।

হয়ে উঠলেন, মুখে উদ্বেগ ও বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল। কি যে করবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না।

তাঁকে চিন্তা করতে দেখে স্ত্রীলোকটি আবার কেঁদে ওঠবার উপক্রম ক'রে তাঁর পা জড়িয়ে ধরবার জন্তে হাত বাড়াল। তথন অনন্তোপায় হয়ে দীনেশবাবু বললেন, "আচ্ছা, চল, তোমাকে দিয়েই আসি। তোমার গহনাগুলো তুমি তুলে নাও।"

কিন্তু তথুনি সিঁড়িতে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল।
দীনেশবাবু যেন অকুল সাগরে কূল পেলেন। ভাবলেন, ভগবান
বাঁচিয়েছেন, পুলিস এসে পড়েছে। কিন্তু কলকাতার পুলিস কি
বেহুঁশিয়ার! ছুতোগুলো খুলে উপরে উঠতে হয়, সে থেয়ালটাও
নেই! হয়তো ওরাই সব মাটি ক'রে দেবে!

চার-পাঁচ জন লোক ঘরের ভিতরে হুডমুড় ক'রে ঢুকল। তাদের মধ্যে বাঙালী-ভদ্রলোকবেশী একজন টর্চ জেলে দীনেশবাবুর মুধের উপর ধরল। দীনেশবাবু দেখলেন, বাকি লোকগুলো হিন্দুছানী—প্লিসের কন্স্টেব্লের মত। কিছ কারও পুলিসের পোশাক নেই। ভাবলেন, এ কি! সবাই সাদা পোশাকে কেন? তাদের মধ্যে বামশরণকে দেখতে পেলেন না। স্ত্রীলোকটি তথন ঘরের এক কোণে গিয়ে চুপ ক'রে বসেছে।

বাঙালী বাবু স্ত্রীলোকটির উপর টর্চের আলো ফেলতেই দীনেশবাবু অত্যস্ক উদ্বিশ্ন হয়ে উঠলেন। একটু এগিয়ে এসে চুপি চুপি তাকে বললেন, "করেন কি মশাই ? এ রকম ক'রে চারিদিকে আলো ফেললে আর জুতোর শব্দ করলে আসামীরা পালাবে যে! প্রথমে বাড়িটা ঘেরাও ক'রে ফেলুন।"

স্থিরদৃষ্টিতে দীনেশবাবুর দিকে চেয়ে বাবৃটি গন্ধীরভাবে বললেন,

"আসামীরা! আপনি ছাড়া আরও কেউ এর মধ্যে আছে নাকি! কোথায় আছে বনুন!"

দীনেশবাৰু অবাক হয়ে গেলেন; ভাবলেন, হয়তো রামশরণ ঠিক ক'রে বোঝাতে পারে নি। বললেন, "কি বলছেন আপনি? আমাকে আসামী মনে করেছেন নাকি? এই বাড়ির একটা ঘবে টাকা জাল হচ্ছে। তাদের ধরাবার জন্তেই তো আমি আপনাদেব ডেকে পাঠিয়েছি।"

"আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন! আপনি কে ?"

"আমি ডি-ডি---"

দীনেশবারু বলতে যাচ্ছিলেন যে, তিনি ভিটেক্টিভ; কিন্তু সে অবস্থায় সে কথাটা বলতে যেন জাঁর গলায় বেখে গেল। ব'লে ফেললেন, "আমি ডি. সি. গুপু। আপনি কে!"

যেন দীনেশবাবুর মুপের কথাটাই কেড়ে নিয়ে আগন্তুক বললে,
"আমি ডিটেক্টিভ। টাকা জালের কথা কিছু জানি না। কিন্তু এ
বাড়িতে একটা খুন হচ্ছে ধবর পেয়ে আমরা এসেছি। তবে স্থেব
বিষয় যে মেয়েটাকে আপনি খুন করেন নি। দেখছি, তার গয়নাগুলো
নিয়েই ভাগবার চেষ্টায় ছিলেন।"

দীনেশবাবু থতমত থেয়ে গেলেন। যেন তাঁর সব গুলিষে গেল।
এ রকম একটা ভরত্তর অভিযোগের প্রতিবাদ করবার শক্তিও যেন
বিশ্ব হয়ে গেল। কোথায় ডিটেক্টিভগিরি, জাল টাকা, রামশরণ,
থানা-প্রিস! এ কি মুশকিলেব মধ্যে পড্লেন তিনি!

তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে বাবৃটি ঈষৎ হেসে বললেন, "গুপ্ত মশায়, আর ভাৰছেন কি ? সব বোঝা গেছে। এখন আব 'গুপ্ত' থাকলে চলবে না, 'ব্যক্ত' হতে হবে। চলুন থানায়।" দীনেশবাৰুর চমক ছাঙল। আত্মরক্ষা করতে হবে ভো! এ কি
মিধ্যা অপবাদ! তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত ক'রে মধাসপ্তব দৃঢ়ন্বরে
বললেন, "এসব আপনি কি বলছেন মশাই? সত্যি সন্তিটি এখানে
কতকগুলো লোক টাকা জাল করছে, আর আমি সেই খবর পেরে
তাদেব ধরিয়ে দেবার জন্তে এসেছি। বিশাস না হয়, ঐ পাশের ঘরে
চলুন—দরজার কাঁক দিয়ে আপনাকে সব দেখিয়ে দিছি।"

"কিচ্ছু দেখাতে হবে না মশাই। ও তে। চিবদিনই হয়। ওসব ব'লে আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবেন না। এখন চলুন,—থানায় চলুন।" দীনেশবাবু আরও দৃঢ়স্বরে বললেন, "কি করেছি আমি যে থানায় যাব ?"

"এই মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসে—"

"কে বললে আমি ওকে নিয়ে এসেছি! ও এই বাড়িতেই ছিল,—
ভণ্ডাবা ওকে ধ'বে নিয়ে এগেছে। এই একটু আগেই ও আমার
কাছে এসে ওকে বাডিতে পৌছে দেবার জ্বন্তে কাঁদাকাটা কবছিল।
না হয়, ওকে জিজ্ঞাসা করুন। (স্ত্রীলোকের প্রতি) বল না গো,
কি হয়েছিল।"

স্ত্রীলোক নিরুত্তর। এই এত কথা বলছিল,—একেবারে চুপ! কি মুশকিল!

'বাঙালীবারু বললেন, "থাক্, আর ওকে নিয়ে টানাটানি কেন?
ভক্রলোকের মেয়ে, ও আর কি বলবে। আপনিই ওকে নিয়ে
এসেছেন। যদি সেটা ঠিক না হ'ত, তা হ'লে ও এতক্ষণ তার প্রভিবাদ
করত।"

"আমি নিয়ে এসেছি ? কলকাতার রান্তায় একজন আর এক-জনক এমন ভাবে নিয়ে আসতে পারে ? ও তো চেঁচালেই পারত।"

"আপনি পিন্তল দেখিরে ওকে নিয়ে এসেছেন। আপনার কাছে পিন্তল নেই ? বলুন।"

দীনেশবাবুর মাধার যেন আকাশ তেঙে পড়ল,—বুক ছ্রছ্র ক'রে উঠল। সভাই তো, তাঁর কাছে পিন্তল আছে। এরা জানলে কেমন ক'বে ?

"মনে করছিলেন, চুপি চুপি কাজ সারবেন; কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা সেথানে সুরছিল। সে সবই দেখেছে। আপনার হাতে পিন্তল ছিল ব'লে একা এগুতে সাহস করে নি। আপনার পেছনে এই বাড়ি পর্যন্ত এসে তথুনি গিয়ে আমাকে ধবর দিয়েছে। এখন ভো সব বুঝতে পারলেন। চলুন, আর দেরি করতে পারব না।"

এবার দীনেশবাবুর মুখে ভয়ের রেখা ফুটে উঠল। বাধা দিলে এতগুলো লোকের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। শেষে এরা জাের ক'রে জাঁকে থানায় নিয়ে যাবে. সেটা তাে আরও থারাপ। থানায় গিয়ে না হয় সব কথা বলতে পারেন, কিন্তু তাঁর কথা তথুনি বিশ্বাস করবে কে ? শেষ পর্যন্ত কিছু না হ'লেও তাে একটা তদক্ত হবে,—সব জানাজানি হবে, হয়তাে থবরের কাগজেই বেরিয়ে পড়বে! কি কেলেকারি!

তথন আগন্তকদের মধ্যে একজন দীনেশবাবুকে প্রায় জোর ক'রেই সিঁড়ির ধারের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে, "বাবু, আপনাকে তো ভক্রলোক ব'লেই মনে হচ্ছে। বোধ হয় এ কাজে ন হুন নেমেছেন। হয়তো একটা ঝোঁকের মাধায় কাজটা ক'রে ফেলেছেন, তাই আপনাকে নিয়ে আর টানাটানি করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে একটা মিটমাট ক'রে ফেলুন।"

দীনেশবাবু তথনও ঠিক প্রকৃতিস্থ হন নি, বললেন, "সে আবার কি * শ্রেটা আমি আমাদের বাবুকে ব'লে ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" ব'লেই লোকটা পাশের বরে পিয়ে একটা লোকের সঙ্গে ফিসফাস ক'রে ছ্-চারটে কথা ব'লে আবার দীনেশবাবুর কাছে এল, বললে, "বাবুকে অনেক ব'লে-ক'য়ে রাজি কবিষে এলুম, আমাদের পাঁচ শো টাকা দিয়ে আপনি চ'লে যেতে পারেন।"

টাকার কথা শুনেই দীনেশবাবুর রক্ত গরম হরে উঠল। কি জ্বন্ত। টাকা চায়! এরাই না ডিটেক্টিভ পুলিস! ছিঃ!

কিন্তু উপায় কি ? যে অবস্থায় তিনি পড়েছেন তাতে যে কোনও রকমে নিছতি পেলে বাঁচেন, বললেন, ''পাঁচ শো টাকা!''

"হ্যা, পাঁচ শো টাকা। বেশি আরু কি ?"

"কোণা পাব আমি অত টাকা ?"

"হাঁা, অত টাকা সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়, তা হ'লে একথানা চেক লিখে দিয়ে যান।"

"চেক-বই তো সঙ্গে নেই।"

লোকটা যেন একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "তাই তো, তা হ'লে !" তারপর যেন আরও একটু চিন্তা ক'বে বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে সঙ্গে যা আছে তাই দিয়ে যান।"

অন্ন একটু ভাৰবার অবসর পেয়ে দীনেশবাবুর মন আবার বিজ্ঞাহী হয়ে উঠল, ভাবলেন, কেন তিনি এ অত্যাচারের প্রশ্রের দেবেন ? কি অপরাধ করেছেন তিনি ? রামশরণ তো পানায় পুলিস ডাকতে গেছে, আস্কুক না তারা। তাবপর যা হয় হবে।

লোকটা তাঁকে ভাৰতে দেখে বললে, "নিন, আর ভাৰবার সময় নেই। ঘড়িটা আংটিটা চটপট ক'রে খুলে ফেলুন, আর টাকাকড়ি সঙ্গে যা আছে বাব ক'রে দিন, আপনি যদি সত্যি সত্যিই থানা-পুলিস ভাকবার জন্তে কাউকে পাঠিয়ে থাকেন, তা হ'লে তারা আসবার আগেই আমাদেব যা কিছু করবার শেষ ক'রে নিতে হবে। তারা এসে পড়লে আর আমরা আপনার সঙ্গে মিটমাট করতে পারব না।"

তথন আরও ত্-তিন জন লোক সেই ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।
একজন টর্চ জাললে। দীনেশবাবু তাদের দিকে তাকিয়েই যেন একটু
আঁতকে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল যেন তাদের তিনি যা ভেবেছিলেন
তারা তা নয়। তথন তিনি যয়চালিতের মত নিজের হাতঘডি আর
আংটি খুলে নিয়েও পকেট থেকে মনিব্যাগ বাব ক'রে লোকটার হাতে
দিলেন। এই সব কাজে লোকটা তাঁকে সাহায্য করলে,—অর্থাৎ তাঁর
কাছে আর কিছু আছে কি না সেটা প্রকারাস্তবে দেখে নিলে।
পিপ্তলটা নিলেনা।

তারপব দীনেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে গিয়ে বললে, "এই নিন আপনার ট্রাম-ভাগে।" ব'লে একটা সিকি তাঁব হাতে ওঁজে দিয়েই তাঁকে ঠেলে বাস্তায় বাব ক'বে দিলে। তিনি টলতে টলতে চ'লে গেলেন।

Ø

দীনেশবাবু পরের দিন সকালবেলায় যোগেশবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর মুথ-চোথের ভাব দেখেই যোগেশবাবু বুঝলেন যে, কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞাসা কবলেন, "থবর কি ? অত শুকনো দেখছি কেন ?"

গতরাত্রের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিববণ দিয়ে দীনেশবারু বললেন,

"কলকাতা পুলিসের ডিটেক্টিভে ঘেরা ধ'বে গেছে মশাই। কি
অত্যাচারী—কি ডিজ অনেস্ট।"

যোগেশবাবু একটু হেসে বললেন "ভূল বুঝেছেন দীনেশবাবু, তাদেব কেউ কোনও পুরুষে ডিটেক্টিভ নষ।"

''তবে কি গ"

''আপনি 'নৌশেবা' দলেব হাতে পডেছিলেন।''

"সে আবাব কি ?"

"সেটাও জানেন না ? কলকাতায ও একটা মন্ত দল আছে। তাবা নানা ছলে লোককে ফুসলে তাদেব স্থবিধামত জাষগায় নিয়ে গিষে তোলে, তাবপব তাদেব দলেব আব কষজন লোক এসে ডিটেক্টিভ পুলিসেব অভিনয় ক'বে ঠিক এই বকম ঠকিয়ে, না হয় কেডে-কুডে নেয়।"

"ওঃ, ঠিক তে'! ডিটেক্টিভ স্কুলে ট্রেনিংযেব সময ওদেব কথা পড়েছিলাম বটে, এখন মনে হচ্ছে।"

"প'ডে তো ছিলেন, কিন্তু কাজে লাগাতে পাবলেন কই ? সেই জন্মেহ তো অভিজ্ঞতাব দবকাব। আমি তো আপনাকে ববাববই ব'লে আসছি যে, এসব বিষয়ে একটু প্রাক্টিক্যাল এক্স্পিরিয়েন্স না হ'লে কাজে নামা ঠিক নয়।"

"কিন্তু আপনি যাই বলুন, টাকা জাল কবাটা আমি ঠিক স্পট কবেছিলুম।"

"না, সে বিষয়েও আপনি মস্ত ভুল বুরোছিলেন।"

"সেট। আমি স্বীকাব কবতে পাবলুম না যোগেশবাবু, মাপ করবেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাবা টাকা তৈবি কবছিল।"

''হাা, তৈবি কবছিল তা ঠিক; কিন্তু জাল ক বে নি।''

দীনেশবাবু স্বিন্থে যোগেশবাবুৰ মুখেব দিকে চাইলেন। বললেন, "সে আবাৰ বি ৮'

"এই দেখুন, এটাও আপনি জানেন না। হিন্দুস্থানীরা গলায় রামচন্দ্রী টাকা বা মোহরেব মালা পরে, দেখেছেন ?"

"হ্যা, তা তো দেখেছি।"

"আপনার কি মনে হয়, সে টাকাগুলো বযুপতি বামচল্রের আমলে তৈরি হয়েছে ?"

"অত পুৰনো না হোক, হিন্দু বাজ্বাদের আমলের টাকা ছতে পারে।"

"কোনও আমলেরই নয়। সেকেলে টাকা এত কথনও পাওয়া যায়? ঐ রকম টাকা তৈরি করবাব জন্ম কলকাতায় অনেক কাবধানা আছে। আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনি তো দবজার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলেন, টাকাগুলো ঠিক আধুনিক টাকাব মতই বড ব'লে মনে হয়েছিল কি ?"

"না, তার চেষে যেন একটু ছোট ব'লে মনে হ'ল। তবে আমি ভাবলুম যে, খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না ব'লে বোধ হয়, ও-বকম মনে হচ্ছে।"

"তাবা বামচন্দ্রী টাকাই তৈবি কবছিল। টাকা জাল কবলে কি আপনি অত সহজে তাদের কাজ দেখতে পেতেন ? যারা জাল- জুয়াচুরি করে, তাবা আপনাব আমাব চেয়ে বড কম বৃদ্ধি ধরে না। যাক, যা হবাব তা হয়ে পেছে, নিজেকে ভাল ক'রে তৈরি ক'বে না নিয়ে আর ও-পথে যাবেন না। ডিটেক্টিভবা 'বর্ন' হ'লেও তাদেব কিঞ্ছিৎ 'মেক' কবার দরকার হয়, সেটা মনে রাশ্বেন।"



রাজাবারু

কালীঘাটের যজ্ঞেষর ডাক্তারের পসার আর কিছুতেই জমল না।
অফুঠানের ক্রটি নেই,—চক্চকে সাইন-বোর্ড, ঝক্ঝকে চেয়ার টেবিল,
রঙ-বেরঙের শিশি-বোতল-ভরা বড় বড় আলমারি, মাসিক ভাড়ায়
বন্দোবস্ত করা 'নিজের' মোটর গাড়ি, গন্তীর মেজাজ, পরিমিত বাক্যালাপ, স্থানবিশেষে ঈষৎ হাসি, রিহাসেল দেওয়া কাশি ইত্যাদি সবই
আছে; কিন্তু অভাব কেবল 'কলে'র। ডাক যে একেবারেই নেই তা
নয়, কিন্তু সে যেন চৈত্র মাসের মেঘেব ডাকের মত, যত গর্জে তত
বর্ষে না। কর্মক্ষেত্র প্রায় পাড়াটির মধ্যেই আবদ্ধ; কাজেই অনেক
স্থলে চক্ষ্লজ্জার থাতিবে ভিজিটের পবিবর্তে নমস্কারটাই মেলে। তবে
নিকটে একটি ছোট বস্তি আছে, সেথানে ছ্-একটা 'কল' মাঝে
মাঝে জুটলে যৎকিঞ্জিৎ পকেটে আসে। ডাজ্ঞার ভাবে, কি কুক্ষণেই
কলকাতায় ইম্প্রভয়েণ্ট ট্রান্টেব আবির্ভাব হয়েছিল,—এমন সোনার
বস্তিগুলোকে একেবারে দেশছাড়া ক'রে দিয়েছে!

বাঁকুড়া জেলাব এক অজ পল্লীগ্রামে যজেশ্বর ডাজ্ঞারের বাডি—
অর্থাৎ 'দেশ'। বাপের অবস্থা মোটাম্টি রকমে মন্দ ছিল না। নিজে
চাষবাস দেখে শুনে ও সেই সঙ্গে কিছু তেজারতি ক'রে সামান্ত কিছু সঞ্চয় করেছিলেন; কিন্তু কলকাতায় রেখে ছেলেকে ডাজ্ঞারি পড়াতে পড়াতে প্র্রিজপাটা যথন প্রায় শেষ হয়ে এল, তথন পাড়ার পাঁচজনে বললে, "মঙল মশাই, আব পড়িয়ে কি হবে ? যা শিখেছে তাতে পাড়াগাঁরে শ্বছন্দে ক'রে খেতে পারবে, এখন বাড়িতে এসে প্রাক্টিস কর্ষক।" কিন্তু গাঁরা বিশেষ আত্মীয় তাঁবা বললেন, "তাও কি হয়! একটি ছেলে,—আর ছেলে ব'লে ছেলে, যেন হীরেব ধার,—
তাকে শেষ পর্যন্ত 'বঁ ডের গোবব' করবে । এখন আদা থেযে আদার
গিরের ঠেকেছে, চোধ-কান বুদ্ধে পাসটা কবিয়ে নাও।" কাজেই
মণ্ডল মশাই তাঁদেবই কাক্সর নিকটে শতকবা বাবো টাকা স্থদে জ্বিয়ি
বন্ধক রেখে টাকা ধার ক'রে যগুর ধরচপত্র চালিয়ে তাকে যথন কোন
রকমে টেনে-টুনে এপারে তোলবার যোগাড় কবেছেন, তথন হঠাৎ
একদিন হার্টফেল ক'বে নিজেই ওপাবে চ'লে গেলেন।

পাস-টাস ক'বে যন্ত ভাবলে যে, এমন অগম্য পাডার্গাবে থাকলে জীবনটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। তাই জমি-জায়গান্তলো বিক্রিক'রে দেনা-টেনা মিটিয়ে বাকি টাকাটা ও গৃহিণীটি নিয়ে অনেক আশাভরসা কবতে করতে কলকাতায এসে কুমাবট্লিতে প্রাকটিস জুডে দিলে।

ববাৎ মন্ধ্য,—প্রায় ছ বৎসর পশুগধিন্ত ক'রেও যথন কিছুই হ'ল না তথন যথ ভাবলে যে, এ পাডাটায় এসে ভাল কবে নি। একে এখানে ডাব্রুলার অনেক, তার ওপর মা গঙ্গাব হাওয়ার রুপায ব্যাবাম বছই কম। এমন একটা জায়গায বসতে হবে, যেখানে ডাব্রুলার নেই। কিন্তু কুমারটুলি থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যেখানেই খোঁজ করে, সেখানেই দেখে যে প্রায় প্রতি লাইট পোন্টের গায়েই ডাব্রুলার; তাই আবও ছ্-এক জায়গায় 'ট্রাই' ক'রে ধাকা খেতে খেতে শেষে কালীঘাটে মা কালীব চরণতলে গিয়ে ঠেকল। আশা, যদি আসল ব্যবসাটার সঙ্গে সঙ্গে আশোশে কোণাও একটা বর নিয়ে ডালাব দোকান কিংবা বারুডা থেকে পাঁঠার চালান ইত্যাদি কোন বকম কিছু একটা আমুষঙ্গিক চালিয়ে অন্তত বাসা ভাডাটাবও যোগাড ক'রে নিতে পারে।

এহেন যন্ত ডাক্তার এক ধীরসমীরসেবিত জ্যোৎস্বাপ্লাবিত শবতের

শীতল সন্ধ্যায় গৃহিণীর সঙ্গে বাক্ষুদ্ধে প্রবৃত্ত। দাম্পত্য কলহে কোধাও কেমন একটু-আধটু আদিবসেব ছিট থাকে, কিঙু এ ক্ষেত্রে তাব কিছুই নেই। এক দিকে অনর্গল বীববস ও অপব দিকে (অর্থাৎ ডাস্কোবেব দিকে) মাঝে মাঝে ঈষৎ ককণবস। কাজেই ধুদ্ধটা একতরফাই চলছে।

গিন্ধী বলছেন, "এত টাকা ধবচ ক'বে এমন পড়া পড়লেঁ যে বাসা ধবচটাও চালাতে পাব না। তাব চেম্নে একটা চাকবিব পড়া পড়লেই তো হ'ত।"

ডাব্রুটাব তর্কেব থাতিবে ব'লে ফেললে, "ডাব্রুটাবি পাস ক'রে কি চাকবি কবা যায় না?" যেমন এই স্বীকাবোক্তি অমনি সঙ্গে সঙ্গেই বায় পাস হ'যে গেল যে, তা যদি কবা যায়, তা হ'লে যেমন ক'বেই হোক একটা চাকবিব যোগাড় কব।

হকুম তো হ'ল, কিন্তু তামিল হয় কেমন ক'বে ? বালিব চটকলে একজন ডাক্তাবেব দরকাব ছিল, কিন্তু সেখানে চাকবি কবতে ডাক্তাব বাজি নয়। কারণ মাথা-ফাটা আব আঙুল-কাটাব বাাণ্ডেজ কবতে কবতেই যা কিছু শিথেছে সব ভূলে যাবে। একবাব মনে কবলে, ধববেব কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়; কিন্তু ভাবলে যে, ডাক্তাব-সমাজে তা হ'লে বড খেলো হতে হবে, আব যা একটু-আগটু কল জুটছে তাও বন্ধ হয়ে যাবে; তাব চেয়ে গোপনে গোপনে সন্ধানই ভাল। ত্ব-একটা ধবব আদে, কিন্তু সে সব স্থাব্ব পঞ্জীগ্রামে। কাজেই গিন্নীব অমত। কলকাতা ছেডে যেতে তিনি বাজি নন কাবণ তাই যদি হ'ল তা হ'লে দেশে বসলেই তো হ'ত! কলকাতাব মধ্যে, কি আন্দেপাশে কোথাও চাকবি চাই,—তা হ'লে সব দিক বজায় থাকে। কিন্তু ডাকাব যথন সে বক্ষম কিছুই জোটাতে পাবলে না, তথন অনেক ভেবে-চিস্তে

অগত্যা চোধ-কাম বৃচ্চে একটা ধবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বসল।

কিছুতেই কিছু হ'ল না,—এ দিকে হাতের পুঁজিপাটা ক্রমশ শেষ হয়ে আসতে লাগল। এ অবস্থায় একদিন বৈকালে ডাক্তার নিজের ডিস্পেন্সারির এক কোণে আয়নার সামনে দাঁডিয়ে ডাক্তারী হাব-ভাবের রিহাসেল দিছে, আর ভাবছে, বুঝিবা কলকাতার লীলা সাজ ক'রে আবার সেই বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে গিয়েই চুকতে হয়। এমন সময় রান্ডার উপর হঠাৎ এক বিকট চিৎকার! বেরিয়ে গিয়ে দেখলে, এক নধরকান্তি চন্দনচ্চিত্বপু পট্রবাসপরিহিত তিলকমালাশোভিত বৃদ্ধ পাশের বাড়ির সামনে লাইট-পোন্ট ধ'রে চাঁংকাব করছে।

দেশতে দেশতে অনেক লোক জুটে গেল ও বৃদ্ধকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন ক'রে ব্যতিব্যম্ভ ক'রে তুলল। বৃদ্ধ কিছুই বলে না, কেবল "উঁহু" ক'রে চীৎকার করে। শেষে সকলে ধরাধরি ক'রে ডাক্তারশানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের চৈতন্ত লোপ।

ভাতার দেখলে, এ গোলনালে সে কিছুই ঠিক করতে পারবে না।
তাই সকলকে বললে, "মশাইরা, আপনারা একটু বাইরে যান, আমি
দেখি, লোকটির কি হয়েছে!" কথাটা কারও বড় মন:পৃত হ'ল না,
কারণ সবেমান্ত্র উদ্দীপনাটা জ'মে এসেছে, এরই মধ্যে রসভল! যা
ছোক, সকলে মুখ ভারী ক'রে ও ডাক্তারের সথদ্ধে ছ্-চারটে শ্রুতিকটু
মন্তব্য ঝাডতে ঝাড়তে ডাক্তারখানা থেকে চ'লে গেল। পাড়ারই
একটা ছেলে বলতে বলতে গেল, "ও যখন যগু ডাক্তারের হাতে পড়েছে,
তথন আর বেশি দেরি নেই; ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই কেওডাতলায়
এগিয়ে দেবে।"

রুদ্ধের মুখে চোথে জল দিয়ে নাকের কাছে একটা শিশি ধ'রে

কিছুক্ষণ থাকতেই সে আন্তে আন্তে ছ্-একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেডে চোধ খুলল। ডাক্টোর জিজ্ঞাসা করলে, "এখন কেমন বোধ করছেন ?"

"অনেকটা ভাল।"

"আপনার কিসের যন্ত্রণা হচ্ছে ?"

"আপনিই কি ডাক্তার %

''আজ্ঞে হ্যা, এটি আমারই ডাঞ্চারখানা।''

"দেখুন, আমার মাঝে মাঝে শ্লের ব্যথা ওঠে, আর যথন ব্যথাটা বেশি হয় তথন এই রকম অজ্ঞান হয়ে যাই। কিন্তু আজ দেখছি বড় শিগগিব ব্যথাটা ক'মে গেল,—আপনারই যদ্ধে।"

"আমি আব কি কবেছি! তবে কোন নির্জন স্থানে এ রকম হ'লে—"

"ভূমি যা করেছ বাবা, আমার ছেলে হ'লে এর চেয়ে বেশি কিছু করত না। আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ করছি—" এই ব'লে বৃদ্ধ হাত ভূলল।

যতই হোক, ডাক্তারের গায়ে এখনও বাকুডা জেলার পাডাগায়ের গদ্ধ আছে। এখনও পর্যস্ত কলকাতার নীরস ব্যবসাদারী ও তদামুবলিক গুদ্ধ হাসিটা হাজার চেষ্টা ক'রেও ভাল ক'রে আন্তরু করতে পাবে নি; তাই বৃদ্ধের কথায় ও ভাবে তার চোথ ছলছল ক'রে উঠল। ক্রেমশ আলাপে প্রকাশ হ'ল, বৃদ্ধের নাম ধনপ্রয় বাচম্পতি, নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর। ঢাকার এক বড জমিদার নীলরতনবাবু তাঁর শিশু। সম্প্রতি নীলরতনবাবু বালিগঞ্জে আছেন, ও তাঁর আহ্বানমত বৃদ্ধ আজ্ব চার-পাঁচ দিন কলকাতায় এসেছেন। কালীঘাটে আর একটি শিশ্ব আছে, তার সঙ্গে দেখা ক'রে মা কালীর আরতি দেখে যাবেন মনে ক'রে বেরিয়েছিলেন। যেতে যেতে এই বিপদ।

বড় জমিদারের কথা শুনে ডাক্রাবের মনটা যেন কেমন ক'বে উঠল। ইচ্ছেটা, যদি কোন বকমে তার 'ফ্যামিলি' ডাক্রার কিংবা সেই রকম কিছু একটা হযে ঢুকতে পারে। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত আলোচনা আবস্ত কবলে। কিন্তু ফল বড আশাপ্রাদ ব'লে মনে হ'ল না। কাবণ নীলবতনবাবুর 'ফ্যামিলি'ব বড়ই অভাব। সম্ভানাদি নেই, এবং গৃহিণীও চাব-শাঁচ বংসব মাবা গেছেন। অনেকে পোষ্যপুত্র নেবাব উপদেশ দিছে। কিন্তু বাবু বড় সাচ্চা লোক; বলেন, "এক গাছের ফল কি আব এক গাছে জোড়া লাগে গ'' টাকাকডির ওপর মাষা নেই, তবে সম্প্রতি বাচম্পতি মশাই প্রমুধ ক্যেকজন শুভাকাজ্ঞী ব্যক্তির উপদেশে কিছু সংকার্যে মন দিয়েছেন। স্ত্রীর নামে ঢাকায় একটি দাতব্য চিকিৎসাল্য ধোলা হচ্ছে, তাবই প্রতিষ্ঠাব

ভাজ্ঞাবের পিপাসিত প্রাণ বাচপাতি মশাবের কথা-সবিৎ-সাগবে হার্ডুর্ থেতে লাগল। বললে, "ভাক্তাবধানার জন্ম কি ভাজ্ঞাবের সব বন্দোবস্ত হযে গেছে ?"

"তা তো ঠিক বলতে পাবি না বাবা; তবে জিজেদ ক'বে দেখতে পাবি। কেন গ তোমাব কি জানাশোনা ডাজ্ঞাব কেউ ফাছে গ"

"দেখুন, যদি তেমন স্থবিধা হয়, তা হ'লে আমি নিজেই—"

"ওঃ! তা বেশ, তা বেশ। যদি তোমাব স্থ্যিং হয়, তা হ'লে আমি ব'লে-ক'য়ে দেখতে পাবি। তবে তোমবা কলকাতাব লোক, অত দুরে গিমে কি পোষাবে ?"

"কি আব করি বলুন ? কলকাতায এসে থেকে নিজেই অনববত ডিম্পেপসিয়ায় ভূগছি, তা আব অন্তেব চিকিৎসা কবি কেমন ক'বে ? ভাই মনে কবছি—" "আচ্ছা। তা হ'লে তুমি কাল একবাব এমনি সমষ যাবে; আমি এব মধ্যে বাবুকে ব'লে-ক'য়ে ঠিক ক'রে বেপে দেব।" এই ব'লে বাচম্পতি মশাই গাব্রোখান কবলেন ও "আজ আব দেপছি কালীঘাটেব শিশুবাডি যাওয়া হয় না"—ইত্যাদি বলতে বলতে ডাক্তারেব প্রসাদ ভক্তিপূর্ণ প্রশাম নিয়ে ও আব এক দফা তাকে আশীর্বাদ ক'বে প্রস্থান কবলেন।

অতি শক্কিতচিত্তে ডাব্ডাব প্রস্তাবটা গিন্ধীব কাছে পেশ কবলে। প্রথমটা তো গিন্ধী আমলই দিলেন না, বললেন, "কলকাতা ছেডে সাত সমুদ্র তেবো নদী পাব হযে আমি ওসব দেশে গিয়ে থাকতে পারব না। যেতে না যেতেই নোনা লাগবে।" ইত্যাদি। তাবপব যথন ডাব্ডাব বুঝিষে-স্থবিয়ে বললে যে, ঢাকা প্রায় কলকাতাবই মত, আব মাছ ছুল দই মিন্তি ইত্যাদি থুবই সন্তা, তথন গিন্ধীব মনটা কিছু ভিজে অ'সতে লাগল। সেই স্থবোগে ডাব্ডাব একটা অমোৰ অন্ত্র নিক্ষেপ কবলে,—অর্থাৎ কলকাতায় থাকলে মাঝে মাঝে দেশ থেকে আত্মীয়াবলন আমলানিব উপদ্রব অ'ছে; কিন্তু ঢাকায় গেলে সে সব আপদেব সন্তাবনা নেই। এটা অকাট্য মুক্তি, কাব্ডেট গিন্ধী এব ওপব থাব কিছু বলতে পাবলেন না, তবে ডাব্ডাবনে একটা অঙ্গীকাব কবিয়ে নিলেন যে, ঢাকায় গিয়েই অন্তত ইন্টল্মেণ্টে একথানা মোট্ব গাড়ি কিনতে হবে,—কাবণ মাসিক ভাডায় সেথানে গাড়ি না পাওয়াই সন্তব।

প্ৰদিন বৈকালে ডাক্তাৰ পুৰোদস্থৰ সাহেবী বেশে সেজে, পকেট-কেস, নেটথিস্কোপ ইত্যাদি সাজ-সৰগ্গাম সঙ্গে নিষে (কাৰণ যদি কোন বিষয়ে পৰীক্ষা দিতে হয়) 'নিজেব' মোটবে ঠিক সাডে চাৰটেৰ সমষ নীলবতনবাৰুৰ বাডিতে উপস্থিত। প্ৰকাণ্ড বাডি, মন্ত কম্পাউণ্ড, স্থান্দৰ

ফুলের বাগান, মাঝখানে ফোয়ারা, পাশে গ্রীন হাউস, সিঁ ড়ির ধারে ও বারান্দার নানা রকমের ফুলের টব ইত্যাদি, দেখতে দেখতে ডাক্তার কতকটা অবাক হয়ে কতকটা সশক্ষত মনে আন্তে আন্তে বারান্দার উঠতেই এক ঝকঝকে-জরিদার-পোশাক-পরা চকচকে-চাপরাসধারী বেয়ারা একখানা প্লেট হাতে নিয়ে এসে সেলাম ক'বে দাঁড়াল। ডাক্তার প্রথমটা একটু থতমত থেয়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে নিমেই পকেটে হাত দিয়ে বললে, "ওঃ,! কার্ড-কেসটা তো আনতে ভূল হয়ে গেছে!" বেয়ারাব প্রফুল্ল বদন কিঞ্চিৎ গন্ধীর হয়ে গেল, বললে, "তবেই তো বড গোলমাল হজুর: এত্তেলা না দিলে তো রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।" ডাক্তার ভাবলে, কি ভূলটাই করেছি ? অন্তে টাইপ-করা একখানা কার্ড আনলেও কতকটা মান থাকত। ডাক্তারের শুকনো মুখ দেখে চাপরাসীর একটু দয়া হ'ল। বললে, "আছা হজুর, নামটাই বলুন, আমি একবার থবর দিয়ে দেখি।"

"বল, কালীঘাটের ডাড়োর মণ্ডল এসেছেন; বাচস্পতিজী কাল আসতে ব'লে এসেছিলেন।"

"ও! গুরুজী ?" বলতে বলতেই চাপরাসী একটু নিগ্ধ হাসি হেসে ভেতরে গেল।

পরক্ষণেই গুরুজী স্বয়ং উপস্থিত। ডাজ্ঞারের দেহে যেন এতক্ষণে প্রাণ এল। তৎক্ষণাৎ এগিষে গিয়েই আভূমিপ্রণতি ও পদধূলি গ্রহণ। "এস বাবা! কভক্ষণ এলে গ"

"এই আসছি।"

"এস, ভেতরে এস।" ব'লে ডাজ্ঞারকে সঙ্গে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর স্থ্রিয়ে ও সেই অবসরে রাজাবাবুর অতুল সম্পদ ও অশেষ গুণাবলির বর্ণনা করতে করতে ও ডাজ্ঞারের সম্বন্ধে যা কিছু বলবার তা ব'লে- ক'য়ে রেপেছেন ইত্যাদি সংবাদ দিতে দিতে তাকে নিয়ে মার্বেলেব সি'ডি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

ভাক্তার বাড়ির সাজ-সরঞ্জাম দেখেই অবাক। ভাবলে, বডলোক বটে,—বাড়িটাকে যেন ইক্রপুরী ক'রে তুলেছে! উপরতলার ব্যাপার আরও জমকালো। বারান্দা ঘর সমস্তই মার্বেলে বাঁধানো। প্রতি ঘরে বহুমূল্য আসবাবপত্তা, মথমলের পরদা, হলেক্ট্রিকের ঝাড় ইত্যাদি। এরই একটি ঘরে ডাক্তারকে বসিয়ে আর ছ্-চারটে কথাবার্তা ব'লে গুরুজী সায়ংসন্ধ্যার জন্তে তৈরি হতে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে এক সাহেবী পোশাকে সজ্জিত দিব্যকান্তি ব্বা-প্রুম্ব ঘরের মধ্যে ঢুকে ভাজ্ঞারকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। ভাজ্ঞারের বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। মনে করলে, ইনিই রাজ্ঞাবার। এই ভেবে দাঁড়িয়ে উঠে ঘেমন নমস্থাব করতে ঘাবে, অমনি সে একটু এগিয়ে এসে অভি মধুর হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে ভাজ্ঞাবের হাতথানা ধ'বে বেশ একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "হালো, আপনিই বোধ হয় ভক্টর মণ্ডল গ"

ডাক্তার বিনীত ভাবে বললে, "আজে হাঁা, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ—"

"ওঃ! আপনি ভুল বুঝেছেন; আমি মিস্টার গাছা (গুছ),— রাজাবাবুর ম্যানেজার। আপনার সম্বন্ধে সমস্তই গুরুজীর কাছে গুনেছি। কাল তিনি যে রকম ।বপদে পড়েছিলেন, আপনি না থাকলে—"

"আমি আর এমন কি করেছি ?"

"বিলক্ষণ! আপনি তাঁর প্রাণ দিয়েছেন। রাজাবাবু তাঁর কাছে ভনে আপনার ওপর যে কি রকম প্লীজ ড হয়েছেন তা আর কি বলব ?"

"আমার সোভাগ্য— এ রকম একটা স্থা দিয়ে যে আপনাদের সঙ্গে আলাপ হল!" ইত্যাদি মিষ্টালাপের পর ম্যানেজার সাহেব চা ও জল-থাবারের ফরমাশ করলে, এবং ডাক্তার যেমনই শিষ্টাচারসঙ্গত ঈষৎ আপত্তির অবতারণা করবার চেষ্টা করলে, অমনই ম্যানেজার হাস্তমধুর বদনমগুল কিঞ্চিৎ গঞ্জীর ক'রে বললে, "মশাই, এটা এঁদের বাডিব চিরস্তন প্রথা,—ভদ্রলোক কেউ বাডিতে এলে তাঁকে যদি যথারীতি এন্টার্টেন করা না হয়, তা হ'লে রাজাবাবু বডই বাগ করেন।"

তারপব জলযোগের মাঝখানে ম্যানেজার আসল কথাটা উথাপন করলে। বললে, "গুরুক্তী বলছিলেন বে, আপনি চাকবিব চেষ্ট। করছেন।"

"আজে হাঁা, কলকাতায আমাব শরীর ভাল থাকছে না, আব আমার স্ত্রীকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হযে পড়েছি।"

"কেন ৭ তাঁব কি হযেছে ?"

"এথানে তাঁব শবীর নোটেই ভাল থাকছে না। মাঝে মাঝে যেন ডিরেঞ্জমেণ্ট অফ্ ব্রেনের মত হয়। তাই অনেক দিন থেকে মনে করিছি, একটা ঠাণ্ডা জায়গায়—অর্থাৎ যেখানে খুব ফাঁকা আব বড নদীব হাওয়াটা পাওয়া যায়,—এমন কোন একটা জায়গায় একবাব ট্রাই ক'বে দেখব।"

"ঠাণ্ডা জ্বায়গায় যদি উপকার হয়, তা হ'লে একবাব দাজিলিং কিংবা শিলঙে পিয়ে দেখুন না কেন ?'

"দেখুন, এ তে। আর ছ্-চার দিনে সারবার ব্যারাম নয,— কিছু বেশি দিন না থাকলে স্থায়ী উপকাব হবে না। তাই এমন একটা জায়গায যাবাব চেষ্টা করছি, যেখানে জল-হাওয়াটা ভাল, আর কিছু বোজগারও করতে পারি। তবে এতদিন তেমন চেষ্টা কিছু কবি নি; কাবণ কলকাতার প্রাক্টিস্টা ছেড়ে যেতে মায়া হয়। যতই যা বলুন, এত বড় ফিল্ড আর কোথায় পাওয়া যাবে ?"

"তা তো বটেই, কিন্তু সব দিক তো বজায় রাণতে হবে !"

"সেইজন্ম এবার স্থির করেছি যে সে রকম স্থবিধার জায়গায় যদি একটা চাকরি-বাকরি কিছু মেলে, তা হ'লে চোধ-কান বুজে অন্তত কিছুদিনের জন্ম কলকাতার মায়া কাটা ।"

ক্রমশ ঢাকার ডিম্পেন্সারি, রাজাবাবুর জমিদারি, পৈতৃক ব্যবসা ইত্যাদি সম্বন্ধে ছুজনের অনেক কথাবার্তা হ'ল। বাজাবাবুর বহুকালের পাটের কারবার, ঢালানী কাজ, শিপ্নেণ্ট, যুদ্ধের সময কেবল করোগেট টিন থেকেই আট লক্ষ টাকা লাভ হয়েছিল, ইত্যাদি গল্প শুনতে শুনতে ডাক্তার একেবারে তন্ময় হয়ে গেল। ভাবলে, ভগবান, যাকে দাও তাকে কি এমনই ছপ্পর ফুঁডেই দাও!

ম্যানেজার বললে, "যেমন আয় তেমনই ব্যয়ও যথেষ্ট আছে। আর এঁদের এফেটে চাকরির একটা বিশেষত্ব এই যে, মাইনেটা খুব বেশি; আর সেটা রাজাবাবুর আমলে হয়েছে। তিনি বলেন যে, পেট ভবা থাকলে রোগে ধরে না।"

শুনতে শুনতে ভাক্তারের চোথে মুখে আনন্দের জ্যোতি ঠিকরে উঠল। বললে, "তা হ'লে দয়া ক'রে আমার একটা গতি ক'রে দিন। এমন আশ্রম আর কোথা পাব পূ"

ম্যানেজার সাহেব কিঞ্চিৎ গণ্ডীর ভাবে, একটু মুক্সবিষ্কানা স্থরে, ঈষৎ হেসে বললেন, "দেখা যাক, কতদুর কি হয়! তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রেখে দি। আমাদের এস্টেটে নিয়ম হচ্ছে, আমরা মাইনে যেমন বেশি দি, তেমনই কর্মচারীর কাছ থেকে কিছু টাকা জামিন নিয়ে বাধি: কাবণ রাজাবারু বলেন যে, ক্মচারীরা ছেলের মত; যদি কথনও ভূলপ্রান্তিবশত কিছু একটা ক'বেই বসে, তথন পূলিস ডেকে ফৌজদাবী কবা কিংবা দেওধানী আদালতে ডিক্রী ক'বে তাকে সর্বস্বান্ত কবা—এসব নির্ভূবতা তাঁব ভাল লাগে না। তাব চেয়ে জামিনের টাকা থেকে বোথ শোধ ক'বে নিষে আন্তে আন্তে বিদেয় ক'রে দেওয়াই ভাল।"

জামিনের কথা গুনে ডাক্তাবেব প্রফুল্ল বদন কিঞ্চিৎ দ্লান হযে গেল।
একটু উদ্বেগেব ভাব দেখিযে বললে, "ডাব্রুনাবদেবও কি জামিন দিতে
হয় ? তারা তো আব টাকাকডির কাববাব কবে না।"

"বলেন কি মশাই। ডাজ্ঞাবেব চার্জে অতবড একটা ডিপ্লেন্সাবি থাকবে, তাব ওর্ধ-পক্স সাজ-সবঞ্জামেবই দাম প্রায় বিশ হাজাব টাকা, তা ছাড়া হাসপাতালেব থবচপত্ত্বেব জন্ত ডাজ্ঞাবেব হাতে প্রায় সব সময় হু-তিন হাজাব টাকা থাকবে; কাজেই জামিন না নিলে চলবে না। যাক, সে সব কথা পবে হবে। আগে আপনাব সম্বন্ধ বাজাবাবুকে রাজি করাতে পাবি কি না তাই দেখি। দবখাল্ডও তো অনেক পডেছে।"

"আপনি একটু ভাল ক'বে চেষ্টা কবলেই হবে।"

"আমাকে বিশেষ চেষ্টা কবতে হবে না বোধ হয়, কাবণ গুরুজী আপনার দিকে আছেন। বাজাবাবু তাঁব কথা ঠেলতে পাববেন না। তাবপৰ আপনাৰ অদষ্ট।"

"মাইনেটা কি বকম কি হবে আপনারা স্থিব কবেছেন ?"

"এখনও ফাইনালি ঠিক হব নি, তবে তিন শো টাকাব কম নয়।"

ভাজ্ঞাবের মুখে আবাব আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠল; ভাবলে, এব জ্বন্থে যদি তিন-চার হাজার টাকা পর্যস্ত জামিন দিতে হয়, তাও সে কোন রকমে যোগাড় ক'রে দিয়ে দেবে। এখন রাজাবাবুর সঙ্গে দেখাটা হয়ে একটা কিছু পাকাপাকি কথা পেলেই মনটা ঠাণ্ডা হয়।

এই সময়ে ঘরের মধ্যে আর একজন লোক চুকল। লোকটার চেহারা কিছু কক্ষ, চূলগুলো উস্কোথুকো। কাপড-চোপড় ময়লা, রঙটা বেয়াড়া রকমের কালো. গলায় মালা, কপালে তিলক, মাথায় লম্বা টিকি।

ঘরে চুকতেই ম্যানেজার বললে, 'আফুন, আফুন, সাহা মশাই, আমি মনে কবেছিলুম, আপনি বুঝি আর এলেন না।''

"না এসে আর করি কি বলুন। যে দায়ে ঠেকেছি, আপনারা ভির আব গতি কি ?"

ক্রমশ হজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হ'ল তাতে ডাক্তাব বুঝলে যে, সাহা মশাই পূববঙ্গের একজন বিখ্যাত পাটের ব্যবসাদার; সম্প্রতি একটা বড অর্ডার নিয়ে সামলাতে পারছেন না, তাই রাজাবাবুদের একটা গদি থেকে কিছু মাল নিয়ে এ যাত্রা মান বাধবার চেষ্টায় আছেন। আজ চার-পাঁচ দিন ঘোরাফেরা করছেন, কিন্তু অপ্রিম দাদনেব টাকাটা সম্বন্ধে কিছু স্থিব না হওয়ায় কণ্টাক্ত হচ্ছে না।

অনেক অন্ধনম-বিনয় ক'রে সাহা মশাই ম্যানেজারকে বললে, "অনেক জারগায় চেষ্টা করনুম, কিন্তু হঠাৎ এত টাকাব যোগাড ক'রে উঠতে পারনুম না। আপনি দয়া ক'বে বাজাবাবুকে বুঝিয়ে-স্থাঝিষে দশ হাজার টাকাতেই রাজি কবিয়ে দিন।"

"আমি আপনার জন্ত অনেক চেষ্টা কবেছি সাহা মশাই, কিন্তু বারো হাজার টাকার কমে কিছুতেই হওয়া সপ্তব নয়। আপনাবও তো আর সময় নেই; যথন আর কোন উপায়ই করতে পাবলেন না, তথন ওতেই রাজি হয়ে যান; নইলে কি শেষে সব দিক হারাবেন ?" "আর রাজি হওয়া ছাড়া উপায় কি বলুন ?" এই ব'লে সাহা মশাই একটা খ্ব লম্বা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আন্তে আন্তে বুক-পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার ক'রে তার ভেতব থেকে একশো টাকার নোট এক-একখানা বার ক'রে ম্যানেজারের হাতে দিতে লাগল। ডাক্তাব অবকে, কারণ এতগুলো টাকা একসঙ্গে সে কখনও দেখে নি। যথন টাকা দেওয়া শেষ হ'ল, তথন সাহা মশাই বললে, "তা হ'লে কালই যাতে কণ্ট্রাক্টটা রেজেফ্টি হয়ে যায় আব আমি ত্ব-এক দিনের মধ্যেই মালটা পাই, দয়া ক'বে তাব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

"যে আজে, আর আপনার কোন বিষয়েব জল্মে কিছু চিস্তা নেই; আপনি কাল ডেলিভারি-অর্ডার সকালেই নিয়ে ঢাকা যেতে পারবেন।"

তাবপর সাহা মশাই ছ্ব-একটা অবাস্তব বিষয়ে কথাবার্তা ব'লে বিদায় হলেন। ডাক্তার কিছু আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা কবলে, ''এতগুলো টাকা দিয়ে গেল, কই, রসিদ নিলে না তো গু''

"বলেন কি মশাই! রাজাবাবুর কাছে আবাব রসিন! বিনা রসিনে বারো হাজার কেন, বারো লাথ টাকা তাঁব সেরেস্তায় জমা দিয়ে গেলে তাব একটি পয়সাও এদিক ওদিক হবে না। এ রকম বিশ্বাস না থাকলে কি এতবড কারবার চলে ?"

ভাক্তার হাঁ ক'রে শুনতে লাগল, আব রাজাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতেব ইচ্ছেটা ক্রমে খুব বেডে উঠল। কিন্তু ইচ্ছেটা আব সেদিন পূর্ণ হ'ল না; কাবণ কিছুক্ষণ পরেই ম্যানেজাবেব কাছে সংবাদ এল যে, হজুর-বাহাহ্র গুরুজীর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ আবস্তু করেছেন; এখন বাইবে প্রাস্বেন না।

ভাক্তারের মনটা কিছু দ'মে গেল; ভাবলে, বডলোকেব চাব ধাবে যে রকম গণ্ডির উপস্ত্রব, তাতে সে সব ভেদ ক'রে শেষ পর্যন্ত পৌছানোই শক্ত। যা ছোক, "কাল আবাব আসব" ব'লে ডাক্তাব বিদায নিলে।

বাজিতে এসে গিন্নীব সঙ্গে অনেক তর্ক-বিতর্ক হ'ল। স্ত্রীলোক টাকা-প্যসাব বিষয়ে চিবদিনই কিছু বেশি ছঁশিয়াব; তাই জামিনেব কথাটায় সহজে বাজি হ'ল না; কিন্তু নাদিক তিন শো টাকাব মায়াটাও ছাজা বজ শক্ত। তাই আপন্তিব বেগটা ক্রমশ হাস হয়ে এসে শেষে তুহাজাব প্রশ্বস্তু জামিন দেওয়া যেতে পাবে—এই স্থিব হল।

প্ৰদিন ঠিক সেই সময় ডাপ্তনাৰ ৰাজাবাবুৰ ৰাডিতে উপস্থিত।
ম্যানেজাব খুব থাতিব ক'বে উপবে ডুফিং-ক্লমে নিষে গিয়ে বসালে
ও পূবদিনেৰ মত যথানীতি জলযোণাৰ পৰ বললে, "মশাই আপনাৰ
ভাগ্য স্থপ্ৰসন্ধ , গুৰুজীৰ কথাতেই কাজ হয়ে গেছে। আপনি এখন
জামিনেৰ টাকাটা দিয়ে ফেলুন।"

ডাক্তাবেব প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল; বললে, "আপনাকে আব কি ব'লে ধ্যুবাদ দেব।"

'আহা। আমি আব কি কবেছি ? যদি ধন্তবাদ কাউকে দিতে হ্য তো ওকজীকে দেবেন; আপনি শুভক্ষণে তাঁব স্থনজবে পডেছিলেন।" ইত্যাদি কথা হতে হতেই এক স্থাপোবকান্তি স্বাক্ষ্যান্দ্ৰৰ স্থবেশধাৰী প্ৰোচ পাশেৰ দৱজা দিয়ে ঘৰে ঢুকলেন। ম্যানেজাৰ তৎক্ষণাৎ দাঁডিয়ে উঠতেই ভাক্তাৰ্ও দেখাদেখি দাঁডিয়ে উঠল।

ম্যানেজাব একটু এগিষে গিষে ডাক্তাবেব দিকে তাকিষে বললে, "হুজুব, ইনিই ডাক্তাববাবু, যাঁব কথা ওকজী আপনাকে বলেছেন।"

"ওঃ। বস্থন।" বলতে সকলে বসতেই বাজাবাবু ডাক্তাবেব চেহাবাটা বেশ আপাদ-মস্তক পর্যবেক্ষণ ক'বে ম্যানেজাবকে জিজ্ঞাসা কবলেন, "এঁকে সমস্ত বলেছেন የ" "वाटक है।।"

"দর্থান্ত অনেক পড়েছে; তবে গুরুজীর বিশেষ অমুরোধ, তাই আপনাকেই বাহাল করব স্থির করেছি।"

মনের আবেগে ডাক্তারের আর মুথ দিয়ে কথা বেরুল না, কেবল বললে, "ভ্জুরের দয়া।"

তারপর কাজকর্ম কি করতে হবে না-হবে এসব সম্বন্ধ ছ্-চার কথা হতে হতেই রাজাবাবুর সদয় সাহস পেয়ে ডাক্তার বললে, "হজুর, যদি এতটা অমুগ্রহ করলেন, তা হ'লে জামিনের টাকাটা কিছু মাপ করতে হকুম হয়।"

এই কথা গুনেই রাজাবারু একেবারে অগ্নিশর্ম। বললেন, 'বলেন কি মশাই! আপনার হাতে এত হাজার টাকার জিনিসপত্র থাকবে, আর এই সামান্ত তিন হাজার টাকার জামিন দেবেন না ? ওসব হবে-টবে না। যদি না পারেন তা হ'লে আমাকে অন্ত লোক বাহাল করতে হবে।" এই ব'লেই তিনি ভেতরে চ'লে গেলেন।

ডাক্তার তো অবাক।

ম্যানেজার বললে, "ভাক্তারবাবু, এ করলেন কি ? হঠাৎ আপনি ও-কণাটা বলতে গেলেন কেন ? বড়লোকের মেজাজ বুঝে ঠিক তালের মাণায় কথা বলতে হয় মশাই। আপনার তো ওসব অভ্যাস নেই,—কাজেই সব গুলিয়ে দিলেন।"

ডাক্তারের মুথ চুন। বললে, "কি ক'রে জানব মশাই ? এখন উপায় ?"

"উপায় আর কি ? তবে দেখি আমি একবার চেষ্টা ক'রে। টাকা উনি গ্রান্থ করেন না। নিজে হাতে দশ-বারো লাথ টাকা দানই ক'রে দিয়েছেন, ত্ব-চার হাজারের কথা ওঁর মনে জায়গাই পায় না,—তবে কিনা আপনি বড় বেতালে কথাটা উত্থাপন ক'রে ফেলেছেন। আচ্ছা, আমি একবার ব'লে দেখি।" এই ব'লে ম্যানেজার তেতরে গেল ও একটু পরেই হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললে, "যাক, অনেক ব্ঝিয়ে-স্থাঝিয়ে এক রকম বাজি করিয়েছি; আপনি মশাই—"

বলতে বলতেই রাজাবার ঘরের মধ্যে চুকলেন ও ডাপ্তারের দিকে কিঞ্চিৎ সকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলপেন, "আচ্ছা, ম্যানেজারবারুর অম্বরোধে আমি পাঁচ শো টাকা কমিয়ে দিলুম; আর এ সম্বন্ধে কোন বক্ম উপরোধ-অম্বরোধ যেন না শুনি।"

কাজেই ডাজ্ঞাবকে তাতেই রাজি হতে হ'ল।

ঠিক এই সময়ে বেষারা এসে ম্যানেজারবাবৃকে ধবব দিলে যে, একটি ভদ্রলোক হুজুরের সঙ্গে একবার দেখা কবতে চান। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে একটু পরেই একটি লোককে সঙ্গে নিয়ে ঘবে ঢুকল ও বললে, "হুজুব, এঁব নাম হীরালালবাবু, হুজুরের সঙ্গে একটু—"

লোকটার চেহাবা অতি বেয়াডা বকমেব—লহা, রোগা, মুখে বসস্তের দাগ, দেখলেই মনে হয় যেন গুলিখোব। ম্যানেজারের কথা শেষ হতে না হতেই হীরালাল হাত জোড ক'বে বললে, "হুজুব, আমি দর্শনপ্রাধী।"

রাজাবাবু ক্ষণেকমাত্র তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ভদ্রলোকেব সঙ্গে কথা কচ্ছি, এখন তোমাব কথা শুনতে পাবব না।"

"আত্তে, আমার একটা বিশেষ নিবেদন—"

বাজাবাবু বাধা দিয়ে বেশ একটু ঝঙ্কারের সঙ্গে বললেন, "কেন বিরক্ত করছ ? এখন আমার সময় নেই, আর এক সময় আসবে।" হীরালাল নাছোড়বান্দা; বললে "হুজুর, আমি কোহেন সাহেবের কাছ থেকে আসছি হুজুরের নাম শুনে।"

"ওঃ, কোহেন সাহেব তোমাকে পাঠিয়েছে ? তুমি কি আমাকে আর কথনও দেখেছ ?"

"হুজুর, রেসকোসে দেখেছি। কোহেন সাহেব হুজুরের কথা আমায় সব বলেছেন। আর তাঁর বিশ্বাস, হুজুব ছাড়া আর কারুর দারা আমার এ কার্জটি উদ্ধাব হবে না। হুজুবের কত টাকা কত দিকে যাচ্ছে, এই গরিবের ওপর একট্ট দয়। করতেই হবে।"

'ना ना, अमन महा-छेहा अथारन किছू इरन ना।"

"হজুর, আমাব আর কোন উপায় নেই। কোহেন সাহেব ব'লে দিয়েছেন তিনি গবিবেব মা বাপ। তাঁর কাছে গিয়ে পড, কাজ হবে।" "কি কাজ তোমার ?"

"হছুর, আমি পটলভাঙার মল্লিকদেব কাববাবে দালালি কবি। সম্প্রতি তাঁদের কিছু দাকার খুব জরুরী দরকাব হয়েছে। একধান। বাড়ি আর কিছু জমি গোপনে বন্ধক রেখে এই টাকাটাব যোগাড করতে হবে আমার ওপর হকুম হয়েছে।"

"কত টাকা ?"

"আজে, দেড লাধ। যেমন করেই হোক, আগামী শনিবারেব মধ্যে টাকাটা যোগাড করা চাই-ই, তা না হ'লে আমাব চাকবি থাকবে না।"

"কোথাও চেষ্টা করেছিলে ?'

"হজ্র, অনেক জারগার চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোথাও স্থবিধে করতে পারলুম না। এথন হজুরের দ্য়া।" এই ব'লে হীবালাল কাতর দৃষ্টিতে রাজাবাধুর পানে তাকিয়ে হাত জোড ক'রে রইল। কথাটা শুনে রাজাবাবুব যেন একটু দরা হ'ল। ম্যানেজাবেব দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেথ, আমাব তো এখন সময় নেই; ওব কাগজ-পত্তগুলো কাল তুমি একবাব দেখো।" ••• তুমি কাল এস হে একবাব।"

"যে আছে, হুজুব।" ব'লেই হীবালাল উঠল ও বাজাবাবুকে অতি ভক্তিভাবে নমস্কাব ক'বে দবজাব কাছ পর্যন্ত এসেই একটু থমকে দাঁড়াল। তাবপব আবাব ফিবে মাথা চুলকোতে চুলকোতে এগিষে এসে বললে, "হুজুব, আমার আব একটা নিবেদন আছে।"

"আবাব তোমাব কি নিবেদন ?"

"হুজুব, আমাব একটা ধেলা আছে, হুজুবকে একবাব দেখাতে চাই।"

"না না, আমাব এথন থেলা-টেলা দেথবাব সময় নেই বাপু। কুমি যাও এথন। আমাব আব সময় নষ্ট ক'বো না।"

"হুজুব, আমি শুধু একবাব থেলাটা দেখাব। পাচ মিনিটেব বেশি সময় লাগবে না।"

"আচ্ছা, তবে দেখাও; চটপট।"

হীবালাল পকেট থেকে কাপডে বাঁধা ছোট একটা প্যাকেট বাব কবলে। তাব তেতব মতিব মত সাদা সাদা খুব চকচকে কতকগুলো খুঁটি। গুনে দেখিষে দিলে চল্লিশটা। তাবপব খেলাটা বুঝিষে দিলে। বোঝাবাব সময বাজাবাবু বেশ একটু আগ্রহেব ভাব দেখিষে বললেন, "বাঃ, বেশ তো এক বকম নতুন খেলা। এব নাম কি ছে গ"

"হজুব, একে 'বীড বেস' থেলা বলে। যদি অন্নথতি হয়, তা হ'লে আমি হজুবেব সঙ্গে ছু-এক দান খেলে দেখিয়ে দি।"

"আমাৰ সঙ্গে খেলৰে ?"

"হুজুর যদি অভয় দেন। তবে আমি গবিব মামুষ, বেশি টাকা ধরতে পারব না।"

''আচ্ছা, এস, একটু থেলাই যাক। থেলাটা নতুন বটে।"

তারপব থেলা শুরু হ'ল। ডাক্তার অবাক হয়ে দেখতে লাগল। প্রথম ছই বাজি রাজাবার জিতলেন ও হীরালাল ছ শো টাকা হারল। রাজাবারর তথন খুব ফুতি। থেলা বেশ জ'মে এসেছে,—একবাবে চার শো টাকা ধবলেন, আর হেরে গেলেন। পরেব দানে রাজাবার ছ শো টাকা ধবলেন ও সেবারেও হাবলেন। তথন ম্যানেজার কিছু এগিয়ে এসে বললে, "ছজুব, একটু থামুন। ইনি যে থেলছেন, এব কাছে কত টাকা আছে দেখা যাক, ও শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে পারবেন কি না সেটানা জেনে আর থেলাটা কি ভাল হবে গ"

তথন রাজাবাবু হীবালালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কত টাকা আছে ?"

"হজুর, হাজার টাকা।"

"না না, ওতে হবে না। আমার সঙ্গে যদি ধেলতে চাও, তা হ'লে দশ হাজাব টাকা নিয়ে বসতে হবে।"

তথন ছজনের মধ্যেই বেশ একটু বোঁক চ'ডে গেছে। হীবালাল বললে, "হুজুর, আদাব কাছে তো এখন বেশি টাকা নেই; আমি ব্যাস্ক থেকে টাকা আনতে পাবি; কিন্তু সে তো আর আজ হয় না। হুজুব যদি আজ আব না থেলেন, তা হ'লে আমার এই আট শো টাকাটা হুকুম ক'রে দিন, আমি আজ যাই।"

রাজাবাবু ম্যানেজারকে বললেন, "আচ্ছা, ওর টাকাটা দিয়ে দাও।" ম্যানেজার বিনীতভাবে কিছু আপত্তি করতে গেল; কিন্তু তাকে এক ধ্যক দিয়ে বললেন, "না না, ও জিতেছে, ওর টাকা দিয়ে দাও। আহ্ছা, না হয় আমি দিছিং, আমার কাছে টাকা আছে।"

এই ব'লে ভেতরে চ'লে গেলেন।

সেই সময় ম্যানেজার হীরালালকে বললে, "আপনার তো মশাই খুব বরাত জ্যার, আধ ঘণ্টার মধ্যে আট শো টাকা কামিয়ে নিলেন! এর আমায় কি দিচ্ছেন বলুন ? আমাদের একটা পুওর ফাও আছে,— এই রকম বাজে আদায়ের টাকা আমরা তাতে জ্যা রাধি।"

"আপনাকে এই সামান্ত টাকার আর কি দোব! পরে যদি আবার থেলা হয় আর আমি জিতি. তা হ'লে আপনাকে সম্ভুষ্ঠ করব।"

কথাটা শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হতে না হতেই রাজ্ঞাবাবু ঘবের মধ্যে
চুকলেন ও হীরালালের সামনে একতাড়া নোট ফেলে দিয়ে বললেন.
"নাও, তোমার টাকা দেখে নাও।" তারপর ডাফ্টারের দিকে চেয়ে
বললেন, "আপনার সঙ্গে আজ কথাবার্তা শেষ হ'ল না; আমি একটু
বাডির ভেতর চললুম।"—এই ব'লে তিনি উঠলেন।

ম্যানেজার ও হীরালালের মধ্যে আবাব লাভেব ভাগ নিয়ে কথাবার্তা শুরু হ'ল। ম্যানেজার অন্তত সিকি ভাগ চায়; কিন্তু হীরালাল তাতে কিছুতেই রাজি হয় না। ক্রমশ ম্যানেজার একটু গরম হয়ে উঠল ও তাকে কতকগুলো গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। ব'লে দিলে যে, আব কথনও তাকে এ বাড়িতে চুকতে দেবে না। যাবার সময় হীরালাল শুঁটিগুলো সেই ঘরের মধ্যে ফেলে গেল।

ভাক্তার দেখে-শুনে অবাক! এ রকম ব্যাপার সে জীবনে কথনও দেখে নি। তার যেন এ সব স্থপ্নের মত মনে হতে লাগল। ম্যানেজার একটু হাসিমূথে বললে, "ভাক্তারবাবু, আপনি বোধ হয় আমার ব্যবহার দেখে খব আশ্চর্য হচ্ছেন। এটা আমার একটা চালাকি। ও লোকটাকে আমাব ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না। বাজাবাবুব যে মেজাজ আব আজকাল তাঁব যে বক্ষ লোকসানের দশা চলছে, তাতে ও লোকটাকে প্রশ্রম দিলে অনেক টাকা ঠকিযে নিম্নে বাবে। তাই তাকে প্রথম থেকেই দূব করতে চাই।"

"ঠিক কথাই তো। এটা আপনি না দেখলে আব কে দেখবে ?"

"কিন্তু মশাই, যাই বলুন, থেলাটা বড ইণ্টাবেন্টিং। আপনি থেলাটা ঠিক ক'বে বুঝতে পেরেছেন ?"

"না, আমি থেলাটা ঠিক ফলো কবতে পাবি নি।"

"আস্তন, আপনাকে দেখিষে দি।" এই ব'লে ম্যানেজাব ঘুঁটি-গুলোকে নিম্নে ডাক্তাবকে বেশ ক'বে খেলাটা বুঝিয়ে দিলে ও বললে, "দেখতে পাচ্ছেন তো একটু সাবধানে খেললে এতে যে ঘুঁটি ধ'বে খেলবে তাব হাববাব কোনই সন্তাবনা নেই।"

তাবপৰ একটু চুপ ক'বে থেকে বললে, "দেখুন ডাক্তাববাৰু, সত্যি কথা আপনাকে বলতে কি, বাজাবাৰুৰ এখন ভাছতি দশা চলছে; আমি আৰ কতদিক সামলাৰ প একটা লোককে তাডাই তো সাতটা এসে জোটে। যে বকম খেলাব ঝোঁক, কত টাকাই না এই বকম খেলাতে হেরেছেন।"

"তাই নাকি ?"

"বলেন কেন্দ বাণীমা মাবা যাওয়াব প্ৰ থেকে ঘাডে ভূত চেপেছে, আব কেবল টাকা উড়ুছেন। সম্ম সম্ম ভাবি, ওঁব টাকা তো পাকবেই না, তাতে যদি কিঞ্চিৎ আমাদেব মত গৰিবেব পকেটে আসে। তবে নিজে তো আব কিছু ক্বতে পাবি না।"

"তা তো বটেই।"

"আচ্ছা ডাক্তাববাবু, আপনি বাজাবাবুব সঙ্গে খেলাটা একবাব

থেলে দেখুন। চাকরি চাকরি ক'রে ছুটোছুটি ক'রে বেডাচ্ছেন, যদি এমনই কিছু লাভ করতে পারেন।"

"রক্ষা কর্মন মশাই, আমি জীবনে কথনও ও-রকম থেলা থেলি নি। গরিব মামুষ, রাজা-রাজভার সঙ্গে থেলা কি আমাদের সাধ্য ?"

"আপনার কিছু ভয় নেই। আমি ভেতরে ভেতবে আপনার পার্টনার থাকব। তবে সেটা যেন কেনে রকমে প্রকাশ না পায়! আচ্চা, আপনার কাছে এখন কত টাকা আছে।"

"হাজার টাকা।"

"বেশ, আমিও হাজার টাকা দিচ্ছি; দেধাই থাক না, যদি আমাদের অদৃষ্টে কিছু মোটা বকম ফ'লে যায়।"

ডাক্তারেব বুক তুগত্ব করতে লাগল। অনেক কপ্তে এই টাকাটি যোগাড ক'বে এনেছিল, এখন যদি বেঘোবে মালা যায়! অথচ একটু একটু লোভও হচ্ছে।

ম্যানেজার তাকে আর বেশি ভাবতে সময় না দিয়ে বললে, "আপনি কিছু ভাববেন না। ঠিক আমাদের জিত হবে। আমি রাজাবারুকে ডেকে নিয়ে আসি। থেলাটা মাঝখানে ভেঙে যাওয়াতে জাঁব মনটা নিশ্চয়ই খুঁতখুঁত করছে, এখন বলবামাক্তই এসে খেলা জুড়ে দেবেন। আব দেখুন ডাক্তাববারু, রাজাবারু এলে আপনাকে একটা কথা বলতে হবে।"

"কি কথা ?"

"বলবেন যে, আপনি হীবালালকে চেনেন। ওটা জোডার্সাকোর একটা গুণ্ডা, ওকে আর এথানে আসতে দেওয়া ঠিক নয়।"

ডাক্তাব যেন হতভম্ব হয়ে গেল; কোন বিষয়েই কিছু প্ৰতিবাদ করতে পারলে না। ম্যানেজার ভিতরে গিয়ে রাজাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এল। আসবামাত্রই ডাক্তার যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই হীরালাল সহজে ম্যানেজারের উপদেশমত সমস্ত এক নিশ্বাসে ব'লে ফেললে।

বাজাবার বললেন, "তাই নাকি ? ও লোকটাকে তো তা হ'লে আর স্থাসতে দেওয়া হবে না।"

ম্যানেজার বললে, "হুজুর, ডাক্তাববাবুর কাছ থেকে জেনেই আমি
তাকে সব জানিয়ে দিয়েছি, আর দরোয়ানদের ব'লে দিয়েছি, তাকে
যেন ঢুকতে না দেয়।" তাবপব কিছু নীচু স্থবে বললে, "হুজুর,
ডাক্তারবাবু আপনার সঙ্গে খেলতে একটু ভয় কবছেন। আপনি
যদি অভয় দেন—"

রাজাবাবু তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে ডাক্তারের পিঠ চাপডে ঈষৎ হেসে বললে, "কিছু ভয় নেই ডাক্তারবাবু। থেলা আমোদের জিনিস, এ তো আর আপনাব অপারেশন নয়।"

আবার ভাক্তারের বুক কেঁপে উঠল, কিন্তু সে অবস্থায় কোনরূপ প্রতিবাদ করা অসপ্তব। ভাবগতিক দেখে ম্যানেজার পিছন থেকে তার হাতটায় একটু টিপুনি দিয়ে বললে, "হুজুব! ভাক্তারবাবুর কাছে তো বেশি টাকা নেই; যদি হুজুবেব অহুমতি হয় তা হ'লে উনি কাল টাকাকড়ির কিছু যোগাড ক'রে নিয়ে এসে হুজুরের সঙ্গে খেলবেন।"

শনা না, যোগাড়-টোগাড কিছু করতে হবে না। যদি বেশি টাকা না থাকে, তা হ'লে তৃমি কিছু ধার দাও। আর, আমি কি টাকার জন্মেই ধেলছি তোমরা মনে কর ? থেলাটা বেশ ভাল লাগল; তাই একটু এন্জয় করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আস্থন ডাক্তারবাৰু, আরম্ভ করা থাক।"

থেলা আরম্ভ হবার আগে ম্যানেজার বললে, "হুজুর, এ থেলাটা বড সাদাসিধে ব'লে মনে হচ্ছে না। কি জানি যদি পরে কিছু ওজর-আপত্তি হয়। কাজেই, উনি যে নিজের ইচ্ছামত থেলছেন তার একটা লেথাপড়া থাকা দরকাব।" এই ব'লে ম্যানেজার কাগজ কলম নিয়ে এল ও ডাক্টার কলের পুত্লেব মত তাতে ম্যানেজারের কথা অমুসারে হু-তিন লাইন লিথে সই ক'রে দিলে।

রাজাবারু হেসেই অস্থির। বললেন, "আরে, তোমার সবতাতেই বাডাবাড়ি, আর মাতঝুডি ভয়। আস্থন ডাক্তারবারু, থেলা যাক— আর মময় নষ্ট ক'রে কি হবে ৽''

তারপর ধেলা আরম্ভ হ'ল। ম্যানেজার গুপ্তভাবে ডাক্তারের পার্টনার—কাজেই সে তাব খুব কাছ ঘেঁষেই বসল। প্রথম বাজিতে ডাক্তার চার শো টাকা জিতল। তথন ডাক্তাবেব মুধে আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠল, আর ধেলাতেও একটু কোঁক চ'ডে গেল। দ্বিতীয় বাজিতেও ডাক্তার জিতল।

এই বক্ম চাব-পাঁচ বাজি থেলা হবার পর হিসাব ক'রে দেখা গেল যে, ডাক্তাব মোটের উপর ছ শো টাকা জিতেছে। তথন রাজাবারু বললেন, "ওহে, আজ আব থাক্; আমাকে যে বউবাজার যেতে হবে, সেটা মনে আছে ?"

ম্যানেজার "ওঃ, তাই তো" ব'লে খেন বড অপ্রস্তুতে পড়ল ও তথনই বাইরে গিযে "রামদিন, চোবে, গাভি লানে ব'লো" ব'লে চীৎকার জুড়ে দিল।

ভাক্তার আর কি করে ? আন্তে আন্তে উঠে "গুজুর, আমি তবে এখন যাই" ব'লে যাবার উপক্রম করতেই রাজাবাবু বললেন, "দাভান, আপনার টাকাটা এনে দিছি। ভেট অব অনার, আমি একদণ্ডও বাকি রাথিনা।" এই ব'লে উঠে গিয়ে তথনই ছ শো টাকাব নোট নিয়ে এমে ভাক্তারের হাতে দিলেন। ভাজ্ঞার ষ্ঠেচিতে নোটগুলি নিয়ে খুব লঘা এক নমস্কার ক'রে ঘরের বাইরে এল। ম্যানেজাবের সঙ্গে দেখা হতেই ম্যানেজার বললে, "ভাজ্ঞারবার, চললেন নাকি ?···আরে, ব্যাটারা সব মবেছে দেখিছি! কারুব সাডা শব্দ নেই!" এই ব'লে ডাক্তারের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, "দেখলেন ডাক্তারবার, ভাগ্যিস আপনাকে টেনে-টুনে নিয়ে বসলুম, তাই কিঞ্চিৎ লাভ ক'রে চললেন।"

"আপনিও কোন্না করলেন? আস্ত্রন।" এই ব'লে ডাক্তাব তিন শো টাকাব নোট ম্যানেজারেব হাতে গুঁজে দিল।

"থ্যাস্ক ইউ, কিন্তু খেলাটাব একটা মজা দেখলেন তো ? একটু হঁশিয়াব হযে খেলে যে বাড চালে, তার হাববার কোনই সম্ভাবন। নেই। যাক, আজ অল্লেব উপর দিয়েই সম্ভাই হওয়া যাক। কাল ঠিক এই সময়েই আসবেন আৰু টাকাকডি যতদ্ব ধা খোগাড কবতে পাবেন নিয়ে আসবেন।"

ডাক্তার হাঁ কি না বিশেষ কিছু বলতে পাবল না, কাবণ এই সব ব্যাপারের পর তাব মাথাটা যেন কিছু গুলিয়ে যাছিল। কেবলমা**ন্ত** "আছ্লা, আজ তবে আসি" ব'লে নমস্কার ক'বে আত্তে আত্তে গাডিতে চ'ড়ে বওনা হ'ল।

গাড়ি যেমন বাড়ির সীমানা ছেডে রাপ্তায় এসে উর্চল, অমনই বাস্তাব পাশ থেকে একটি কুটকুটে স্থান স্ববেশধাবী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ড্রাইভারকে ইশারা ক'রে গাড়ি থামাতে বললে। গাড়ি থামতেই ডাজ্ঞারের কাছে এগিয়ে এসে সে বললে, "মশাই, আপনি কি বাজ্ঞাবাবুর কাছ থেকে আসছেন ৮"

"আজে হা।"

"এখন গেলে কি তাঁর দেখা পাব ?"

"বোধ হয় পাবেন না, কারণ তিনি এখনই বেরিয়ে যাবেন।" "আপনি কোথায় থাকেন ?"

"কালীঘাটে। এই আমার ঠিকানা।" ব'লে ডাক্তার পকেট-বুক বার ক'রে তাতে পেন্সিলে নাম ও ঠিকানা লিথে ভদ্রলোককে দিল।

"আচ্ছা মশাই, নমস্কার।" ব'লে ভদ্রলোক চ'লে গেল। ডাক্তারও প্রফুল্ল মনে অপ্রত্যাশিত অর্থলাভের আনন্দে ভরপুর হয়ে নিজের বাড়ির দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

ভদ্রলোক কিন্তু সেইধানেই ঘুরতে লাগল। রাজাবারু বাড়ি থেকে বেরুলেন না। কিন্তু গোঁসাইজী বেরিয়ে এলেন ও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, "এই যে নিধিলবারু! আপনি এসেছেন ? রাজাবারুকে আপনার কথা সমস্তই বলেছি।"

"তার সঙ্গে কি আজ দেখা হবে না ?"

"হওয়া শক্ত, তবে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পাবেন। আস্থন আমার সঙ্গে।" ব'লে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িব দিকে গেলেন। যেতে যেতে নিধিলবাবু বললে, "আপনাকে তো বলেছি, আমার আর বেশি সময় নেই; এই মাসের মধ্যেই যেখান থেকেই হোক মালটার যোগাড করতে হবে।"

"তা হয়ে যাবে এখন।"

বাড়ির ভেতর চুকে ম্যানেজারের সঙ্গে প্রথমেই দেখা। তাকে অল্ল কথায় নিথিলবাবুর পরিচয় ও তিনি রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা কবতে চান, এইটা জানিয়ে দিয়ে গোঁসাইজী "আমার সন্ধ্যা-বন্দনার সময় হয়ে এল" ব'লে চ'লে গেলেন।

ম্যানেজার নিথিলবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে বুঝল যে, তার কিছু

বেশি পরিমাণে ভেঁছুলের দরকার—মাইসোর স্টেটে চালান দিতে হবে।

"এত তেঁতুল নিয়ে কি হবে মশাই ?"

"মাইসোরে খ্ব বেশি তেঁতুলের থরচ। কেবল মহারাজার বাডিতেই মাসে এক শো মণ লাগে; তা ছাড়া প্রত্যেক বড়লোকের বাড়িতেই তেঁতুলেব থরচ থ্ব বেশি। আমি শুনেছি, রাজাবাবুর এন্টেটে খ্ব তেঁতুল হয়। যদি আপনি দয়া ক'রে তাঁকে ব'লে-ক'মে একটা কণ্টাক্ট করিয়ে দিতে পাবেন, তা হ'লে বড়ই উপকার হয়।"

তারপর উভ্যেব মধ্যে রাজাবাবুর জমিদারি, ব্যবসা, কণ্ট্রাক্ট, টাকাকডি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হ'ল। ম্যানেজার বললে, "আজ আর রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব, কাবণ সন্ধ্যার পর তাঁব কাছে কাউকে নিয়ে যাবার হুকুম নেই। আপনি কাল বেলা এগারোটার সময় আসবেন; মামি ইতিমধ্যে তাঁকে ব'লে-ক'য়ে সব ঠিক ক'বে রেখে দোব।" তাবপঃ একটু নীচ্ হ্রের বললে, "আর কিছু টাকাও সঙ্গে আনবেন, কারণ যথন আপনার এত তাডাতাডি, তথন অন্তত ছোট রকমের ইন্টল্মেণ্ট অ্যাডভান্স ক'রে কণ্ট্রাক্ট যত শীঘ্র সম্ভব পাকাপাকি ক'রে নেওয়া দরকরি। বেশি না পারেন, অন্তত ত্ব হাজার টাকা আনবেন।"

"দেশব, যতদ্ব যোগাড় কবতে পাবি।" এই ব'লে নিথিলবারু নীচে এল। তার সঙ্গে রামা চাকবও নীচে এল। সে ম্যানেজারের সঙ্গে নিথিলবারুর কথাবার্তা কতক কতক শুনেছিল, তাই জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু, এত ওেঁতুল নিয়ে কি করবেন ?"

"আমার তেঁজুলের কারবার আছে হে। একটা বড় রকমের চালানের দরকাব হয়ে পড়েছে। কিছুতেই মালটার যোগাড করতে পারছি না, তাই তোমাব বাবুর জমিদারি থেকে যোগাড় করবার চেষ্টা করছি।" মনে মনে বললে, তেঁতুল নিয়ে আব কি করব, তোমার বাবুব কপালে গুলব।

ভাক্তারের আজ বড আনন্দ। বাডি গিয়েই গিয়ীর কাছে আগ্রন্থ সমস্ত বর্ণনা ও উপসংহারে তিন শো টাকা লাভের ঘোষণা। গিয়ীর চিরগন্তীর মূথে যেন মূহুর্তে কৈশোবেব ভডিৎপ্রবাহ থেলে গেল। হাসতে হাসতে বললে, "বল কি! চাকবির সন্ধান করতে না করতেই এই রোজগার! তুমি তো আমাব কথায় আমলই দিতে না! ব্যবসাই বল আর প্র্যাকটিসই বল, চাকবি হ'ল মামুষের লন্ধী। দেথ না, আমাব বাপের বাড়িব সকলে চাক্বে (অর্থাৎ কাঁর এক ভাই হাটথোলাব দত্তদেব বাড়িব সবকার আব এক ভাই ছালথোনাব কপ্পোজিটর), তাই মা লন্মী যেন উথলে উঠছেন।" আজ আব ডাক্তারেব প্রতিবাদ কববাব প্রবৃত্তি নেই, কাজেই গিয়ী যা বলেন তাই অমৃত। তাবপর হজনে প্রামশ হ'ল, যেমন ক'বেই হোক, কিছু বেশি টাকাব যোগাড করতে হবে, শেষ পর্যন্ত না হয় কিছু গহনা বন্ধক দেওয়া যাবে। অন্তত হাজাব তিনেক টাকা হাতে ক'রে নিয়ে গিয়ে আবাব রাজাবাবুর সঙ্গে থেলতে হবে—এই স্থির হ'ল।

প্রবিদন বেলা এগানোটার সময় নিখিলবারু রাজাবারুর রাডিতে উপস্থিত। ম্যানেজার তাকে ড্রইং-ন্নমে বসিয়ে পান সিগাবেট ইত্যাদি দিয়ে যথাবীতি অভ্যর্থনা ক'বে, বেশ নিবিষ্ট মনে কণ্ট্রাক্টের একটা খসডা করতে শুরু ক'বে দিলে, আর বেয়ারাকে ডেকে বললে, "রাজাবারুকে থবর দাও, নিখিলবারু এসেছেন।" অল্পন্দ পরেই রাজাবার ঘরে চুকলেন ও যথাবিহিত সন্তামণাদির পর ম্যানেজার নিথিলবারুর প্রার্থন। ও কণ্ট্রাক্টের থসড়া ইত্যাদি রাজাবারুর কাছে পেশ করলে।

"আমি আর ওসব কি দেধব ? তুমি তো সব দেধেছ ?" "আজে, আমি দেধেছি, তা হ'লেও হজুর একবার—"

"আবে না না, আমাকে আর দেখতে হবে না; কই, কোথার কি সই করতে হবে বল, ক'রে দিছিছ।"

এই সময় নিধিলবারু হাত জোড ক'বে বললে, "হুজুর, অ্যাডভান্সেব টাকাটা এখনও সমস্ত যোগাড কবতে পারি নি। আব একদিন সময় না দিলে আমাব আব উপায় নেই। এখন হুজুরেব দয়া!"

বাজাবাবুর প্রশান্ত বদন তৎক্ষণাৎ গন্তীব হয়ে উঠল। ম্যানেজারকে এক ধমক দিষে বললেন, "এ কি তোমাদের কাণ্ড! আগে সমস্ত ঠিক-ঠাক না ক'বে কেন আমায় বিরক্ত করছ ?"

ম্যানেজার যেন লজ্জায় জড়সড হয়ে গেল। বললে, "হজুব, আমি তো নিথিলবাবুকে টাকা আনতে বলেছিলুম। উনি যে আনতে পারেন নি, সেটা তো আমায এতকণ জানান নি।"

নিথিলবারু বললে, "হুজুর, ম্যানেজারবারুব কোন দোয নেই, সমস্ত অপবাধ আমারই। আমাকে দয়া ক'বে আর একটি দিন সময় দিন। কাল ঠিক এই সময় আমি সব টাকাব যোগাড ক'বে নিয়ে হুজুরের সামনে হাজির হব।"

"আচ্ছা, তাই হবে; কিন্তু আবার যেন কথাব নডচড না হয়। আমি এক কথার মাছ্য, সেটা জেনে রাখবেন।" এই ব'লে রাজাবারু খুব বিরক্ত ভাবেই ভেতরে চ'লে গেলেন।

निथिनवातुष चास्त्र चारल विषाय शंन।

নিথিলবার নীচে নেমে যাওয়া মাত্রই রাজাবার ঘরের মধ্যে আবার চুকে ম্যানেজারের খুব কাছে এসে বললে, "রমেশ, ও-লোকটার ভাবগতিক কি রকম কি বুঝলে বল দেখি ?"

"আমি তো কিছু ধারাপ দেখছি না।"

''আমার তো বড ভাল ব'লে বোধ হচ্ছে না। ব্যাটার যেন ছুঁকছুঁকে চাউনি। গোঁদাইজীকে ধাপ্পা। দলে নাকি ?''

"আরে না না, ওসব কিছু না। তোমার যেন সবতাতেই ধুকধুকুনি! গোঁসাইজীর চোথে ধুলো দিতে পারে এমন লোক এখনও জন্মায় নি।"

'লা হে, একটু দেখে-ওনে চলা দরকার।"

"কিছু না, কিছু না। চল, একটু গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক। ব্যাটার সঙ্গে ব'কে ব'কে নাড়ী পর্যস্ত শুকিয়ে গেছে।" এই ব'লে হাসতে হাসতে হুজনে অন্ত ঘরে চ'লে গেল।

বিকালবেলায় ভান্তনর এসে হাজির। বেশভূষার আরও পারিপাট্য, সহাস্য বদন, মুথে চোথে আনন্দের ঝলক।। ম্যানেজার খ্ব অন্তবঙ্গভাবে অভ্যর্থনা ক'রে চা ও জলথাবারের ফরমাশ করলে, ও আহারাদি শেব হওয়ামাত্তই রাজাবাবু দশন দিলেন। আজ আর বেশি ভূমিকার দরকার হ'ল না,—ছ্-চার কথা হবার পরেই পেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

ম্যানেজার ডাক্তারের থুব কাছে বসল, কারণ আজও সে তার গুপ্তভাবে পার্টনার। প্রথমেই ডাক্তারের ছু শো টাকা জিত; পরের বাজিতেও চার শো টাকা জিত। তথন খার ডাক্তারকে পায় কে! আহলাদে ফেটে যাবার যোগাড়!

ন্যানেজার তার হাতে একটু টিপুনি দিয়ে সেই সঙ্গে একটু

চোধেব ইশারা করলে, আর পরের বাজিতেই ডাক্তার একবাবে ছু হাজাব টাকা ধ'রে বসল।

বাাড-লাক! ডাক্তার হেবে গেল। কোথায় গেল সে হাসি, আর কোথায় গেল সে আনন্দ! একেবারে মুখ চুন! ভাবলে, এ কি হ'ল। হাব কেমন ক'বে হতে পারে । এ তো সম্ভব নয়। কিছু ম্যানেজার যে খেলাব সময় ডাক্তাবেব আরও কাছ খেঁষে বসেছিলও ঘুঁটি সাজাবার সময় সে তার বাঁ হাতটা একটু অনাবশ্যকভাবে নাড়াচাডা কবছিল, সেটা আব ডাক্তার খেয়াল কবতে পারে নি।

ডাক্তাব যেন একেবাবে দ'মে গেল। সেই সময় বাজাবারু খুব একমুখ হেসে "ওহে! তোমরা কি মনে কব আমি জ্বিততে জানি না! আচ্ছা, আমি আস্ছি" ব'লে উঠে অন্ত ঘবে গেল।

ম্যানেজাব ডাক্তারকে সাহস দিয়ে বললে, "ভাবছেন কি ডাক্তারবাবু! থেলতে গলে হাবজিত আছে; ও-বকম মৃষড়ে গেলে চলবে কেন ?"

"আব মশাই।"

"আবে না না, আপনি কিছু ভাববেন না; এই দানে একবাবে তিন হাজার টাকা ধ্রুন, আব স্থান্ত জ্বাদায় ক'বে নিন।"

ভাক্তারেব তথন যেন মাথাব ঠিক নেই, একবাব ভাবলে, আব থেলব না,—আবাব ভাবলে যে না থেললে টাকাটা উদ্ধাবেব আব কোনই উপায় নেই। তার মাথা যেন গুলিযে যেতে লাগল, কিন্তু ভাববাব আর বেশি সময় পেলে না; কারণ বাজাবাবু তথনই এসে পডলেন ও আবার থেলা আরম্ভ হ'ল।

সে বাজি ডাক্তার হু শো টাকা ধরলে ও জিতলে। তথন ম্যানেজার

পাশ থেকে তার হাতে বেশ ক'রে আর একটা টিপুনি দিল। আর ডাক্তাব সেই ঝোঁকে ও-টাক'টা উদ্ধারের লোভে পরের দানে আবার হু হাজার টাকা ধ'রে বসল। যেমন ধরা, তেমনি হারা।

তথন ডাক্তারের মুথ একেবারে সাদা; বুক তিপতিপ করছে, দরদর ক'রে ঘাম পডছে, তার মনে শছে যেন জ্নিয়াটা সব ঘুরছে। রাজাবাবুর তথন খুব ঝোঁক চ'ড়ে গেছে; বললেন, "কি ভাবছেন, ডাক্তাববাবু পুথেলুন।"

"হজুব, আব না।"

"না কি ? এর মধ্যেই থেলা শেষ কববেন ? এতগুলো টাকা হারলেন, অস্তত সেটা তোলবার একবাব চেষ্টা কববেন না ?"

"বক্ষা ক**ক**ন হজুব। আর আমার মাধাব ঠিক নেই, আমার নিয়তি দিন।"

"বিলক্ষণ! সে কি হয় ? এই তো খেলা জ'মে এসেছে, এখনই কি ছাড়া যায় ?"

ভাক্তাব আর কিছুতেই রাজি হ'ল না। তথন কে যেন তাব চোথের পর্না টেনে সবিয়ে দিলে। তাব মনে হতে লাগল, এসব যেন সমস্তই বৃজক্ষকি,—ভেদ্ধিবাজি। যেন এই সব বাভি ঘর দোর, সাজ-সরঞ্জাম, জমিদারি, ব্যবসা, হাসপাতাল, চাকরি দেওয়া—সমস্তই ভূয়ো! তার প্রাণটা ধডফড করতে লাগল। মনে হ'ল যেন সে ছুটে বাভি থেকে পালিয়ে যায়। ম্যানেজার বললে. "তবে আর কি ভাক্তারবাবু, যথন আর পেলবেনই না, তথন হিসাবটা ক'রে ফেলুন। যে টাকাটা পাওনা হচ্ছে সেটা দিয়ে দিন। কত আছে আপনার কাছে ?"

ঠিক সেই সময় ছ-তিনজন দরোয়ান থানসামা এসে বারান্দায়

দাঁড়াল। ডাক্তাবেব মনে হতে লাগল তারা যমদ্ত, তাকে সশরীবে যমালষে নিয়ে যেতে এসেছে। ম্যানেজাব আর ডাজ্ঞাবেব কোন উত্তবেব অপেক্ষা না ক'রে তাব পকেট থেকে একটা নোটেব তাডা বাব ক'বে নিলে ও দেখলে, তাতে আডাই হাজার টাকা আছে। ডাজ্ঞার নির্বাক, নিশ্চল, নিম্পান্দ। ম্যানেজাব বললে, "তা হ'লে বাকি টাকাটাব কি হবে প'

ভাজ্ঞাবেব মুধে কথা নেই। "আচ্ছা,—এ টাকাটাব তবে একটা ছাণ্ডনোট লিখে দিন" এই ব'লে ম্যানেজাব নিজেব পকেট থেকে কাগজ ও কলম বাব ক'বে দিলে। ভাজ্ঞাব কলেব পুতৃলেব মত ম্যানেজাব যা ব'লে গেল, তাই লিখে সই ক'বে দিলে।

রাজাবার একটু মূহ হেদে "আচ্ছা, আজ তবে আস্থন" ব'লে উঠে গেলেন।

ম্যানেজার বললে, "ভাক্তারবাবু, আপনি তো আন ধেললেন না,— আমি আব কি কবৰ প যাক, যদি জামিনেব টাকাটা যোগাড় কবতে পাবেন, তা হ'লে ছ্-একদিনেব মধ্যে সেটা নিষে আসবেন। তা না হ'লে আমাদেব অক্তাব্যক্ষা কবতে হবে।"

ভাজ্ঞাবেব আর কথা বলবাব শক্তি নেই; কেবল এই মাক্স বললে, "মশাই, আমার আর চাকরিতে কাজ নেই, আমায় নিস্কৃতি দিন। ভগবান এব বিচাব কববেন।" এই ব'লে তথনই উঠে টলতে টলতে কোন রকমে নীচে নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি বাস্তায় গিষে পড়তেই নিধিলবাবু আগেব দিনেব মত রাস্তার পাশ থেকে এগিয়ে এসে গাড়ি থামাতে বললে। তাবপর গাড়িব কাছে এসে ডাজ্ঞাবকে নমস্কাব ক'বে বললে, "কি মশাই! রাজাবাবুব কাছ থেকে আসছেন নাকি ? এখন গেলে দেখা হবে?" তারপর ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "এ কি! আপনার মুথ এমন শুকনো কেন ? কোন অস্থুধ বোধ করছেন নাকি?"

ডাক্তারের চোথ ছলছল ক'রে উঠল। কিছু না ব'লে এক রকম জ্বোর ক'রেই নিধিলবাবুর হাত ধ'রে তাকে গাডিতে তুলে নিলে। গাডি আবার চলতে লাগল। তারপর একটু সামলে বললে, "মশাই, আপনি আর ও-বাড়িতে যাবেন না।"

"क्न वन्न पिथि ?"

''ওঃ, ভয়ানক জুবাচোর, আমার সর্বনাশ করেছে।'' ব'লেই ডাক্তার কেঁদে ফেললে।

"কি বকম! আপনাকে কোন বিষয়ে ঠকিয়েছে নাকি?"

"আমাৰ যথাসৰ্বস্ব গেছে মশাই, আপনাকে আর কি বলব ?"

"বলেন কি! ব্যাপারটা কি সব খুলেই বলুন। আমি যে ওদেব সঙ্গে একটা কারবারের ঠিক করছি।"

"ও-পথে যাবেন না মশাই।" ব'লে ডাক্তার প্রথম থেকে যা যা হয়েছিল সব বলতে আরম্ভ করলে। নিখিলবাবু খুব নিবিষ্ট মনে সব শুনতে লাগল। মনে হ'ল, যেন সে ডাক্তারের কথাগুলো সব গিলে ফেলছে। ডাক্তারের কথা শেষ হ'লে বললে, "এখন কি করবেন ঠিক করছেন ?"

"কি আর কবন বলুন,—আমার মাথার ঠিক নেই। মনে হচ্ছে, বরাবর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পডি। আমার আন কারুব কাছে মুধ দেখাতে ইচ্ছে কবচে না।"

"কি আর এমন হয়েছে মশাই, যার জন্ম গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাবেন ? এখন যাতে টাকাটা উদ্ধার হয় তার চেষ্টা করুন।"

"টাকা আর উদ্ধার হয়েছে! সে আর এ জন্মে নয।"

"কেন ? পুলিসে খবব দিন না ?"

"আব পুলিস-হাঙ্গামায় কাজ নেই মশাই; শেষটায় কি আমিও জুয়াথেলার চার্জে পড়ব।"

"কেন, আপনি চার্জে পড়বেন কেন ? আপনাকে মিথ্যে কথা বলে ঠবিয়ে খেলতে বাজি কবিষেছে।"

"না মশাই, ব্যাটাবা আমাকে দিয়ে লিথিয়ে নিযেছে যে, আমি নিজেব ইচ্ছায় থেলেছি।"

"তা হোক, তাতে কিছু আসে-যায় না। আইন সম্বন্ধে আমাব সামান্ত কিছু জানান্তনো আছে। আপনাব এতে কোন বিপদ হবে না, সেটা আমি নিশ্চয়া বলতে পাবি।"

"যাক মশাই, আব ওসব হাঙ্গামে কাজ নেই; আমাব ববাতে যা হবাব হযে গেল, মনে কবব আমি ঐ টাকাটা আব-জন্মে ও-ব্যাটাব কাছে ধাবভূম, এ-জন্ম শোধ হযে গেল।"

নিথিলবাবু কিন্তু নাছোডবান্দা, ডাজ্ঞাবকে অনেক বুঝিয়ে-স্থুঝিযে বাজি কবালে যে, নিথিলবাবুব এক বিশেষ বন্ধু পুলিস-ইন্সপেক্টব,—তাঁব কাছে গিষে পৰামৰ্শ কবা যাক।

পবের দিন সকালবেলা দেখা গেল যে, বাজাবাবুব বাজি লাল-পাগডিতে ভ'বে গেছে, আব নিধিলবাবু অতি ব্যস্তভাবে ধানাতল্লাশি পবিদর্শন কবছেন।

ছিন্নমন্তা

উলুবেড়িয়া থানার দাবোগাবাবু রাজি প্রায় বারোটার সময অফিস-ঘরে ব'সে একটা জটিল মোকদমার ডায়েরি লিথছিলেন। সমস্ত দিন মফস্বলে ঘুরে শরীর অবসর, ঘুমে চোপ বন্ধ হয়ে আসছে, থাবার জন্ম বাডি থেকে তিন-চার বার ডাক এসেছে; কিন্তু ডায়েরি আর শেষ। হয় না। সব শিস্তর, কেবল থানার ঘড়িটি টিকটিক ক'রে, আর 'পাহারা'র সেপাইটি বারান্দার থামে অস চেলে ও ঈবৎ নাক ডাকিয়ে আপনাদেব কর্তব্য পালন করছে।

দারোগাবাব আবও দশ-পনবো মিনিট লিখেই চেয়ারে ড'লে পডে, একটি লম্বা রকমেব হাই তুলে, চক্ষু মুদে ভায়েবিটা রাজ্রের মত মুলতুবি রাখবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় তার মনে হ'ল, কে যেন ঘরের মধ্যে ঢুকল। চেয়েই দেখেন, সম্মুখে এক বীভৎস মূর্তি! শীর্ণকায়, রুক্ষকেশ, উদভাগুদৃষ্টি, রক্তমাথা গরদের কাপড় ও চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত এক যুবাপুরুষ,—হাতে রক্তমাথ৷ খাঁডা। দেখবামাজ্র দারোগাবার চমকে উঠলেন ও "পাহারা" ব'লে ডাক দিলেন। তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলে নিয়ে বললেন, "আপনি কে ? কি হয়েছে দ"

আগস্কক বললে, "আমার স্ত্রী খুন হয়েছে,—এই খাঁডার ঘারে। দেখছেন তো এতে কত রক্ত লেগে আছে। আমিই তার জন্ম দায়ী। এজাহার লিখে নিন।"

দারোগাবারু আগস্তুকের আপাদমগুক ভাল ক'রে দেখে বললেন, "ঐ বেঞ্চে বস্থন। আমি এই কাগজপত্তগুলো রেখে আপনার এজাহার শুনব। খাঁড়াখানা দেওয়ালের গায়ে ঠেসিয়ে রাখুন।" আগস্তুক বসল না। বললে, "আমার এজাহাবটা লিখবেন তো লিখুন, নয় তো আমি চললুম।"

দারোগাবারু দেখলেন, লোকটা প্রকৃতিস্থ নয়; যা বলছে তার কি ফল হতে পাবে হয়তো নিজেই বুঝতে পাবছে না; কিন্তু তার কথামন্ত কাঞ্চ করা ভিন্ন উপায় নেই।

"আচ্ছা, যদি না বসেন, তা হ'লে আমি যে ক্যটা কথা জিজ্ঞাসা করি দাঁডিষে দাঁড়িয়েই তাব উত্তব দিন।"

"আব কিছু আমাব বলবাব নেই।"

"আপনাব বলবাব না থাকতে পাবে, কিন্তু আমাব জানবাব এখনও আনেক কিছু আছে। আপনার নাম কি ? বাড়ি কোথায় ? আপনাব স্ত্রী কেমন ক'বে খুন হযেছেন ? লাস কোথায় আছে ? ইত্যাদি আপনাকে যে সব কথা জিজ্ঞাসা কবব, আপনি একে একে তাব উত্তব দিন, আমি লিখে নিচিছ।" এই ব'লে দাবোগাবাবু এজাহাবেব বই খুলে সেই মত প্রশ্ন কবতে আবক্ত কবলেন।

আগত্মক নিরুত্তব। দাবোগাবাবু যতই প্রশ্ন কবেন, সে ততই ছাদেব দিকে তাকায়। ভাবলেন, লোকটা পাগল নাকি ? কিন্তু পাগল হ'লে এমন গশদেব কাপড-চোপড প'বে এত বক্ত মেথে আসত না। আব জিজ্ঞাসা কবা অনাবশুক ভেবে তিনি তাব কথামতই এজাহাব লিথে নিলেন ও বললেন, "চলুন, আপনাব বাডিটা একবাব দেখে আসি, আমাব সঙ্গে আহ্মন।" এই ব'লে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিযে এলেন। 'পাহাবা'কে ব'লে গেলেন, "বাডিতে থবব দিও, আমাকে এথখুনি বাইরে যেতে হচ্ছে: কথন ফিবতে পাবব বলতে পাবি না।"

একজন কন্দেট্ৰ্ল একখানি ঘোডাব গাডি আনল। কোচম্যান জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু, কোণা যেতে হবে ?" দাবোগাবাবু কিছু বললেন না। কোচম্যান আবার জিজ্ঞাসা করলে। তখন আগন্তুক যেন অন্তমনস্ক ভাবেই "হরিপুর" ব'লেই গাড়িতে উঠে বসল। দারোগাবারু তার পাশে বসলেন ও কন্স্টেব্লকে গাড়ির মধ্যেই নিলেন। খাঁডাখানি সঙ্গে নিয়েছিলেন।

অমাবস্থার বাবি, একটু মেঘও হষেছে, খুটখুটে অন্ধকার। গাডিব মধ্যে তিনজনই নিস্তব্ধ। কেবল দাবোগাবাবু মধ্যে মধ্যে টর্চ জেলে গাডিব মধ্যে কি যেন দেখবার চেপ্তা কবছেন; কিন্তু সেই অবসরে আগন্তকের মুখেব ভাবও লক্ষ্য ক্যছেন।

গাড়ি একটি ছোট নদীর ধাবে এল। গ্রীম্মকাল। নদীতে জল নেই। নদী পাব হ'লেই প্রায় আধ মাইলের মধ্যেই হবিপুর গ্রাম। নদীতে নামবার আগে কোচম্যান গাড়ি থামাতেই আগন্তুক গাড়ি থেকে নামবার উপক্রম কবতেই, কন্দেট্বল তৎক্ষণাৎ তার হাত চেপে ধ'বে জানিয়ে দিলে যে, পালাবাব চেষ্টা করা বৃণা। দাবোগাবাবু আগন্তুকের মূথে উর্চেব আলো শেলে তাক মুখেক ভাব লক্ষ্য ক'রে বললেন, "আপনি এখানে নামবেন ?"

আগন্তক উত্তব দিল, "চ"।"

তেবে নামুন।" ব'লে দাবোগাবাবু আগে নামলেন ও তাকে নামিষে নিলেন। কন্দেব্ৰও নামল।

কিছু না ব'লেই আগন্তক নদীব ধাব দিয়ে চলতে আবন্ত কবল।
দাবোগাবাবু কন্দেইব্লকে তাদের অন্তুসরণ কববার ইঞ্জিত ক'রে তাব
সঙ্গে সঙ্গে চললেন।

একটু গিয়েই জঙ্গল আবন্ত হ'ল। তার মধ্যে কোনও পথ নেই বললেই হয়, এবং যা একটুথানি আছে তাতে সেই অন্ধকাবে উর্চের আলো থাকা সত্ত্বেও চলা ছঃসাধ্য। আগন্তুকেব সেদিকে যেন কোনও বাধাই নেই। গাছের ভাল ভেঙে, ছোট ছোট ঝোপ টপকে সে আগে আগে চলল।

ক্রমণ জঙ্গল একটু গভীর হয়ে এল। দারোগাবাবু কিছু উদ্বিশ্ন হলেন। ভাবলেন, লোকটার কোন বদ মতলব নেই তো? তিনি সম্প্রতি একটা ভাকাতি মোকদ্দমায় একদল ভাকাতের ওপর একটু জোর তদন্ত চালিয়ে ছিছু কি বিচারে তাদেব কয়েকজনেব জেল হয়েছিল। ভাবলেন, তাদের দলেন লোক বড়যন্ত্র ক'রে তাঁকে কোনও বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে না তো? তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে গুলিভরা পিন্তলটি বার ক'রে হাতে নিলেন। তাঁর আদেশমত কন্দের্লও বন্দুকে গুলি ভ'রে নিলে।

প্রায় আধ ঘণ্টা এভাবে চ'লে আগন্তুক একটু থামল ও চারিদিকে তাকাতে লাগল। যেন কি খুঁজছে! সেখানে জঙ্গলটা অনেক কম। আরও একটু যেতেই দারোগাবারু দেখলেন যে. কিছু দূবে একটা খুব ক্ষীণ আলোর রিমা দেখা যাচছে। আগন্তুকও সেটা দেখতে পেলে, এবং দেখবামান্ত একরকম ছুটেই সেই দিকে চলল। দাবোগাবারু ও কন্সেইলও তার সঙ্গে ছুটল। কন্সেইলটি হিন্দুস্থানী। দারোগাবারুকে বললে, "বারু, ও ভূত নয়তো !'

সামনেই এক ভাঙা মন্দির। তার ভেতর থেকেই অল আলো বেরুচছে। আগন্তক ছুটে গিয়ে মন্দিরের ভেতর চুকল ও "মা" ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল। দারোগাবাবু মন্দিরে চুকে খা দেখলেন, তাতে তাঁর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। পুলিসের চাকরিতে অনেক বীভংস দৃশু দেখেছেন, কিন্তু এ দৃশু অত্যন্ত ভয়ন্তর। মন্দিরে কালীমূর্তি,—জীর্ণ মন্দিরের কালিমায় ও স্তিমিতপ্রায় প্রদীপের আলোকে মুর্তি যেন আরপ্ত ভীষণ, এবং তার সম্মুধে সঞ্চোরত্তের উপর লুষ্ঠিত মুগুহীন এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ।

আগন্তক পুনরায় এক মর্মতেদী চীৎকার ক'রে মৃতদেহেব দিকে অগ্রসর হতেই দারোগাবাবু তাকে ধ'রে ফেললেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, "এ স্ত্রীলোক কে ? আপনার স্ত্রী ?"

আগন্তুক উচ্চৈ:স্বরে বললে. "হা।।"

দারোগাবারু বললেন, "দেখুন, এ দেবতাব মন্দিব, এথানে মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি আপনার স্ত্রীকে কেন খুন করলেন ? সব আমাকে বলুন।"

আগন্ধক চীৎকার ক'রে বললে, "খুন নয়,—বলিদান।" ব'লেই মুহিত হয়ে প'ডে গেল।

তৎক্ষণাৎ দারোগাবার আপনার কর্তব্য স্থিব ক'রে নিলেন। কন্টেব্লকে বললেন, "তেওয়ারী, ভূমি ব্রাহ্মণ,—ঘটের মধ্যে জল আছে দেখা যাচ্ছে। ঐ জল নিয়ে ভদলোকেব চোখে মুখে দিয়ে, বাতাস ক'রে জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা কব। আমি দেখি, নিকটে কোন লোকালয় আছে কি না!"

মন্দিরের বাইরে এসে, জঙ্গলটা যেদিকে অপেক্ষাক্কত কম সেই
দিকে অন্ন কিছুদ্র গিয়েই দারোগাবাবুর মনে হ'ল, যেন কিছুদ্রে
একটা বসতি আছে। কিন্তু অন্ধকারে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করতে পারলেন
না। তথন পকেট থেকে একটা বাশী বার ক'বে কয়েকবার
বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গেই কিছু দ্রে একটা কুকুর ডেকে উঠল।
সেই দিকে আরও কিছুদ্র গিয়ে কয়েকবার বাশী বাজাতেই কয়েকটা
কুকুর ডাকতে আরম্ভ করল। তিনি বুবতে পারলেন যে, নিকটেই
একটা বসতি আছে। তিনি তথন উচ্চৈঃস্বরে "চৌকিদার চৌকিদাব"

ব'লে ডাকতে আবস্ত করলেন ও বসতিব দিকে টর্চ নাডাতে লাগলেন।
তাঁর ডাকে জেগে উঠে বসতির কয়েকটি লোক সেথান থেকে বেবিয়ে
এল। তথন তিনি তাদেব নিজেব পরিচষ দিযে তাদের সাহায্যে
চৌকিদারকে আনিযে নিলেন এবং সকলকে নিয়ে যদিবে ফিবলেন।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকেব জ্ঞানসঞ্চাব হ্যেছিল। গ্রাম থেকে যাব। এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন তাকে দেখেই ব'লে উঠল, "জ্যা। এ যে হবিপুবেব নবেনবাবু।' তাবপব তাব সম্বন্ধে যে যা জানে সব দাবোগাবাবুকে জ্ঞানাল।

চৌকিদাবকে লাশেব গাহাবায় বেথে এবং গ্রামেব লোকেদেব তাব সাহায্য করতে উপদেশ দিয়ে দারোগাবারু নবেন ও তেওয়াবাকৈ নিয়ে চ'লে গেলেন। যাবাব আগে 'ছিপ্পমস্তা'ব মুণ্ডেব জন্ম একবাব মন্দিবেব চারিদিকে খোঁজ কবলেন; কিন্তু কোথাও তাব সন্ধান পেলেন না।

লাবোগাবার যথন নবেনেব বাডি পৌছলেন, তথন প্রায় ভোব হযে এমেছে। বেশ ব ্ন দোতলা বাড়ি, তবে কতক অংশ জীর্ন, সামনে বড উঠোন প্রাচীব দিয়ে ঘেবা। বাডিটি তুই অংশে বিভক্ত,— এক অংশ নরেনেব ও অপব অংশ তাব কাকা জগদীশেব। নবেনেব সংসাবে তাব স্ত্রী ও সাত বৎসরের ছেলে মনীশ ভিন্ন আব কেউ ছিল না। একটি ঝি সংসাবেব কাজকম কবত এবং চাকব গোপাল কাইবেব কাজ কবত ও চাষবাস দেখত। নবেনেব পিতামহ ঐ গ্রামেব জমিদার ছিলেন, কিন্তু ক্রমে অবস্থা থাবাপ হও্যায় তাঁব সম্মেই জমিদাবি বিক্রি হযে যাব। নবেনেব অল্লব্যমেই তার বাপ মাবা যায় ও তার অংশে জমি-জায়্রগা যা কিছু ছিল জগদীশ অভিভাবকত্ব কবতে কবতেই তার অধিকাংশই গ্রাস কবেছে। জগদীশেব ছেলে নেই,—সম্প্রতি সম্বন্ধীর ছেলেকে পোয়াপুত্র নিষেছে।

বাড়িতে চুকেই নরেন চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। সেই শব্দে জ্বেগ উঠে জগদীশবাবু বেরিয়ে এলেন ও দারোগাবাবুর কাছে সমস্ত ভূনে কেঁদে উঠলেন। তাঁর স্ত্রীও এসে নেপথ্যে কান্নায় যোগ দিলেন। জগদীশবাবু চোখ মূছতে মূছতে বললেন, "আহা! এমন বউ আব হবে না! তোর মনে শেষে এই ছিল নরেন!" ইত্যাদি।

দারোগাবাবু জগদীশকে একটু দূরে নিয়ে গিযে বললেন, "দেখুন জগদীশবাবু, আপনি এ গ্রামের প্রেসিডেন্ট, আইনমতে এ মোকদমার তদন্তে আপনার সাহায্য আমাব প্রাপ্য। কিন্তু এ গুরুতর মোকদমা, এবং আপনার ভাইপো যথন আসামী, আমি আপনাব কাছে বেশি কিছু আশা কবতে পারি না। তবে ব্যাপারটি এত জটিল ও অসাধারণ যে, নরেনেব পারিবাবিক জীবনেব সত্য সংবাদ না পেলে তার ঠিক মীমাংসা হওয়া শক্ত। অতএব সে সম্বন্ধে আপনাকে কিংবা আপনাব জীকে আমি যে সব কথা জিল্ঞাসা করব, দয়া ক'রে তার সঠিক উত্তর দেবেন।"

জগদীশবাবু বেশ একটু গান্তীর্য টেনে এনে বললেন, "তা নিশ্চয় দোব; মিথ্যা বলব না। আমি সব সময়েই সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য ক'বে এসেছি। তাতে যদি আমাব ছেলের বিরুদ্ধেও সত্য কথা বলতে হয়, আমি কিছুমাত্র হিধা করব না। সত্য কথা তো বলবই, তা ছাড়া ঘটনা সম্বন্ধে আপনি যথন তদন্ত করবেন আমি তাতেও সাহায্য কবব; কাবণ সত্য কথা বেরুলে হয়তো নরেনের নির্দোধিতা প্রমাণ হয়ে যেতে পারে।"

দারোগাবারু বললেন, "হাঁা, তা পাবে; কিন্তু তার কোনও আশা দেখছি না, কাবণ নরেন নিজের দোষ স্বীকার ক'রে নিজেই এজাহার দিয়েছে।" জগদীশবাবু বললেন, "হাঁা, তা তো আগেই বলেছেন, কিন্তু আপনাকে তদন্তের সময় সাহায্য করলেও আমি এটা আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে, আপনি যদি শেষ পর্যন্ত নরেনকে দোষী সাব্যন্ত ক'রে বিচারের জন্ম চালান দেন, তা হ'লে আমি তার পক্ষে মোকদ্মাব তদবির করব।"

দারোগাবাব বললেন যে তাতে তাঁব কোন আপন্তি নেই, এবং জগদীশের কর্তব্যনিষ্ঠা ও তৎসঙ্গে দৃঢতা দেখে বড়ই খুশি হলেন। তথন তিনি বুঝতে পাবেন নি যে ভাইপোর প্রতি জগদীশের ভালবাসার দৌড কতদ্ব! সেই অল্ল সময়েব মধ্যেই নবেনের বাকি সম্পত্তিটুকু তাকে কত টাকা ধার দিয়ে বন্ধক বাথতে পারেন, তিনি মনে মনে তারই একটা থসড়া হিসাব করছিলেন।

ঝিকে জিজাসা ক'রে দারোগাবাবু জানলেন যে, নবেন ও তাব স্ত্রী গত সন্ধ্যায় প্রায় আটটার সময় এক সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। কোথায যাচ্ছে তা ব'লে যায় নি। উভয়েই গরদের কাপড পথেছিল ও নরেনেব গায়ে গবদেব চাদর ছিল। নরেন হাওড়াতে চাকবি করত এবং উল্বেড়ে থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জার ছিল। প্রায় ছ মাস আগে ছুটি নিয়ে এসে বাডিতেই ছিল ও মাঝে মাঝে জ্বের ভ্গছিল। স্ত্রী-পুরুষে খব সন্ভাব ছিল।

জগদীশবাবু ও তার স্থাও সেই রকম বললেন, তবে জগদীশবাবু একটু ইতন্তত ক'বে এ কথাও বললেন যে, ইদানী উভয়ের মধ্যে এমন কিছু একটা হয়েছিল, যার জন্তে নরেন তাব স্ত্রীকে থ্ব থিটথিট করত; মাঝে মাঝে কালাকাটিও হ'ত। দাবোগাবাবু একটু আশ্চম হয়ে জগদীশের মুখের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন।

দারোগাবারু প্রথামত নবেনের বাঞ্জি থানাতল্লাশি করলেন, বিশেষ

কিছু পাওয়া গেল না। নবেনের স্ত্রীর ধর তেমন ভাল ক'রে তল্লাশি হ'ল না, মোটামুটি এক রকম দেখে নেওয়া হ'ল। তেওয়ারী পুরনো কন্দেটব্ল, বললে, "বাবু, বাক্সগুলো একবার খুলে দেখবেন না ?"

দারোগাবাবু বললেন, "চাবি তো নেই। বোধ হয় মৃতার কাপডে বাধা আছে। যাক. ওতে আব এমন কি পাওয়া যাবে ?"

খাঁড়াটি নবেনেব ব'লে সকলেই সনাক্ত করলে।

অপরাহে জ্বগদীশবাবু দারোগাবাবুকে বললেন, "দেখুন, আপনাকে আমি যথন কথা দিয়েছি যে এই মোকদ্দমার তদন্ত সম্বন্ধে আমি সাহায্য করব, তথন সে বিষয়ে কোন কথা আপনার কাছে গোপন করা আমার অন্তায় হবে। আপনি একবার এই গ্রামের পরাণ হালদারকে ডেকে এনে তার জবানবন্দি নিন।"

দারোগাবাবু তথুনি তাকে ডেকে আনিয়ে জিজ্ঞাম। করলেন ও জানলেন যে, গত বাত্তে নরেন ও তার স্ত্রী পূর্বের কথামত তাব বাড়িতে এসে সেখান থেকে তাব গাড়িতে নদীর ধার পযস্ত যায় ও নদী পার হয়ে উভয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চ'লে যায়। তাকে নদীর এপাবে অপেক্ষা করতে ব'লে গিযেছিল। কিন্তু অনেক রাত্রি পথস্ত তারা যথন ফিরল না, তথন সে বাড়ি ফিরে এসেছিল। নরেনের গায়ে চাদর জড়ানো ছিল, সেইজন্ত তার সঙ্গে থাড়া ছিল কি না অন্ধকারে সে বুয়তে পারে নি।

প্রমাণ পবিদ্ধার, কিন্তু খুনের উদ্দেশ্য কি ? দারোগাবারু অনেক ভেবেও তার একটা সঠিক মীমাংদা করতে পারলেন না। স্ত্রী-পুরুদের মধ্যে কোন মনোমালিগ্য ছিল—এ কথা জগদীশ ভিন্ন আর কেউ বলে নি, এবং নরেনের প্রতি জগদীশের যে কিন্নপ আন্তরিক ভাব দেটা দাবোগাবারু ইতিমধ্যেই বুঝেছিলেন। বাড়িতে গোপাল ছাড়া

অশু পুরুষ মাছুষ কেউ ছিল না, কিন্তু সে বছদিনের চাকর,—নরেনের বাবার আমলের। নরেন ও মনীশকে সে এক রকম নিজ হাতে মাছুষ করেছে। ঘটনার সময় সে এখানে ছিলই না, অতএব তাকে নিয়ে কোন রকম সন্দেহ করা চলে না। যা হোক, এই-জ্বাতীয় গুরুতর মকদ্দমার কার্য-প্রণালী-অনুসারে তিনি উপরওয়ালা ইস্পপেক্টরের উপদেশ নিয়ে পুলিস-সাহেবের আদেশ প্রার্থনা ক'রে রিপোর্ট করলেন।

নরেনের খণ্ডর হরেজ্ববারু পশ্চিমে চাকরি করতেন। এই সংবাদ পেয়েই তিনি এলেন ও দারোগাবারুর সঙ্গে দেখা ক'রে সমস্ত অবস্থা অবগত হলেন। তিনি দারোগাবারুকে বললেন যে, তাঁর কন্তা-জামাতার মধ্যে কোন রকম অসদ্ধাবের কথা তিনি কথনও শোনেন নি বা সন্দেহ করেন নি; বরং তাদের পরস্পরের প্রতি এ রকম ভালবাসা ছিল যে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, নরেন তাঁর মেয়েকে খুন করেছে। দারোগাবারু একটু বাঙ্কারের সঙ্গে বললেন, "কিন্তু প্রমাণ তো যথেষ্ঠ হয়ে গেছে। মাছ্ম বোঁকের মাথায় কথন কি ক'রে বসে, তা কি কেউ বলতে পারে ? মকদ্মা বিচারের জন্ম পাঠাতে হবেই। আপনি বরং ভাল উকিল কি ব্যারিস্টার দিয়ে তার পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করুন। জগদীশবাবুর ওপর নির্ভর করবেন না, সেটা আপনাকে বলাই বাহুল্য মান্ত।"

দারোগাবাবুর কাছে আর কিছু হবার আশা নেই দেখে হরেন্দ্রবাবু পুলিস-সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনিও তথন এই মকদ্দমা সম্বন্ধে বিশেষ চিস্তা করছিলেন ও তুই-একটা বিষয়ে তাঁরও কতকটা সন্দেহ হচ্ছিল। হরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর সে সব সন্দেহ দৃঢ় হ'ল। হরেন্দ্রবাবুর প্রার্থনামত একজন ভাল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টরকে এই মকদমার তদস্তে নিযুক্ত করবার জন্মে তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে প্রস্তাব পাঠালেন।

ত্ব-তিন দিনের মধ্যে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর শ্রীরামবাবু এসে তদস্কভার প্রহণ করলেন।

দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই কালী-মন্দিরে গেলেন ও মন্দিরের ভেতরটা বিশেষভাবে দেখে, মৃতদেহ কোথায় ঠিক কি অবস্থায় দারোগাবাবু দেখেছিলেন তা জ্বেনে নিলেন। মন্দিরের মেঝেটা পাকা, কিন্তু আধুনিক ধরনে সিমেণ্ট করা নয় ও বহু পুরাতন মেঝে ব'লে, যেখানে খাডার অগ্রভাগ মেঝেতে লেগেছিল সেখানটা বেশ গভীরভাবে কেটে গেছে। খ্রীরামবাবু তা লক্ষ্য ক'রে সেই কাটার দৈর্ঘ্য ও গভীরতা মেপে নিলেন; তারপর ছুরি দিয়ে সেখানটা কিছু কেটে, খাঁডাব ভগ্ন অগ্রভাগ সেখান খেকে বার করলেন। দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু বুঝতে পারছেন কি ?"

"এ তো আমি বুঝেইছিলাম; এইপানেই কেটেছে।"

"হাঁন, তা তো কেটেছে। কিন্তু নরেনের স্ত্রী যথন ঠাকুর প্রণাম করছিলেন তথনই কেটেছে। নরেন যে বলেছে 'বলিদান', তাই-ই ঠিক। কিন্তু বলিদানটি করলে কে '"

"আমি তো আগেই বলেছি, নরেন ছাড়া কে আর করবে ?"

শ্রীরামবারু কেবলমা**ন্ত "হুঁ"** ব'লে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন ও দারোগাবারুকে সঙ্গে নিয়ে হরিপুরে গেলেন। সেধানে নবেনের বাড়ি ইত্যাদি দেখে ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে থানায় ফিরলেন।

থানাতে লাশ পরীক্ষার রিপোর্ট প'ড়ে বুঝলেন যে, মৃতার গলা এক কোপেই কাটা গিয়েছিল। খাঁড়ার অগ্রভাগটি ভাঙা, সেটা তিনি দেখে গিয়েছিলেন। মন্দিব থেকে যে অংশ এনেছিলেন, সেটা ঐ ভাঙাটাতে ঠিক মিলে গেল। দারোগাবাবুকে বললেন, "আমি একবার জ্বেল্পানায় আসামীর সঙ্গে দেখা করব, তার ব্যবস্থা করুন।"

দারোগাবার বললেন, "সে কিছুই বলবে না। তবে আগনি যথন বলছেন দেখা করবেন, তথন তাই করুন।"

শীরামবারু জেলখানায় নরেনের সঙ্গে দেখা করলেন। সে তাঁর সামনে এলে তিনি কেবলমাত্র তার আপাদমন্তক নিরীক্ষণ করলেন, কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। তার পর ঈষৎ চিস্তা ক'রে বললেন, "নরেনবারু, আমি ডিটেকটিভ ইম্পপেক্টর, আপনাকে এখন কিছুই জিজ্ঞাসা করতে চাই না; কিন্তু যদি আপনার স্ত্রীর হত্যাকারীকে আমি ধরতে পারি, তা হ'লে আমার অন্ধরোধ যে আপনি সে সময় প্রকৃত ঘটনা সমস্তই প্রকাশ করবেন, এবং আমি এও বলছি যে আপনি তা না করলেও আপনার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।" ব'লেই তাব মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন যে, তার মুখ ক্ষণকাল উজ্জ্বল হয়েই পরক্ষণে নান হয়ে গেল।

জেলখানাতেই শ্রীরামবাবু ডাক্তার-সাহেবের সঙ্গে দেখা কবলেন ও তাঁকে ভগ্ন অংশ সহিত খাঁডাথানি ও কাগজপত্ত সমস্ত দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। জানতে পারলেন, নরেন যক্ষারোগে অনেকদিন ভুগছে। ডাক্তার-সাহেব,বললেন, ''তার আয়ু তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।''

শ্রীরামবারু বললেন, "এই জেলধানাতেই নাকি? আপনার কাঁসিকাঠে?"

ডাব্রুলার-সাহেব বললেন, "তাই মনে করেছিলান, কিন্তু আপনার সঙ্গে কথাবার্তার পর থেকে আর সে ধারণা নেই। বোধ হয় আমার সাক্ষ্যতেই বেঁচে যাবে।"

হরেক্সবাবু তথনও হাওড়ায় ছিলেন। শ্রীরামবাবুর সঙ্গে তিনি

দেখা করলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রীরামবারু জানলেন যে নরেন প্রায় এক বংসর যক্ষারোগে ভূগছে। বলতে বলতে হরেক্সবারু কেঁদে উঠলেন। বললেন, "আমার মেয়ে তো পেছেই, কিন্তু নবেন তাকে খুন করেছে—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। আমি তাকে ছেলেবেলা থেকে জানি। আমার ন্দ একটি মেয়ে, যথন তার বিয়ে দি তথনও নরেনের অবস্থা তাল ছিল না; কারণ ইতিপূর্বেই জগনীশ তার জমিজায়গা অধিকাংশ গ্রাস করেছিল। কিন্তু আমার মনে বরাবর এই শাস্তি ছিল যে, মেয়েটাকে আমি একটা মায়ুষের হাতে দিয়েছি। আপনি তাকে এ যাত্রা বাঁচান, তারপর তার অদৃষ্টে যা আছে তা তো বরুতেই পারছি।" ব'লে আবার কেঁদে ফেললেন।

শ্রীবামবার পানায় এলে দারোগাবার তাঁকে ডায়েরি দেখাতে দেখাতে বললেন, "আপনি তো সবই একরকম দেখলেন, এথন ডায়েরিটা শেষ ক'রে বিচারেব জন্সে রিপোর্ট দেওয়া যাক। আব তো কিছু পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না।"

শ্রীবামবার ডায়েরিতে চক্ষ্ রেপেই যেন একটু অন্তমনস্কভাবে বললেন, "হুঁ, কার বিচার ?"

"किन १ नरतरनत्र।"

"সে তো খুন করে নি।"

"বলেন কি? এ-রকম প্রমাণ! আর তা ছাড়া সে নিজেই স্বীকার করেছে। এথন জেল্থানায় বুঝি তার শ্বন্তবের উপদেশ পেয়ে সব উল্টে দিচ্ছে?"

"না, সে কিছুই উল্টে দেয় নি,—কোন কথাই বলে নি। কিন্তু, স্বীকার সে কথন করলে ?"

"এজাহারে।"

"এজাহারটা একবার ভাল ক'রে দেখুন তো! কোপায় সে বলেছে যে, তার স্ত্রীকে সে খুন করেছে ?"

দারোগাবার এজাহার প'ড়ে যেন একটু থমকে গেলেন। ভাবলেন, তাই তো, খুন করেছি—এ কথা তো পরিষ্কার ভাবে বলে নি। বললেন, "তা, দেখুন না, এ তো এক প্রকার বলা ছাড়া আর কি ?"

শ্রীরামবার বললেন, "দেখন, 'এক প্রকারে' মুলো-বেগুন চুরিব মকদ্দমা চলে, কিন্তু মাহ্বকে ফাঁসিকাঠে লটকানো যার না। আপনার তদন্ত শেষ হয়েছে, কিন্তু আমাব তদন্ত এখনও আরম্ভই হয নি। চলুন, আর একবাব হরিপুব যাওয়া যাক। মকদ্দমার আলামত সমস্ভই সঙ্গে নেবেন।"

দারোগাবারু মনে মনে খুবই বিবক্ত হলেন। ভাবলেন, কেবল সময় নষ্ট কববার জন্মে সরকার এত টাকা ধরচ ক'রে এই সব জীবগুলিকে পুষে রেধেছে।

হরিপুরে গিয়ে খ্রীরামবাবু ঝিকে নিভূতে নিয়ে গিয়ে খাব একবাব জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। জানতে পারলেন ঝে, ঘটনাব দিন নবেন কিংবা তার স্ত্রী কিছুই থায় নি,—উপবাসী ছিল। খ্রীরামবার বললেন, ভুমি বেশ ক'বে মনে ক'রে দেখ দেখি, নরেনবাবুব স্ত্রী যথন যান তথন তাঁর গায়ে কোন'গয়না ছিল কি না!"

"হাঁা, তিনি যে গয়না সব সময়ে প'রে থাকতেন তা সমস্তই তাঁর গায়ে ছিল মনে হয়। তবে সেটা আমি বেশ ভাল ক'বে দেখি নি। নাকে হীরের নাকছাবি ছিল, সে আমার ঠিক মনে আছে।"

প্রীরামবার জানতেন যে, মৃতার গাঘে কোন গয়না পাওয়া যায় নি। দারোগাবারুকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে খুন ক'রে তার গয়নাগুলো মন্দিরের পাশে লুকিয়ে রেধে পানায় এজাহাব দিতে গিয়েছিল, কি বলেন ? আচ্ছা, মৃতাব বাক্সের মধ্যে কোন গ্রনা পেয়েছিলেন কি ?"

দাবোগাবাব্ব মুথ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। শ্রীবামবাব্ বললেন, "বুঝেছি। চলুন, বাক্সগুলো খুঁজে দেখা যাক।"

দাবোগাবাবু যে সমস্ত আলামত নিষে গিষেছিলেন, তাব মধ্যে বাক্ষেব চাবি ছিল। সমস্ত বাক্ষ বেশ ক'বে থোঁজা হ'ল, কিন্ধু থুব সামাত্ত ছুই-একটা সোনাব জিনিস ছাডা কিছু পাওয়া গেল না। গোপাল যে ঘবে থাকত সেটাও দেখা হ'ল। একটা ভাঙা বাক্ষেব মধ্যে কেবল একটা ছেঁডা জামা আছে দেখা গেল।

জগদীশকে জিজ্ঞাসা ক'বে শ্রীরামবারু জানলেন যে, যে শুক্রুবাবে ঘটনা হযেছে, তাব আগেব সোমবাবে গোপাল বাড়ি গেছে। তাব বাডি নাবাণগড় টেশন থেকে ছু মাইল দূবে, আনন্দপুব গ্রামে।
শ্রীবামবারু জিজ্ঞাসা কবলেন, "গোপাল যে মাইনে পেত, সে টাকা সে কোথায় বাথত জানেন ?"

জগদীশবাবু বললেন, "নবেন ইদানিং আব তাকে মাইনে দিতে পাবত না,—তবে মাঝে মাঝে অল্ল কিছু কিছু দিত শুনেছি। গোপাল স্থানীয় পোদ্ট-অফিলে টাকা বাথত।" তাবপব নিজে থেকেই বললেন, "আমাব তো গোপালকে কিছুতেই সন্দেহ হয না। সে বছদিনেব চাকব, তাব বিক্ষে কথনও কিছু শুনি নি।" ইত্যাদি।

শ্রীরামবাবু পোন্ট-মান্টাবেব সঙ্গে দেখা ক'বে জানলেন যে, পোন্ট-অফিসে গোপালেব যা কিছু টাকা ছিল সে তা ঘটনার দিন অর্থাৎ শুক্রবাবে উঠিযে নিয়েছিল। বোঝা গেল যে, সে তাব আগেব সোমবাবে বাভি যায় নি। জিজ্ঞাসায় পোন্ট-মান্টার আরও বললেন বে, গোপাল ইতিপূর্বে আরও অনেকবার টাকা উঠিয়েছিল; কিন্ধ সমস্ত টাকা কথনও ওঠায় নি।

পোদ্ট-অফিস থেকে প্রীরামবাবু নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে গেলেন। অফুসদ্ধানে জ্ঞানলেন যে, ঐ সোমবার নারাণগড় স্টেশনের কোন টিকিট বিক্রি হয় নি এবং তার পরদিনেও নয়। তিনি ঈবৎ হেসে দারোগাবাবুর দিকে একবার চাইলেন, তারপব স্টেশন-মান্টারকে বললেন, "দেখুন দেখি, তার পরের শনিবার সকালেব ট্রেনের সময নারাণগড় দেশনে কোন টিকিট বিক্রি হয়েছে কি না ?"

দেখা গেল যে, একখানা টিকিট বিক্রি হয়েছে।

তথন মেদিনীপুরে খুব স্বদেশী আন্দোলন চলছে। শ্রীরামবাবু 'স্বদেশী' নেতার বেশে আনন্দপুরে আবিভূতি হলেন, এবং সেই দিনই স্থানীয় লোকজনকে ডেকে একটা মীটিং ক'রে, বেশ কডা রকমেব একটা বস্তৃতা দিয়ে দিলেন। অবিলম্বে পুলিস এসে উপস্থিত হ'ল, ও তাঁর গ্রোপ্তার অবশ্রস্তাবী মনে ক'রে গ্রামের লোক তাঁব বিদাস-সম্ধ্নাব জন্মে ফুলের মালা গাঁথতে আরম্ভ করল।

কিন্তু পরদিন ভোববেলায় দেখা গেল যে, গোপালের বাড়ি পুলিসে ভ'রে গেছে ও শ্রীরামবারু নিবিষ্ট মনে খানাতল্লাশি কবছেন। গোপাল আড়েষ্টভাবে সামনে নাড়িয়ে মাঝে মাঝে রালাঘবের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাঁকাছে। শ্রীরামবারু সেটা লক্ষ্য করলেন। গোপালের শোবার ঘরে কিছু পাওয়া গেল না, কেবল তাব জামার পকেটে একখানি বেলের টিকিট পাওয়া গেল। শ্রীরামবারু চকিতে সেই টিকিটের তারিখটা দেখে নিলেন। তাবপর তাঁব কথামত সকলে রালাঘরে চুকল। শ্রীরামবারু একজন সাক্ষীকে বললেন, "মশাই, যদি অন্ধ্রগ্রহ অাপনি উনোনের ছাইগুলো টেনে বার করেন তো বড ভাল হয়।"

যেমন ছাইগুলি কতক বাব করা হ'ল, তার সঙ্গে কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলি বেরিয়ে এল। সেটা খুলে দেখা গেল, তার মধ্যে একটি রুলি ও একটি হীরের নাকছাবি ব্যেছে। ক্লেলিতে ঈষৎ রজের দাগ। শ্রীরামবাবু তীক্ষ দৃষ্টিতে কেবল মাত্র একবাব গোপালের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। োপাল তখন কাঁপছে,—মুখ ভিকিয়ে গেছে, স্বাস্থে ঘাম ছুটছে।

গোপালকে নিষে বেল-ফেশনে এসে শ্রীরামবারু দাবোগাবারুকে টেলিপ্রাফ করলেন যে, তিনি যেন সেই দিনই নবেনকে জেলখানা থেকে পুলিসেব হেপাজতে নিয়ে হরিপুরে আসেন। ট্রেনে গোপালকে নিজের কামরাতেই নিলেন, কিন্তু তাকে কোন কথা বললেন না।

থানাগ এসে শুনলেন যে, দাবোগাবারু কিছুক্ষণ আগে নবেনকে সঙ্গে নিয়ে হবিপুব গেছেন।

একজোডা হাতকডা পকেটে বেখে শ্রীরামবারু গোপালকে নিষে বওনা হলেন ও ববাবর কালী-মন্দিবে উপস্থিত হলেন। গোপালকে মন্দিবেব ভেতব কিছুক্ষণ একলা বেখে তারপর তাকে সঙ্গে নিম্নে নরেনের বাডিতে পৌছলেন।

বাডিব ভেতব চুকেই গোপাল থমকে দাঁডাল ও উদুলান্ত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখতে লাগল। শ্রীবামবাবু তাকে নিয়ে গিয়ে, যেথানে নবেনের স্নী প্রত্যহ তাকে ভাত থেতে দিতে সেইখানে বসালেন। তারপর দাবোগাবাবুকে আড়ালে ডেকে ও হাতকডা তাব হাতে দিয়ে বললেন, "বোধ হয় আপনি নরেনেব হাতে হাতকড়া দেন নি। যদি তাই-ই হয়, তা হ'লে এখনি এই হাতকডা তাব হাতে লাগিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আস্কন, আব ঐ থামের পাশে দাঁড করান।" দারোগাবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিঙ্ক শ্রীরামবাবু বেশ একট্ট

জোর দিয়েই বললেন, "যা বলি তাই করুন, এখন মূহুর্তও সময় নষ্ট করবেন না।"

দারোগাবার নরেনকে নিম্নে এলেন। তার শীর্ণ মূর্তি, ধূলিধ্সরিত অঙ্গ, পাগলের মত দৃষ্টি ও হাতে হাতকড়া দেখে গোপাল চক্ষ্ নত করল। ঠিক সেই সময়েই (খ্রীরামবারুর শেশানোমত) মনীশ কাঁদতে কাঁদতে গোপালের কাছে এসে বললে, "গোপালদাদা! মা কোথা ?" গোপাল চমকে উঠল, তাব সর্বাক্ষ কাঁপতে লাগল, চোখে রক্ত ছুটল—যেন মূর্হা হবাব উপক্রম। পরক্ষণেই সে চীৎকার ক'রে বললে, "মনি, আমিই মাকে মেরে ফেলেছি রে ভাই।" ব'লেই উচৈচঃস্বরে কেঁদে উঠল। দারোগাবারু বেশ আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে গড়িয়ে পডল। তথন নরেন চীৎকার ক'রে বললে. "না, না, গোপাল খূন করে নি,—ও মিথ্যে বলছে,—একেবারে মিথ্যে কথা!"

দারোগাবাবু নরেনকে কিছু বলতে যাজিলেন, খ্রীরামবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "নরেনবাবু ঠিকই বলছেন, গোপাল খুন করে নি।" তারপর নরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নরেনবাবু, আমি তো আপনাকে বলেছি যে, আপনার স্ত্রীর হত্যাকারীকে যথন ধবব, তথন সমস্ত প্রকাশ করবার জ্ঞান্ত আপনাকে অমুরোধ করব। যথন এখনও সে অমুরোধ করি নি, তথন বুঝবোন তাকে এখনও ধবতে পারি নি।"

দারোগাবার অবাক হয়ে গ্রীরামবারুর মুথের দিকে চাইলেন।
গোপালকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে গ্রীরামবারু বললেন,
"গোপাল, যা কবেছ সব বল।"

গোপাল আর একবার কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর বললে, "বাবু, আমি মাকে মেরে ফেলেছি,—তার গয়নার লোভে। শ্বশানকালীর পূজো করলে বাবুর ব্যারাম সেরে যাবে—এই পরামর্শ দিয়ে ও তার সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে বাডি যাবাব ভান ক'রে এথান থেকে চ'লে যাই। নিকটেই ছিলাম। কয়েকদিন পরে অমাবস্থার রাজে আমার কথামত বাবু আর মা কালী-মন্দিরে পূজো করতে যান। পাঁঠা বলি দিতে হবে ব'লে থাঁড' নিয়ে যাবাব জ্ঞো বাবুকে বলেছিলুম। পূজোর পব যথন মা ঠাকুব প্রণাম করলেন, তথনই সেই খাঁডার কোপ দিয়ে তাকে খুন কবলুম।"

তাব কথাব অসামঞ্জ শ্রীরামবাবু বেশ বুঝতে পারলেন। ঈষৎ হেসে বললেন, "তা বেশ কবেছ, এখন আমার সঙ্গে আর একবার মন্দিরে চল।"

মন্দিরে গিয়ে শ্রীরামবাবু গোপালকে বললেন, "বাবা, তুমি তো সবই বলছ, এখন ছিন্নমস্তাব মুণ্ডটিব কোপায সন্ধান পাওয়া যায় বল দেখি ?"

গোপাল কিছু না ব'লেই জঙ্গলেব দিকে অগ্রসর হ'ল ও ঘন জঙ্গলেব মধ্যে একটা জায়গা দেখিযে দিল। সেধানে একটু খুঁজতেই মাংসচীন মুগু পাওয়া গেল।

দারোগাবাবুব থুব আনন্দ। যা হোক, এইবাবে মকদ্দমাটাব কিনাব। হ'ল। মন্দিরের দিকে আসতে আসতে শ্রীরামবাবুকে বললেন, "আপনি যা-ই কেন বলুন না, গোপাল নিশ্চয়ই খুন কবেছে, তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতেই হবে।"

"হাঁন, সে তো তাই-ই চায়; কিন্তু তাব প্রাণটা অত সহজে যাবে না।"

"কেন বলুন দেখি, খুনের মকদ্দমায় এব চেবে আর কি বেশি প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে ?" "প্রমাণ তো পেলেন। কিন্তু মন্দিরের ভেতর একটা ছাঁচি-কুমড়ো ঝুলছে দেখেছেন? গোপালের প্রাণটা ঐ ছাঁচি-কুমড়োর ভেতর আছে। ওটা যতক্ষণ সেধানে ঝুলবে, তাকে মারে কে?"

দারোগাবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন, লোকটা পাগলের মত কি সব বলে! বললেন, "আপনি কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু এতেও যদি বলেন যে, সে খুন করে নি, তা হ'লে করল কে ?"

শ্রীরামবাব্ বললেন, "দেইটাই তো আমাদের খ্ঁজে বার কণতে হবে। তার জন্তেই তো পাবলিকের টাকা থাচ্ছি।"

দারোগাবাবুর সঙ্গে মন্দিরে চুকে শ্রীরামবাবু কড়িকাঠে সংলগ্ধ একটি
শিকেয় রাথা ছাঁচি-কুমডোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "কুমড়োটার
নীচে একটা কাটার দাগ দেখেছেন ? দেখেই মনে হছে বেশি দিনের
কাটা নয়। হত্যাকারী যথন খাঁডার কোপ মারে, তথন খাঁডার মাথাটা
কুমড়োর নীচে লাগায় ঐথানটা কেটে যায়। গোপাল এত বেঁটে
যে তার হাতের খাঁড়া ওথান পর্যন্ত পৌছতেই পারে না।"

দারোগাবার ভাল ক'রে দেখে বললেন, ''তাই তো!''

তথন খ্রীরামবাবু বললেন, "দেখন, আপনি যতই প্রমাণ উপস্থিত করুন না কেন, এই খুনের চার্জ থেকে নরেনকে বাঁচিয়ে দেবে তার ক্লশন্ব, আর গোপালকে বাঁচিয়ে দেবে তাব বেঁটেন্ব।" ব'লেই একটু হাসলেন।

গোপালকে মন্দিরের ভেতর আনা হ'ল। গ্রীরামবারু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, "গোপাল, তুমি যে মহাপাপ করেছ, তার উপষ্ক্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড। তোমাব মৃনে অম্বতাপ এসেছে, তাই তুমি এখনও পর্যন্ত সেই দণ্ডই চাও। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার

প্রাণদণ্ড হবে না। এই ঘরের মধ্যে এমন জ্বিনিস আছে, যা প্রমাণ ক'রে দেবে ভূমি নিজ হাতে খুন কর নি। ভবে ভূমি এর মধ্যে ছিলে, আব ঠিক জান কে খুন করেছে। আর আমার কাছে লুকিও না।"

গোপাল ইতন্তত করতে লাগল। তথন প্রীরামবারু তাকে কালীমূর্তির দিকে আর একটু এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "দেখ, এ দেবতার মন্দির। সদ্মুথে জাগ্রত কালীমূর্তি, আমি ব্রাহ্মণ, আর তোমার যে মা আজ সাত বংসর ধ'রে তোমার সামনে ভাতের থালা ধ'রে দিয়েছে, তুমি তার রক্তের ওপর দাঁডিয়ে। মিথো কথা ব'লো না "

গোপাল একবার শ্রীরামবাবুর মুথের দিকে, একবার কালীমূর্তির দিকে, একবাব মেঝেব রজ্জের দিকে চাইল, তারপর চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "কাপালিক।"

গোপালকে বাইরে এনে শ্রীরামবাবু কাপালিক সম্বন্ধে সমস্ত কথা জেনে নিলেন। প্রায় তিন মাস পূবে কালী-মন্দিরে কাপালিকের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়। সে প্রায়ই তার কাছে যেত এবং তার সঙ্গে গাঁজা খাওয়া ধরেছিল। তারই পরামর্শমত গোপাল এই কার্যে লিপ্ত হ্যেছিল। কিন্তু মৃতাকে খুন করার উদ্দেশ্য তাব ছিল না, এমন কি খুন করার সময় পর্যন্তও সে জানত না যে, কাপালিক তাকে খুন করবে। সে তাকে বলেছিল যে, গয়নাপত্র কেডে নিয়ে তারা পালিয়ে যাবে। ঘটনার ঠিক আগেই সে নরেনকে নদীতে জল আনতে পাঠায়; কারণ, ব্রাহ্মণের আনা জল ভিন্ন চলবে না। তার সঙ্গে গোপালকেও যেতে বলে। যাতে মন্দিরে ফিরতে তাদের কিছু দেরি হয়, সে সম্বন্ধে গোপালকে ইন্সিতে নির্দেশ দেয়। তারা মন্দিরে এসেই দেখে, মৃতা গলাকাটা অবস্থায় মেবেতে প'ড়ে ও কাপালিক সেধানে নেই। নরেন চীৎকার ক'রে কেঁনে উঠে তার স্থীয় মৃতদেহের ওপর শুটিয়ে পড়ে। তারপরেই

রক্তাক্ত থাঁড়াথানা নিয়ে যদির থেকে বেরিয়ে যায়। সে যাবার পর কাপালিক আসে। মৃতার গয়না কাপালিক আগেই খুলে নিয়েছিল। মুগুটি নিয়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে কাপালিক ও গোপাল রেলওয়ে স্টেশনে যায়। উভয়ে সকালের ট্রেন চ'লে যায়।—নারাণগড স্টেশনে গোপাল ট্রেন থেকে নেমেছিল। কাপালিক সেথানে নামেনি, কোথায় নেমেছে তা সে জানে না।

মৃতাকে কেন খুন করলে—এ কথা গোপাল কাপালিককে জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বলে যে তার মনে হয়েছিল, মৃতার গায়ে খুব শক্তি আছে এবং জোব ক'রে গয়না কেডে নিতে গেলে সে খুব সম্ভবত বাধা দেবে ও চীৎকার করবে। এই চিস্তা তাব মাথায় ওঠা মাত্র সে তথুনি খুন করাই স্থির করে। তাকে দেবতা প্রণাম করতে বলায় সে যেমন প্রণাম করল, তেমনি খাঁড়া নিয়ে কোপ দেয়। এব আগে গোপাল তিন-চারবার কাপালিককে নবেনের বাড়ি নিয়ে গিযেছিল, এবং সেথানেও কাপালিক এক রাত্রে কালীপূজা করেছিল। তাবা গভীর রাজ্রেই নরেনের বাড়ি থেত, ও তাব বোগশান্তির জন্ত কাপালিক নানারপ প্রেক্রিয়া করত। কালী-মন্দিবে সম্লীক পূজা করতে আসার উপদেশ কাপালিকই নবেনকে দেয়।

শ্রীরামবাবু নিজের ডিটেকটিভ কন্স্টেব্ল বলদেও মিশ্রকে কাপালিক সহ্মদ্ধে সমস্ত কথা বুনিয়ে দিয়ে এবং তার আক্রতি ও গঠনের যথাসন্তব আভাস দিয়ে বললেন, "মিশির, তুমি এখুনি বেবিয়ে পড়। স্টেশনে গিয়ে দেখ, মহাপুরুষ কোন্ স্টেশনের টিকিট কিনেছিলেন! সন্তবত সেধান থেকে বেশি দ্ব এখনও যান নি। তবে, কাপালিকের বেশে তাকে আর পাবে না বোধ হয়। যাবার সময় থানা থেকে তোমার 'সাধু'র বেশ ও হাতকড়া নিয়ে যাবে।" ফেশনে গিয়ে মিশির অমুসদ্ধানে জানল যে, ঐ ট্রেনে নারাণগডের পরবর্তী কোন ফেশনের টিকিট বিক্রি হয় নি। তবে টিকিটবাব্ বললেন যে, তাঁর যতদ্র স্বরণ হয়, কিছুদিন আগে সকালের টেনেব সময় তিনি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, লাল-কাপড়-পরা এক সন্ন্যাসীকে ফৌশনে দেখেছিলেন।

মিশির নারাণগড়ের পরবর্তী স্টেশনের টিকিট নিয়ে সেথানে গিয়ে নামল। অফুসন্ধানে কোনও ফল হ'ল না । এই রকম ক'রে পরের পরের স্টেশনে অফুসন্ধান করতে করতে বধরাবাদ স্টেশনে জানতে পারল য়ে, কিছুদিন আগে লাল-কাপড-পরা এক সন্ন্যাসী টেন থেকে নামে। তাব টিকিট ছিল না। এ রকম সন্ন্যাসীদের কাছে ভাডা আদায়ের সম্ভাবনা কম ব'লে তাকে নিয়ে টানাটানি না ক'রে ছেডে দেওয়া হয়েছিল।

মিশির বধরাবাদ-স্টেশনমান্টারের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা ব'লে ও নিজের জিনিসপত্ত কিছু তার জিন্মায় রেখে, 'সাধু'ব বেশে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল।

গ্রামে গ্রামে গিয়ে সাধু নিজের 'গুরুজী'র সন্ধান আরম্ভ করলে।
ছ দিন অনুসন্ধানের পর এক গ্রামে গিয়ে জানতে পারল যে, এক
সন্ন্যানী গ্রামের প্রাস্তে এক গাছতলায় ধুনি জালিয়ে আসন ক'রে
বসেছে। সকলেই বললে, "সন্ন্যানী মন্তবড় যোগী,—এরই মধ্যে
ঔষধ দিযে নাকি অনেকের রোগ সারিয়েছে।" ইত্যাদি।

সন্ধ্যার পর লোকের ভিড কম হ'লে মিশির গিয়ে সন্ধ্যাসীর সঙ্গে দেখা করলে। সন্ধ্যাসার গৈরিক বেশ ও মাথায় জটা। কিছুক্ষণ আলাপেব পব গঞ্জিক। সেবন হ'ল, এবং মিশির তাতে যোগ দিয়ে ও 'দেশে'র নানারূপ গল্প ক'রে সন্ধ্যাসীকে আপ্যায়িত করলে।

সন্ন্যাসীর চেহাবা দেখেই মিশির বুঝেছিল যে, এই সেই কাপালিক। এবং আলাপে তার সন্যাসীস্থের সম্পূর্ণ অভাব দেখে তার ধারণা বন্ধমূল হ'ল। মিশির এও লক্ষ্য করল যে, সন্ন্যাসী যেন সদাই সতর্ক, যেন সামান্ত কারণেই চমকে উঠছে, কথা বলতে বলতে কেবলই অন্তমনত্ব হছে। তার হাবভাব দেখে মিশিরের মনে হ'ল যেন সেতাকে সন্দেহ করছে। ভাবলে, আর সমন্ত দেওরা হবে না; 'গুরুজী' হন্নতো রাজ্রের মধ্যেই ভেগে পডবেন।

মিশির আর এক ছিলিম গাঁজাব প্রস্তাব করল। এবং সন্ন্যাসী যেমন গাঁজা বার কববাব জন্ত মুলির ভেতর হাত চুকিয়েছে, দে তার ওপব ঝাঁপিয়ে প'ডে তার সেই হাতথানা চেপে ধবল। তথন ধন্তাধিস্ত আরম্ভ হ'ল, এবং যে কয়েকজন দর্শক সেথানে ছিল তাবা "সাধুকে মারছে", "সাধুকে মারছে" ব'লে সন্ন্যাসীব সাহায্যার্থ এগিয়ে এল। ইতিমধ্যে মিশির অপূর্ব কৌশলে, সন্ন্যাসীব অধিকতব দৈহিক বল সত্ত্বেও, তাকে ধরাশায়ী করেছে। চীৎকাব ক'বে বললে, "এ লোকটা সাধু নয়,—খুন ক'বে পালিয়ে এসেছে। আমি পুলিস, আমাকে সাহায্য কব।" এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাধুব কৃত্তিম জটা টান দিয়ে খুলে ফেললে। তথন লোকগুলি থমকে দাঁডাল এবং তাদেব মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীকে চেপে ধবতেই, আরও কয়েকজন গিয়ে তার ওপব পডল। মিশির তথন ঝোলা থেকে হাতকডা বেব ক'রে সন্ন্যাসীর হাতে লাগিয়ে দিলে।

গোলমাল ভানে নিকটবর্তা বসতি থেকে আরও ক্যেকজন লোক এসে জুটল। সাধুব লাঞ্চনা দেখে তারা উত্তেজিত হযে মিশিবকে আক্রমণ করতে উন্নত হ'ল। আগে যাবা সেথানে ছিল, তাবা তাদের বাধা দিলে। ক্রমশ হুই দলে বচসা হয়ে মারামারির উপক্রম। একদল বলে, সাধু ভণ্ড। অক্সদল বলে, সিপাহী ভণ্ড। তথন মিশিব ছোট একধণ্ড কাগজ বার ক'রে তাদের দেখিয়ে বললে, "মামি সত্যিই পুলিসের লোক। কেউ যদি ইংরেজী পড়তে জ্ঞানেন তো এটা প'ড়ে দেখুন। আপনাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি, যদি আমার কাজে বাধা দেন, তা হ'লে আপনারা বিপদে পড়বেন।"

আক্রমণকারীরা একটু দ'মে গেল, ও তাদের আক্ষালন বন্ধ হ'ল।

মিশির তথন সাধুর ঝুলিটা টেনে নিয়ে এসে, তার ভেতরের জিনিস
সব বার ক'রে, কাপালিকের বেশভূষাটা দেখিয়ে বললে, "দেখুন,
আপনাদের সাধুর কত রকমেব সাজ সঙ্গে আছে। আছা, আরও
কিছু দেখাতে পারব বোধ হয়।" এই ব'লেই সাধুকে তার আসন
থেকে টেনে নিয়ে এসে সেই আসন তুলে ফেললে। দেখা গেল য়ে,
তার নীচের মাটিটা আলগা। সাধুব চিমটে দিয়ে সেইখানটা একটু
শ্ভতেই তার ভেতর একটা কাপডে-বাধা পোটলা পাওয়া গেল।
সেই পোটলা খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে কয়েকটি সোনার গয়না।

সেই দেখেই আগস্ককরা সকলেই ব'লে উঠল, "ব্যাটা সাধু চোর," ও উত্তেজিত হয়ে তাকে মারবার উপক্রম করলে। মিনির তাদের বাধা দিয়ে বলসে, "আপনারা মারপিট করবেন না; ববং থাতে আমি একে নিরাপদে হাওডাতে নিয়ে যেতে পাবি, সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করুন।"

জেলপানায় নরেন ও গোপাল প্রচলিত প্রথামত কাপালিককে সনাক্ত করলে। নরেন গয়নাগুলি তার স্ত্রার বললে। তথন প্রীরামবাবু নরেনকে বললেন, "নরেনবাবু, এইবাব আপনার স্ত্রীব হত্যাকারীকে ধরেছি। এথন আপনি আপনার মৌন অঙ্গীকার পালন কর্মন।"

নরেন কোন কিছু গোপন না ক'রে আতোপাস্ত সমস্তই বললে। তারপর সাক্রনয়নে বললে, "ইন্সপেক্টরবাবু, এজাহারে আমি মিথো বলি নি। আমার স্ত্রীর খুনের জন্তে আমিই দায়ী;—আমিই তাকে জ্বলাদের হাতে এগিয়ে দিয়েছি। আমাকে প্রাণদণ্ড দিন। আমি আর বাঁচতে চাই না।" ব'লেই মূর্ছিত হ'রে প'ড়ে গেল।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশ 'ফিক্সার-প্রিণ্ট বুরো'তে কাপালিকের আঙুলের ছাপ পাঠাতেই জানা গেল যে, সে শাহাবাদ জেলার একজন প্রাসদ্ধ ডাকাত, এবং কয়েকটি ডাকাতি ক'রে প্রায় এক বৎসর ফেরার আছে।

যথাসময়ে দায়বার বিচারে কাপালিকেব প্রাণদণ্ডেব] আদেশ ও গোপালের পাঁচ বৎসর জেলের আদেশ হ'ল।

বুদ্ধিমান

সাহাগঞ্জ জেলার মালিপুর মহকুমার স্কুলের পণ্ডিত রামশরণ তেওয়ারীর একমাত্র পুত্র কিষণলাল দশ বৎসর বয়দে, কিঞ্চিৎ পূর্বজন্মের স্থাকতির ফলে ও অধিক মাত্রায় পিতার তাড়নায়, অমরকোষের প্রায় অধেকিটা মুপস্থ করিয়া ফেলিল। ঐটুকু ছেলের অমরকোষ আর্ত্তির বহর দেখিয়া পাডার লোক শুরু হইয়া গেল। কেহ বলিল, "ক্রামতীর বরপুত্র।" পণ্ডিতজী সগর্বে বলিতেন, "কিষণ আমার বড বুদ্ধিমান।" ক্রমণ সকলেই কিষণলালকে বুদ্ধিমান' বলিয়া ডাকিতে খারম্ভ কবিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কিন্তু বৃদ্ধিমানের বৃদ্ধির আর বিশেষ বৃদ্ধি
ছইল না। না হইবারই কথা, কেন না অম্বর্যে বৃদ্ধির উপর ঐকপ
অত্যাচার হওয়ায ক্রমণ সবই যেন তাল পাকাইয়া গেল। তবে
পণ্ডিতজীর অনর্গল চড়-চাপড় ও নিজের হাতেব স্থান্য লেখাব জোরে
'বৃদ্ধিমান' প্রথমবারেই, অর্থাৎ উনিশ বৎসব বয়নে, ম্যাট্রকুলেশনটা
থার্ড ডিভিশনে পাস করিল।

অনেক ছেলে ঠেঙাইয়া পণ্ডিতজী ছেলেদের মনোবিজ্ঞানে বিশেষ প্রদক্ষ হইয়াছিলেন, সেই জন্ত 'বুদ্ধিমানে'র বুদ্ধির সঙ্গে আর ধস্তাধন্তি না কবিয়া নিজের একটি ছাত্রকে ধরিয়া তাহাকে স্থানীয় মূনসেফী অফিসে ত্রিশ টাকা বেতনে গতাইয়া দিলেন। চাকরি হইলেই বিবাহ অবশ্রম্ভাবী। অতএব অনতিবিলম্বে একটি স্থানরী পুত্রবধ্ আসিয়া পণ্ডিতজীর ঘর আলো করিল, ও যথাসময়ে, অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে পৌত্রের মূপ দেখাইয়া আপনার কর্তব্য

পালন করিল। ইহার কিছুকাল পরেই পণ্ডিতজ্ঞী নিশ্চিন্তমনে স্বর্গাবোহণ কবিলেন। গৃহিণী অনেক আগেই গিয়াছিলেন।

ক্রমশ একটি কন্তা ও আর একটি পুত্র আসিয়া কিষণলালেব সংসার উজ্জল করিল; কিন্তু মাহিনা তিন বৎসরে ছয়টি টাকাব বেশি বাডিল না। অর্থকষ্টে ও পত্নীর তাডনায় 'বুদ্ধিমানে'র বুদ্ধি লোপেব উপক্রম হইল; কিন্তু সোভাগ্যক্রমে এই সময় পণ্ডিতজীব ছাত্রটি হাইকোর্টে বদলি হইলেন ও সেখানে কিষণলালকে লইষা গিয়া পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটি কাজে ঢুকাইয়া দিলেন।

বড় শহবে আসিয়া কিষণলালের থরচ কিছু বাডিয়া গেল। তাহাব উপর স্থন্দরী পত্নীর এটা-ওটা-সেটা আবদাব। ক্রমশ পত্নীব চাল ও বাজারেব দেনা বাডিতে লাগিল।

আব কোনও উপায় নাই দেখিষা একদিন কিষণলাল পত্নীকে বলিল, ''দেখ, আব তো পেবে উঠি না, তুমি একটু খবচ কমাও।''

পত্নী মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি পেবে ওঠ না—এ আমি বিখাস করি না। তোমাকে লোকে বৃদ্ধিমান বলত,—যদি বৃদ্ধিটা সব উপে গিষে না থাকে, তা হ'লে কিঞ্চিং থবচ কব। ছনিযায় টাকা ছড়ানো রযেছে, কুডিয়ে নিতে পাবলেই হয়।" বৃদ্ধিমান ঈরং গজীব হইয়া বলিল, "তা তো পাবি, কিল্ব একবাব বৃদ্ধিব দৌড ছাডলে শেষ পর্যস্ত সামলাতে পাবব কি না জানি না। তথন যেন কেঁদে ভাসিয়ে দিও না।"

কিষণলালের কাজ ছিল আপিদেব নথি নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানো; স্থতবাং উপরি-পাওনাব বিদ্দুমাল্ল আশা ছিল না। কিন্তু উপরি-পাওনা তো চাই। রেলওয়ে পার্সেলে নথি পাঠানো হইত, এবং পার্সেলের রসিদ সংখোগে বিল করিয়া টাকা লওযা হইত। কিষণলাল রেল-দেউশন হইতে একটি বহি সংগ্রহ করিয়া ছইচারধানি রসিদ জাল করিয়া কিঞ্চিৎ উপরি-পাওনা হজম করিল। কিন্তু
ছুর্ভাগ্যক্রমে পুনরায় ঐরপ করিতে গিয়া রসিদধানি বুদ্ধিমানের
ছুর্বুদ্ধিবশত জাল বলিয়া ধরা পড়িল। সে ঐ রসিদে বাইশে এপ্রিল
তারিথ দিয়াছিল, কিন্তু ঐ তারিথে গুড্জাইডের ছুটি ছিল বলিয়া
পাসেল-অফিস বন্ধ ছিল। উপরিতন কর্মচারীর নজরে তাহ। পড়িয়া
গেল এবং তথন পূর্বের কতকগুলি রসিদ ডেস্পাচ-বহির সহিত মিলাইয়া
দেখিতে আরও কয়েকখানি জাল রসিদ বাহির হইয়া পড়িল।

দায়রায় কিষণলালের বিচার হইল। কিন্তু সে এমন করুণ স্থরে নিজের অল্পবয়স, বুদ্ধিহীনতা ও পারিবারিক হুর্দশার কথা বিবৃত করিল যে, জুরী করুণায় গলিয়া গেলেন ও তাঁহাদের অন্থরোধে জজ-সাহেব তাহাকে কেবল মাত্র তিন মাসের জেল দিলেন। তাহার চাকরিটি গেল।

জেল হইতে থালাস হইয়া কিষণলাল বাড়ি আসিলে তাহার পত্নী কাঁদিবার উপক্রম করিতেই সে বলিল, "দেথ, কাঁদতে পাবে না, সে কথা তো আগেই ব'লে রেথেছি। বুদ্ধির দৌড় যথন একবার ছেডেছি, তথন আর তাকে কিছুতেই রুথতে পারব না। তোমার কিছু ভয় নেই। আর তো চাকরির বন্ধন নেই। আর যথন একবার জেল দেখেছি, তথন সেটার ভয়ও করি না। এবার কি কবি দেখে।"

সাহাগঞ্জে গিয়া কিষণলাল প্যাণ্ট কোট নেকটাই ছাট ইত্যাদি কিনিয়া দপ্তরমত সাহেব সাজিল। চেহারাটা ভালই ছিল, অতএব সাহেবী পোশাকে মানাইল ভাল।

সে পণ্ডিতজীর নিকট শুনিয়াছিল যে, একতাবপুরের জমিদার জয়ধর সিং তাঁহার ছাত্র। সেই পরিচয়ে একতারপুরে গিয়া সে জয়ধরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল ও পণ্ডিতজ্ঞীর অবর্তমানে নিজের সাংসারিক ত্বরস্থার কথা জানাইয়া বলিল, "বাবার আশীর্বাদের জোরে আমি গত বৎসর বি. এল. পাস করেছি, ও ঠার এক ছাত্রের স্থপারিশে হাইকোর্টের জজ-সাহেবকে ধ'রে সম্প্রতি মৃনসেফী চাকবি পেয়েছি।" এই বলিয়া হাইকোর্টের ছাপা ফর্মে টাইপ করা বাহালী পত্র দেখাইল। (হাইকোর্টের চাপা ফর্মে টাইপ করা বাহালী পত্র দেখাইল। (হাইকোর্টে চাকরি করিবার সময় কিমণলাল কতকগুলি চিঠির ফর্ম সংগ্রহ করিয়াছিল, ও তাহাতে হাইকোর্টের স্ট্যাম্প দিয়া রাথিয়াছিল।) জয়ধববারু বিশেষ আনল্ম প্রকাশ করিলে কিমণলাল প্রনরায় নিজের হ্রবস্থার কথা জানাইয়া. হাকিমী চাকরির উপরুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ সাজ-সবঞ্জাম ইত্যাদি কিনিবার জন্ম জয়ধববারুর নিকট পাঁচ শত টাকা ধার চাহিল। বলিল, "আমি স্কদ দিতে পারব না; কিন্ধ এক বংসরেব মধ্যেই টাকাটা শোধ ক'রে দোব।" জয়ধরবারু একথানি পাঁচ শত টাকার চেক দিলেন।

জয়ধরবাবুর বন্ধু উজীবপুরের জমিদাব হরবংশবাবু তাঁচাব কন্থাব জয় একটি স্পাত্তের সন্ধান কবিতে জয়ধরবাবুকে অমুবোধ করিয়া-ছিলেন। কিষণলালকে দেখিয়া তাঁচাব মনে হইল, এ ছেলেটি তো বেশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাব বিয়ে হয়েছে ?" কিষণলাল স্থন্দর মুথখানিকে অতি মাত্তায় লাল কবিয়া উত্তর দিল, "আজে, না।" বুদ্ধিমানের উপস্থিতবৃদ্ধি তাহার মুথে ওই উত্তব আনিয়া দিল। তথন জয়ধরবাবু তাহাকে হববংশবাবুর কথা বলিলেন ও তাহার নামে একথানি পত্ত লিখিয়া কিয়ণলালেব হাতে দিয়া তাঁহাব সহিত দেখা করিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

কিষণলাল দেটশনে আসিয়া পত্রথানি খুলিল ও তাহার মধ্যে যে

মুনসেফী চাকৰিব কথা ছিল তাহা ছুবি দিয়া পরিষ্কারভাবে তুলিষা দিয়া তাহাব পবিবর্তে "আই. সি. এস." লিথিয়া দিল।

ভববংশবাবু কিন্দলালকে বিশেষ আদ্বয়ত্ব করিয়। বিবাহেব কথা উথাপন কবিতেই সে সলজ্জভাবে বলিল, "দেখুন, আমাকে তো ট্টেনিংএব জ্বস্তে বিলেভ যেতে হবে। সেথান থেকে ফিবে না আসা প্রস্তু বিবাহ কবা অসন্তব। বিলেভ যাওয়াব জ্বস্তু আমাব এখন কিছু টাকাব দবকাব। অপেনি যদি কিছু সাহায্য কবেন, আমি সে উপকাব ভূলব না। তবে বিষে হওয়া না-২ওয়া ভগবানেব হাত। আমাব সম্প্রতি হাজাব উপকাব দবকাব। আমি ফিবে এসে অল্লদিনেব মধ্যেই এ টাকাটা শোধ দিয়ে দোব।"

হববংশবাৰু ভাবিলেন, কিছু দিয়া ছেলেটাকে হাতে বাধা বৃক্তিসঙ্গত। বলিলেন, "আমি ভোমাকে হাজাব টাকা দিছি। ভাবান যদি আমাব ইচ্ছা পূৰ্ণ কবেন, তা হ'লে এ টাকাটা তোমাষ আব শোধ দিতে হবে না।" আবও বলিলেন যে, নবীনগবেব জমিদাব বাম্মবাবার তাঁহাব আত্মীয়। তাঁহাব ছেলে বিলাতে আছে। ভাষাব সঙ্গে একতা থাকিলে স্বিধা হহবে। এই বলিয়া বামশবণবার্ব নামে একথানি পত্ত লিখিয়া কিষণলালেব হাতে দিলেন। কিষণলাল আগসিবাব সময় হববংশবাৰুব নাম ইত্যাদি ছাপা ছই-চাবধানি চিঠিব কাগজ তাঁহাব টেবিল হইতে সংগ্রহ কবিল।

কিষণলাল বাডি আসিষা পত্নীকে এক হাজাব টাকা দিয়া বলিল, "খ্ব সাবধ'নে ধবচ ক'বো। এখন আমি কিছুদিনেব জন্তু গা-ঢাকা দোব। যে পথে পা দিয়েছি, কথন কি হয় বলা যায় না।"

পত্নী ক্রন্দনেব স্থবে বলিল, "আমি তো জানি ভূমি তোমা**ব বুদ্ধির** জোবে টাকা আনছ। এতে হবে আবাব কি, তা তো বুঝতে পারছি না।" কিমণলাল হাসিয়া বলিল, "নাঃ, কি আর এমন হবে: হয়তো আর একটা খণ্ডরবাডি।"

এবার কিষণলাল পাটনায় গিয়া সজোবে বৃদ্ধি চালাইতে আবপ্ত করিল। গোপনে কোকেন বিক্রি করিয়া কিছু লাভ করিল ও সেই মূলধনে আফিনের গুপু কারবার আরক্ত কবিল। এ রকম কাজ কিষণলালের বৃদ্ধির সহিত ঠিক থাপ থাইল না। অতএব একবাব আফিম-সহ ধবা পডিয়া ছয় সপ্তাহের জেল থাটিল।

জেল হইতে বাহির হইয়া কিষণলাল ক্ষেক্টি ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিয়া প্রকাশ করিল যে, সে পাটনা ইউনিভার্সিটি হইতে বুল্তি পাইয়া জার্মানিতে কেমি দিটু পড়িতে যাইতেছে ও ইউনিভার্সিটির একথানি চিঠি সকলকে দেখাইল (অবশু চিঠিখানি জ্বাল)। ইহাও বলিল যে, সে চিনি তৈয়াবি করিবার উপযোগী নাসায়নিক প্রক্রিয়া সমস্ত শিধিয়াছে এবং যদি স্পবিধামত একটা চাকুবি পায় তাহা হইলে আর জার্মানি যাইনে না। তথন বিহারে চিনিব কল খুলিবাব জন্ত নানা স্থানে প্রচেষ্টা হইতেছিল। ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন তাহাকে একথানি চিঠি দিয়া হবিগঞ্জে চিনিব কলে প্রিটাইয়া দিল।

চিনির কলে কিষণলালের চাকরি হইল, কিন্তু সে কেমি ন্ট্রিব এক বর্ণও জ্ঞানে না। চাকরি চালাইবে কেমন করিয়া ? প্রথমে একটু চিন্তিত হইল, তারপর ভাবিল, যাক, বুদ্ধিব জ্ঞোবে চালাইয়া লওয়া যাইবে। আসল কাজ তো কুলীরা কবে, বাবুরা রিপোর্ট লেখে আব মাহিনা গুনিয়া লয়।

এই সময় একটি ভদ্রলোক হবিগঞ্জের ডাক-বাংলোয় আসিযা সেথানে আর একটি চিনিব কল হইতে পারে কি না এবং হবিগঞ্জের কল হইতে কোন কর্মচারী সংগ্রহ করিতে পারা যায় কি না, তাহার অমুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিষণলালের সহিত আলাপ হইতেই কিষণলাল বলিল যে, কিছু বেশি মাহিনা পাইলে সে এ কল ছাডিয়া যাইতে রাজী আছে এবং আরও কিছু বেশি পাইলে সে জার্মানি যাওয়ার কল্পনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তিন বৎসরের এপ্রিমেণ্ট দিয়া কাজ করিবে।

পরদিন কিবণলাল ডাক-বাংলোয় গিয়া ভদ্রলোকেব সহিত দেখা করিল ও ইউনিভার্সিটির চিঠি দেখাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া প্রায় দ্বিগুণ মাহিনা দিতে স্বীকার করিলেন ও বলিলেন, "আমাদের চুক্তির নিদর্শনস্বরূপ কিছু অগ্রিম দিছি। আপনার মত লোককে কি আমি ছাডতে পাবি ?" এই বলিয়া বজ্বমুইতে তাহাব হাত ধরিতেই পাশের ঘর হইতে আব একটি লোক আসিয়া কিবণলালের হাতে হাতকডা লাগাইয়া দিল।

বৃদ্ধিমান বুঝিল, তাহার চেষেও বৃদ্ধিমান লোক আছে। সে
কিছু বলিতে যাইতেছিল, তথন বাবৃটি হাসিয়া বলিলেন, "কিষণলাল,
ভূমি অনেককে ঠকিয়েছ। হববংশবাবৃকে ঠকিয়ে হাজার টাকা নেওয়াব
চার্জে তোমার আমি গ্রেপ্তার করলাম। জয়ধরবাবু তোমার বাবার
ছাত্র, তিনি আর তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন না। আরও
ছটি মকদ্দমা তোমার বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে; যথাসময় সব জানতে
পারবে। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটির ওই চিঠিখানি আমায় দাও।"

পাটনায় কিবণলালের বিচার হইল। প্রমাণ পরিকার, অতএব সাজা অবশুজাবী। মকদ্দমার শুনানি শেষ হইলে কিবণলাল অপরাধ স্বীকার করিয়া সজলনয়নে হাকিমকে নিজের হঃথের কাহিনী বলিল,—অর্থাৎ প্রথমত অতি সামান্ত অপরাধে তাহার দণ্ড হইয়াছিল ও চাকুরিও গেল। তাহার পর আর কোণাও চাকুরি জুটিল না, স্ত্রী-পুত্ত অনাহারে মরে, এ অবস্থায় ঐরপ উপায়ে কিছু উপার্জন করা তির তাহার গত্যস্তর ছিল না, ইত্যাদি। তাহার পর করজোড়ে বলিল, "ছজুর, আমি তো আর চুরি-ডাকাতি করি নি। নিতান্ত পেটের দায়ে ছটো মিষ্টি কথা ব'লে, না হয় লোকের কাছ থেকে সামান্ত কিছু নিয়েছি। তাদের অজ্ঞাতসারে তো কিছু করি নি।"

হাকিম বলিলেন, "তা তো বটেই; লোকেরও তো বুদ্ধি-স্তৃদ্ধি আছে, তারা ঠকে কেন ?"

কিষণলাল একটু সহাত্বভূতি পাইয়া সাগ্রহে বলিল, "ছজ্ব, ত্নিয়ায়
কেনা কাকে ঠকাচছে! আপনার গোয়ালা এক সের ত্থে দেড পো
জল ঢালছে, বড বড মহাজন ঘির সঞ্চে চবি মেশাচছে, ডাক্তাব
ছ্ আনার ওমুধে এক টাকা চার্জ কবছে; এমন কি যেথানে টাকাপ্রসার নাম গন্ধও নেই, সেথানেও পুরো মাত্রায় ঠকানো চলছে।
এই ধরুন—" বলিয়া পেশকারবাবুর মুখেব দিকে চাহিয়া বলিল,
"আপনার কেরানী এক ঘণ্টা কাজ কবে তে। দেড ঘণ্টা ঘুমোয়।"
পেশকার তথন চেয়াবে বসিয়া ত্লিতেছিল। উকিল-মোক্তাবেবা
হাসিয়া উঠিল। হাকিম কপ্তে হাসি চাপিয়া ও করিয়াদী পক্ষেব
বক্তা শুনিয়া হুই দিন পরে বায় দিবেন বলিলেন।

কিষণলাল জানিনে খালাস ছিল। প্রদিন হাকিমবারু ডাকে
একথানি চিঠি পাইলেন, তাহাতে ওই মকদ্মাব ফরিষাদী হববংশবাবু লিখিতেছেন যে, কয়েক দিন পূর্বে তিনি জানিতে পাবিষাছেন
যে কিষণলাল খুব সন্ত্রান্তবংশের লোক ও তাহার পিতা অসহযোগআন্দোলনের সময় গভর্মেণ্টের যথেষ্ঠ সাহাষ্য করিয়াছিলেন।
এ সমস্ত কথা আগে জানিলে তিনি হয়তো কিমণলালেব বিরুদ্ধে
মকদ্দমা করিতেন না; যাহা হউক, যথন মকদ্দমার শুনানি শেষ

হইয়া গিয়াছে, যদি কিষণলালের একাস্তই সাজা হয় তাহা হইলে উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় তাহার সাজা যত দূর সন্তব কম হইলে তিনি অত্যন্ত স্থা হইবেন। বলা বাছল্য, 'বুদ্ধিমান' হববংশবাবুর নামান্ধিত চিঠির কাগজে ঐরপ টাইপ করিয়া হাকিমের উপর প্রয়োগ করিল।

যথাসময়ে মকদ্দমার রায় বাহির হইল। প্রভ্যেক মক্দ্দমায় কিষণলালের তিন মাস মাত্র জেল হইল; কিন্তু দণ্ডভোগ একসঙ্গে হইবে অর্থাৎ মোটের উপর তিন মাস।

জেল ২ইতে থালাস হইয়া বাডি গিসা কিষণলাল স্নীকে বলিল, "বুদ্ধিব জোবে এবারও কতকটা বেঁচে গেছি, কিন্তু এ পথে আর না। যে টাকা রোজগার কবেছি, ভাতে ভোমার কিছুদিন চলবে। আমি কোণাও গিয়ে যা হয় একটা কিছু জুটিয়ে নেব।"

নবীনগবের জমিদার রামশরণবাবুকে হরবংশবাবু যে চিঠিখানি লিখিয়া কিষণলালের হাতে দিয়াছিলেন, সে তাহা বাহিব কবিল ও খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি লইয়া তাহাব পনিবর্তে হববংশবাবুর চিঠিব কাগজে টাইপ করা আব একথানি চিঠি রাখিয়া দিল। তাহাতে হববংশবাবু লিখিতেছেন যে, কিষণলাল তাঁহার খুব নিকট-আত্মীয়। তাহার হাতেব লেখা খ্ব ভাল ও সে খ্ব ভাল টাইপ কবিতে পাবে (এটা সত্য কথা): অতএব তাহার স্থবিধামত একটি চাকুরির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলে তিনি অত্যন্ত স্থবী হইবেন। এই চিঠিলইয়া কিষণলাল বামশবণবাবুব সহিত সাক্ষাৎ কবিল ও তাঁহার স্থপারিশে স্থানীয় হাই-সুলে কেবানীব কাজ পাইল।

পাচ-ছন্ন মাস থ্ব মনোযোগেব সহিত কাজ করায হেডক্লার্কবারু তাহাব উপব অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এই সময় হেডক্লাকবারুব শরীব থাবাপ হওয়ায় তিনি ছয় মাসের ছুটি লইলেন ও কিষণলালকে তাঁহার স্থানে কাজ করিতে দিয়া গেলেন।

ছেলেদের মাহিনা আদার কবা হেড্ক্লার্কের প্রধান কাজ।
কিমণলাল এমন আগ্রহের সহিত কাজ আরম্ভ করিল যে, প্রথম
মাসেই প্রাম সমস্ত বাকি টাকা আদার হইরা গেল। দ্বিতীয় মাসেও

যুব ভাল আদার হহল। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সে ছাত্রনের
বাডি গিয়া মাহিনা আদার করিতে লাগিল। কতৃপিক্ষ তাহাব
কাজ দেখিরা খব খুনি। কিমণলাল মনে মনে হাসিল। ভাবিল,
"অহুত পরিবর্তন!" কিন্তু বুদ্ধির পরিচালনা করিতে না পাবার
তাহার প্রাণ হাঁপাইরা উঠিল। ভাবিল, প্রত্যেক মাসে অনেকগুলা
টাকা হাতে আসিবা তথনই বাহির হইরা যায়। কিছু টিপিয়া রাথিলে
মন্দ কি
 ভারপ্র ভাবিল, নাঃ, ওটা ঠিক নয়; ও-কাজ তো

যে-সে করিতে পারে,—উহাতে আব বাহাত্রি কি আছে
?"

ইহাব চার-পাঁচ দিন পরে ঐ জেলার জমিনার ও অক্সান্ত ওদ্রলোকগণ স্কুলের হেডমাস্টারের স্বাক্ষরিত পত্র পাইলেন যে, স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাল্লদিগকে সারনাথের স্তুপ ইত্যাদি দেখাইতে লইয়া যাওয়া হইবে, অতএব তাহার বায়নির্বাহের জন্ম কিছু অর্থসাহায্য আবশ্রক; যিনি যাহা দিবেন, হেডক্লার্কেব নামে পাঠাইয়া দিবেন।

ক্রমশ তাঁহাদের প্রেরিত চাদা আসিতে লাগিল। 'বৃদ্ধিমান' টাকাগুলি পকেটস্থ করিয়া কয়েক দিন পরে স্ত্রীর নামে একটা মোটা রকমের ইন্সিওর চিঠি পাঠাইল। ভাবিল, দিন কতক পবে কতকগুলা ছেলেকে কোথাও লইয়া গিয়া পিক্নিক্ করিয়া আসিলেই হইবে। এখনও তো হেডক্লার্কের ফিরিতে দেরি আছে; কোন রকমে সামলাইয়া লইব।

কিন্তু তাহার হ্রভাগ্যক্রমে হেড্ক্লার্ক পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই ফিবিল। তথনও টাদার টাকা আসিতেছে। ঐক্রপ একটা মনিঅর্ডার হেড্ক্লার্কের হাতে পড়ায় তিনি প্রথমে কিছু বুঝিতে পাবিলেন, না। তারপর কিষণলালকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সত্য কথা সমস্তই প্রকাশ করিল। হেড্ক্লার্ক বলিল, "তুমি ক'জটা ভাল কর নি। স্কুলের কত্রপক্ষকে আমি না জানিয়ে পারব না। তবে আমি এক বক্ষে সেবে নিতে পারি যদি তুমি টাকাটা দিয়ে দাও। তা হ'লে যাদের টাকা তাদের কেবত দেওয়া যাবে আর বলা যাবে যে, আর সাবনাথ যাওয়া হ'ল না।"

লক্ষ্যন্তা উদ্দীৰণ কৰা কিষণলালের নীতিশান্ত্রের বাহিবে। সে একটু নাথা চুলকাইয়া বলিল, "বডবারু, টাকাটা তো সংকাজে লাগিয়েছি। সামান্ত মাইনেতে কুলোম না। ছেলেপুলে না থেমে নাবা যায়। এ ববমে কিছু উপার্জন করা ছাড়া আমার আব অন্ত উপায় নেই। যদি বডলোকদের কাছে গিয়ে বলি যে, আমার সংসাকে বড়ই কন্তু, ছুটো টাকা দিয়ে সাহায্য কক্ষন, তা হ'লে কেউ এক প্যসা দেবে না, অথচ তাঁবা এই বক্ষম ব্যাপারে, অর্থাৎ ছাত্রনের আনন্দ ভ্রমণ, এক ঘণ্টায় ছয় মাইল সম্ভবণ, বাইসিকেলের উপর বসিয়া সাত বাজি জাগবণ, ইত্যাদিতে নাম বেনার জন্ত অকাত্রে মুক্তহন্ত।"

বছবাবু কিষণলালের পূব ইতিহাস জানিতেন না; ভাবিলেন, হয়তো থুব অভাবে পড়িয়াই সে এই কাজ কবিষা বসিয়াছে। বলিলেন, "বা হোক, তুমি কাজটা থুব থাবাপ কবেছ। আমি দেখি কোনও বকমে সেবে নিতে পাবি কি না। কিন্তু তোমাব এথানে আব কাজ কবা হবে না; তোমাকে নিয়ে আমি বুড়োব্যসে কোন্দিন কি বিপদে পড়ব।"

কিষণলালেরও কেরানীগিরি চাকরিতে আর মোহ ছিল না, এবং সে চাকরি ছাড়িয়া সরিয়া পড়িবার জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার হুর্ভাগ্যক্রমে হেডমাস্টার ইতিপূর্বেই এই ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন ও কিষণলাল রামশরণবাবুর লোক বলিয়া তাঁহার কানেও ইহা তুলিয়াছিলেন। রামশরণবাবু হরবংশবাবুকে পত্র লিখিয়া জানিলেন যে, কিষণলাল তাঁহাকে ঠকাইয়াছে। তিনি পুলিসে সংবাদ দিলেন ও যথারীতি বিচার হইয়া কিষণলালের ছয় মাস জেল হইল।

জেলখানায় গিয়া কিয়ণলাল প্রকাশ করিল যে, সে খুব ভাল লেখাপড়া ও টাইপের কাজ করিতে পারে (কথাটা মিপ্যা নছে)। জন্মশ জেলারবাবুর নজর তাহার উপর পড়িল ও সে লেখাপড়ার কাজ পাইতে লাগিল। জেলাববাবু তাহার কাজে খুব খুশি, এবং সেই স্থানে অভাভা বিষয়েও তাহার অনেকটা স্থাবিধা হইল। এই সময বিহাবে ভূমিকম্প হইল ও জেলখানা ভাঙিয়া যাওয়ায় কতকওলি কয়েলীকে সময়ের প্রেট গভর্মেন্ট মৃক্তি দিলেন। 'বুদ্ধিনান' সেই সঙ্গে মৃক্তি পাইল।

বাডি ফিরিতেই গৃহিণী চোথের জলে বুক ভাসাইয়া কিষণলালের হাত হুইটি ধবিয়া বলিল, "দেশ, যা হবার তা হবে গেছে। আব তুমি কোথাও যেতে পাবে না। এই শহরেই যা পার কিছু একটা কব। জোমার কিছু পৈতৃক জমিজমাও তো আছে, তাতেই এক রকম ক'রে চ'লে যাবে।"

কিষণলাল গন্তীরভাবে বলিল, "যদি সে বুদ্ধিটা প্রথম থেকে ভোমার মাথায় উঠত, তা হ'লে আর আমাকে এত বুদ্ধি প্রচ কুরতে হ'ত না। যা হোক, যথন তুমি বলছ, কিছুদিন না হয় তোমার বুদ্ধিতেই চলি।"

একটি পুরাতন টাইপ-রাইটার কিনিয়া কিষণলাল স্থানীয় মুনসেফী

আদালতে দলিল-লেথকেব কাজ আরম্ভ করিল। তাহার স্বভাব ভাল না হইলেও, সে পূর্বে ঐ আফিসে কাজ করিয়াছিল বলিয়া হাকিমবাবু দ্যা কবিয়া তাহাকে অন্থমতি দিলেন। নকল কবিবাব কাজ কিছু কিছু পাইতে লাগিল বটে, কিন্তু দলিল ইত্যাদি লেখায় তাহাব অভিজ্ঞতা না থাকায, সেদিকে কোনও অবিধা হইল না। যাহা হউক, চাব-পাচ মাস এই বকমে চলিয়া গেল ও সংসাবেও বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না, কেন না গৃহিলা নিজেব কথা বাধিয়া চলিতেছিলেন।

কিন্তু কিষণলাল এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে কেমন কবিয়া ? মাঝে মাকে তাহাব বুদ্ধি গোঁচা মাবিতে লাগিল। সে দেখিল, হিন্দী-জানা পুৰাতন মৃহ্বীবা দলিল লিখিয়া বেশ উপাৰ্জন কবিতেছে, অথচ সে পাস-কবা মৃহ্বী, তবু তাহাব কাছে কেহ দলিল লিখাইতে আসে না। ইহা তো সহু কবা যায় না।

এবাব বৃদ্ধিমান 'অতিবৃদ্ধি' চালাইল। মুনসেফবাবুব অফিস হইতে ক্ষেকথানি ছাপা চিঠিব ফম কোন প্রকাবে হস্তগত কবিষা তাহাব একথানিতে টাইপ কবিষা ও মুনসেফবাবুব সহি জাল কবিষা জেলাব জজ-সাহেবকে লিখিল খে, এখানে এখন শিক্ষিত মুছ্বী ক্ষেকজন থাকিষা বেশ কাজ কবিতেছে, অতএব অস্তান্থ স্থানে যেমন হইষাছে এখানেও সেই বকম স্কুদক্ষ ও শিক্ষিত অর্থাৎ অস্তত ম্যাট্রিক পাস মুছ্বী নিবাচিত কবিষা তাহাদিগকে লাইসেস দেওষাব আদেশ দেওষা ছউক।

বুদ্ধিমান মনে কবিষাছিল যে, পত্ত পাইষাই জজ-সাহেব সেইরূপ কিছু একটা হুকুম পাঠাইষা দিবেন; কিন্তু তাহাব তুরদৃষ্টক্রমে তাহা হুইল না। প্রথমত ইহাব অল্পনি পূর্বে মুনসেফবাবুব সহিত জজ-সাহেবের এ বিষয়ে আলোচনা হুইষাছিল ও মুনসেফবাবু বলিষাছিলেন যে, সেরপ শিক্ষিত মুহুরীর সংখ্যা খুবই কম; স্থতরাং লাইসেপের নিয়ম চালাইলে কাজের অত্যস্ত অস্কুবিধা হইবে। দ্বিতীয়ত মুনসেফবাবুর সহিটা দেখিয়া তাঁহার যেন কেমন সন্দেহ হইল ও চিঠিখানাতে ইংরেজী ভূলও ছুই-চারিটা ছিল, কারণ 'বুদ্ধিমানের'র ম্যাট্রিক পাসের বিভায় আর কতদূর কি হইবে! জজ-সাহেব মুনসেফবাবুকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতে লিখিলেন।

কয়েকদিন পরে একটি ভদ্রলোক মালিপুরে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন
মূল্রীর নিকট দলিলের নকল টাইপ কবাইতে আরম্ভ করিলেন।
'বুদ্ধিমান'ও তাঁহার হুই-একথানা নকল টাইপ করিয়া তাহাতে নাম
সহি করিয়া দিল।

ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে অতি প্রত্যুবে কিষণলালের বাড়ির চারিদিকে পুলিস দেখা দিল ও যথারীতি থানাতল্লানি কবিয়া তাহার বাক্স হইতে কয়েকথানি হাইকোর্টের ও মুনসেফী আদালতেব চিঠিব ফর্ম, ম্যাট্রিক পাস করা মুহুরীদের নামের তালিকা ও অক্সান্স করেকটি জিনিস হস্তগত করিল।

কিষণলাল গ্রেপ্তার হইয়া যাইবার সময় গৃহিণীর সজল নয়ন দেখিয়া বলিল, "কিছু ভেবো না। ঠিক কেটে বেরিয়ে আসব।"

গৃহিণী কাঁদিয়া বলিল, "আবার বুঝি বুদ্ধি চালিয়েছিলে ?"

कियगनान चिनन, "এक हू।"

থানায় আসিয়া উল্লিখিত ভদ্রলোক কিবণলালকে বলিল, "বুদ্ধিনান, এবার আর তোমার অল্পে নিক্কতি হবে না। জজ-সাহেবের চিঠিখানির টাইপ যে তোমার কলের ও সহিটি যে তোমার হাতের লেখা, তা বেশ পরিষ্কার প্রমাণ হয়েছে। অনেক দিন শ্রীঘর বাস করতে হবে।" কিষণলাল ঈবৎ হাসিয়া বলিল, "তা এখন কেমন ক'রে বলব প তবে আমাব মত লোককে জেলখানায় আটকে বাথবাব জন্যে কেন যে আপনাবা এত ব্যস্ত তা বুঝতে পাবি না। যদি 'বুদ্ধিমান'কে শোধবাতে হয়, তা হ'লে তাব জন্ম Cramotomyব ব্যবস্থা কবতে হবে,—অর্থাৎ এই উর্বব মস্তিক্ষটি বার ক'বে নিষে তার জায়গায় একটি গাধাব মস্তিক্ষ বিসম্বে দিতে হবে।"

দস্থ্য-সর্দার

5

অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি। তথন বর্ধমান ও হুগলী জেলার ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলে ডাকাতির অত্যন্ত প্রাহুর্জাব। কোনও অবস্থাপর পরিবার তথন নিশ্চিপ্ত মনে রাত্রে ঘুমাইতে পারিত না। ডাকাতি শুনিলেই লোকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, এবং ডাকাতির সময় গ্রামশুদ্ধ লোক একব্র হুইলেও প্রায়ই কেহ ডাকাতদের সম্মুধে অগ্রসর হুইতে সাহস করিত না। তাই মুষ্টিমেয় লোক হুই-একথানা পুরাতন তলোয়ার বা বর্ণা, কিংবা কতকগুলা লাঠি বা গাছের ডাল ভাঙিয়া আনিয়া এবং গ্রামবাসীদের ভীক্তা ও ঐক্যহীনতার স্থ্যোগ লইয়া বড বড় গ্রামে বহু লোকের সম্মুধেও অবলীলাক্রমে ডাকাতি করিয়া চলিয়া যাইত।

প্রামে প্রামে ভাকাতি হয়, প্র্লিস আসে, তদস্ত করে, আসামী চালান দেয় ; কথনও কথনও আসামীদের বিচার হইয়া দণ্ড হয় ; কিন্তু ভাকাতি বন্ধ হয় না। কত দারোগা ইন্সপেস্টর আসিল, প্রামে প্রামে কত ফাঁডি বিসিল, বড বড় ডাকাতদেব দরজায় পাহারার বন্দোবন্ত হইল, কিন্তু ডাকাতির সংখ্যা বাঁডিয়াই চলিল। লোকের ধনপ্রাণ বক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল।

বিজয়া-দশমীর রাত্রে মহাদেবপুরের শ্রীকান্ত মুখুজের বাড়িতে ভাকাত পডিল। ভাকাতেবা মশাল জালিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, ডাক-হাঁক ছাডিয়া বাড়ির মধ্যে ঢ়ুকিল এবং তাহাদের অভ্যন্ত প্রথামত লুটপাট আরম্ভ করিল। শ্রীকান্তের বিধবা পদ্মী তাহার শিশুপুর সহ যে ঘরে ছিল, তিন-চাব জ্বন ডাকাত সেই ঘরে চুকিয়া বাক্স ভাঙিয়া মেবে খুঁডিয়া শ্রীকান্তের সঞ্চিত অর্থের সন্ধান করিল। কিন্তু কোণাও কিছু না পাইয়া ক্ষিপ্তবং হইয়া উঠিল।

একজন ডাকাত শ্রীকাস্থের স্ত্রীকে বলিল, "তোর স্বামী পুলিসের গোরেন্দাগিরি ক'রে অনেক টাকা পেয়েছিল; কোথা রেপেছিস বল্, নইলে পুড়িয়ে নারব।" এই বলিয়া জ্ঞলম্ভ মশাল তাহার দিকে আগাইয়া দিতেই আর একজন ডাকাত বলিল, "ওকে পুড়িয়ে নারলে তো টাকার সন্ধান পাওয়া যাবে না, তাব চেয়ে ওর ছেলেটাকে পুড়িয়ে মারা যাক—সর্দারের সেই ছকুম।"

মা তথন সপ্তমবধীয় বালককে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা, তোমরা আমার ধর্মবাপ, মারতে হয় আমাকে মেরে ফেল, আমাব ছেলেকে মেরো না। তোমাদেব পায়েংধবি বাবা।"

ভয়ে, উদ্বেগে, পুত্রক্ষেহে রমণী তথন বাছজ্ঞানশৃন্তা, লজ্জা-সক্ষোচের বাহিবে। অবগুণ্ঠন খুলিয়া কাতর সাঞ্চনয়নে সে একজন ডাকাতের দিকে চাহিল ও তাহার পারে ধরিবার উপক্রম কবিতেই আর একজন দস্তা তাহার অনিন্দাস্থন্দব মুখেব দিকে সক্ষানয়নে চাহিয়াই বলিল, "তোব ছেলেকে মাবব না. যদি ভই—"

. কিন্তু তাহার কথা শেষ হইল না। সেই মুহূর্তেই এক জন দীর্ঘাক্তি স্থাঠিত-দেহ প্রোচ প্রকাণ্ড এক বর্শা হন্তে ঘরের মধ্যে চুকিতেই দস্ত্য চমকিয়া উঠিল। জলস্ত মশালের আলোতে তাহার চক্ষুব লালসাম্য় দৃষ্টি ইলক্ষ্য করিয়াই প্রোচ বন্ধ্রগন্তীর স্বরে চীৎকাব করিয়া উঠিল, "সিকদার!" দস্ত্য কাঁপিয়া উঠিল। তাহার হাতের মশাল প্ডিয়া গেল।

"আচ্ছা, এর বিচার পরে হবে।" বলিয়া প্রৌত রমণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ, তোমাব মত নিঃসহায় বিধবার বাডিতে আমি ডাকাতি করি না। কিন্তু তোমার স্থামী তিন মাস আগে যদি মারা না যেত, তা হ'লে আমি বোধ হয় এতদিন কাঁসিকাঠে ঝুলতাম। আমার বড চঃখ যে এই বর্শা আজ্ঞ আমি তার বুকে বসাতে পাবলাম না। বিশাসঘাতক! নেমকহাবাম।"

মৃত স্বামীর নিন্দায় রমণীর চক্ষু ক্ষণতবে জ্বলিয়। উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইষা সে বলিল, "বাবা, আমার স্বামী তো গিয়েছেন, তুমি দয়া ক'বে আমার ছেলেটিব প্রাণ-ভিক্ষা দাও। আমার টাকাকড়ি যা কিছু আছে, সব তোমাকে দিচ্ছি।"

প্রোচ বলিল, "শুধু তোমার টাকা নিলে তোমার স্বামীর বিশ্বাস-ঘাতকতার উপযুক্ত দণ্ড হবে না। সে যেমন ডাকাতকে ধরিষে দেবাব চেষ্ঠা করেছিল, আমি তেমনই এমন দণ্ড দেব যে তাব আত্মা পবলোক থেকে তা দেখে শিউরে উঠবে।" এই বলিয়া সে বালককে ধবিবার জ্ঞাহাত বাডাইল।

রমণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া "বাবা, আমাব ছেলেটিকে বক্ষা কর" বলিয়া তাহার পায়ে পড়িবার উপক্রম করিল।

প্রেটি সেই স্থন্দর বালকের স্থাঠিত দেহেব দিকে নিবিষ্ট চিত্তে একবার চাহিল। তারপব বমণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আছা, তোমাব ছেলেকে মাবব না, যদি ভূমি—" বলিয়াই বালকেব দিকে আব একবার চাহিল।

রমণীর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, এও যে সেই কথাই বলে! কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিল যে, সে চক্ষুতে লালসা নাই, আছে শুধু দৃঢতা ও গান্তীর্য।

"যদি তুমি তোমার ছেলেটি আমাকে লাও।" বলিযাই প্রোচ ছেলেটিব দিকে আব একবাব চাছিল।

বমণীব চক্ষু মুহুর্তেব জন্ম হর্ষোজ্জল হইল, কিন্তু প্রক্ষণেই শ্লাম হইষা জলে ভবিষা উঠিল। বলিল, "আমি গবিব বিধবা। এই ছেলেটিই ভামাব একমাত্র সম্বল। একে নিষে ভোমাব কি হবে বাবা ? দোহাই ভোমাব!"

"ছেলে নিষে কি হবে ? ওকে ভাকাতি কবতে শেধাব। তোমাব স্থামী যেমন ভাকাতদেব স্বনাশ কববাব চেষ্টা কবেছিল, তাব ছেলে হবে ভাকাতেব স্থাব—উপযুক্ত দণ্ড। কেমন, বাজী আছ ?"

বমণা কিংকর্তব্যবিমৃত হইষা আবাব তাহাব দিকে চাহিল, আবাব তাহাব চক্ষ জলে ভবিষা উচিল। তাহাব মনে হইল যে, প্রোচেব কঠোবতাব অস্কবালে কোণাষ যেন একটু অমুকম্পাব আভাস প্রচ্ছন্ন আছে। সাহস সঞ্চয় কবিষা বলিল, "তোমাব পাষে ধবি বাবা. ব্রাহ্মণেব ছেলেকে ও-পথে নিও না। মহাপাপ।"

প্রৌচেব উজ্জ্বল চক্ষ্ ক্ষণতবে আবও জ্বলিষা উঠিল; কিন্ত তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংযত কবিষা একটু অবজ্ঞাব হাসি হাসিষা বলিল, "মে ব্রাহ্মণ ডাকাতদেব কালীপুজাে কবত, আব সেই স্থযােগ পেযে তাদেব সবনাশ কববাব যােগাড কবেছিল, তাব ছেলে ডাকাতি কবলে বিশেষ কােন দােব হবে না। তােমাব সঙ্গে তর্ক কববাব আমাব সময় নেই। হয় ছেলেটি আমাকে দাও, নইলে তােমাব সামনেই ওকে শেষ ক'রে দিয়ে চ'লে যাই। আমাব যে কথা সেই কাজ।"

বমণী তাহাব সমস্ত শক্তি দিয়া বালককে বুকে আঁটিয়া ধবিল। মাতৃত্বেব প্রবল প্রেবণায় তাহাব দেহ-মনে যেন বিহ্যুৎপ্রবাহ পেলিয়া গেল, বদনমগুলে দৃঢ়তাব বেখা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষুতে আগুন ছুটিল। কিন্তু পর-মুহুর্তেই সবই যেন শিথিল হইয়া গেল। তথন যন্ত্রচালিতের মত সে বুক হইতে বালককে ছিঁড়িয়া লইয়া প্রোঢ়ের পদপ্রাস্থে নিক্ষেপ করিল ও করুণ স্বরে কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। বালকও তথন কাঁদিতেছে।

প্রোচ বালককে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি একে নিলুম। এর জন্মে ভেবো না। যতদিন আমার শক্তি পাকবে, এর কোন অযত্ম হবে না। তোমাকে আমি আমার মেয়ের মত দেখব। তোমার কোন অভাব বা বিপদ হবে না।"

রমণী কাঁদিয়া বলিল, "আমি আর ওকে দেখতে পাব না বাবা গ"

"পাবে, প্রতি বৎসর এই বিজয়া-দশমীর রাজো। এ ছাড়া কোনও দিন একে দেখবার আশা বাচেষ্টা ক'রো না। তোমার টাকাকডিও আমি সব নিয়ে যাব। টাকা থাকলেই নানা উৎপাত। তোমার স্বামীর যে জমি-জায়গা আছে, তাতেই তোমার বেশ চ'লে যাবে। আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দোব।" এই বলিয়া বালকের গাযে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমার ছেলেব নামটি কি ?"

রমণী বলিল, "বিশ্বনাথ।" তারপর কি যেন ভাবিয়া প্রোচকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু ভয়ে তাহা বলিতে পাবিল না। প্রোচ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমাকে কি জিজ্ঞাসা করবে বুঝতে পেরেছি। আমি কে, তা জানতে চাও ? আছে।, তোমাকে বলতে আপত্তি নেই।—আমি কেদার ঘোষ।"

নাম শুনিয়াই রমণা শিহরিয়া উঠিল। সেকালে কেদার ঘোষেব নামে ভাগীরখী-তীর কম্পিত হইত। সে নাম তাহার স্বামীর নিকট সে অনেকবার শুনিয়াছিল। 2

তাহার পর পনেরো বৎসর গত হইয়াছে।

বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যা। গঙ্গার উভয় ক্লে স্থানে স্থানে প্রতিমা-বিসর্জনের বান্ত, নদীবক্ষে বাচ ধেলা, ঘাটে ঘাটে নর-নারীর সমাবেশ তথনও শেষ হয় নাই।

একথানি ছোট নৌকা কালনার ঘাট হইতে ছাড়িয়। গঙ্গার পশ্চিম কুল দিয়া ভাটিতে যাইতেছিল। নৌকায় হুইজন আরোহী ও একজন দাঁডি। আরোহীদের মধ্যে একজন নৌকার মধ্যে ওইয়া, ও আর একজন ছইয়ের বাহিরে বসিয়া। যিনি ভিতরে ছিলেন, ওঁাহার পরিধানে গেরুষা কাপড ও আলখালা, গলায় তুলসীর মালা, গায়ে হরিনামের ছাপ; বযসের অন্থপাতে কিঞ্চিৎ অধিক মাল্রায় পক দাডি; মাথার লম্বা চুল খোঁপা করিয়া বাধা। সঙ্গীটিও সেই জাতীয়় কিন্তুবেশভূষার পারিপাট্য অপেকাক্বত কম,—অর্থাৎ কতকটা নিমন্তবেব বাবাজী। নবন্বীপেব নিকটবর্তী অঞ্চলে এরূপ বাবাজীদের গতিবিধি বিরল নহে: অতএব ভাহারা কাহারও ওৎস্বক্য উল্লেক কবে নাই।

শ্রীপুবেব ঘাটে নৌকা পৌছিতেই বড বাবাজী বলিল, "মাঝি, আব কত দুর ?"

"আর ক্রোশ ত্ই আছে।" বলিয়া মাঝি ঘাটের দিকে নৌকার মোড ফিবাইল।

ঘাটে নৌকা লাগিতেই নাঝি ও ছোট বাবাজী কিছু খাছ্যক্রব্যের সন্ধানে তীরে উঠিল ও নিকটেই একটি মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিয়া তাহাতে ঢুকিল। দোকানদার তথন বাত্রের মত দোকান বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। দোকানের এক কোণে এক স্থল্যাকৃতি স্থাঠিত-দেহ ষুবক এক থালা মৃডকিতে ছ্ধ ঢালিতেছিল। আগন্তক্ষয় দোকানে ঢুকিতেই সে একবাব তাহাদেব ।দকে চাহিল, ও ক্ষীণ প্রদীপেব আলোকে যতদ্ব দেখা যায় তাহাদেব অবয়বাদি দেখিয়া লইয়া আহাবে মদ দিল।

মাঝি মুডি-মুড়কি চাহিতেই দোকানদাব জিজ্ঞাসা কবিল, "কোথা যাবে গো তোমবা ?"

মাঝি বলিল, "মহাদেবপুব।"

শুনিষাই যুবক যেন একটু চমকিয়া উঠিল ও থাইতে থাইতে বক্রনয়নে উভযেবই উপব তীক্ষ্ণাষ্ট নিক্ষেপ কবিল। মাঝিব উভব শুনিষাই বাবাজীব চোথে মুথে বিবক্তিব বেথা ফুটিয়া উঠিল; কিজ ডংক্ষণাৎ সে ভাব গোপন কবিয়া সে দোবানদাবকে বলিল "বাপু, আমাদের দিয়ে দাও, বড তাড়াতাডি।' বলিষাই সে আডনয়নে যুবককে একবাব ভাল কবিয়া দেখিয়া লইল।

আলধালাবারী বারাজীর যে কি তাডাতাডি থাকিতে পাবে, তাহা বেন স্থুলবুদ্ধি দোকানদাবের মাথায় ঢুকিল না; তাই তাহার কথার উপর কোন গুরুত্ব আবোপ না করিষা সে মাঝিকে জ্বিজ্ঞাসা করিল যে, তাহারা মহাদেবপুরে কাহার বাডিতে যাইবে ? তথন বারাজীর থৈর্য সীমা অতিক্রম করিল। অত্যস্ত বিরক্তির সহিত সে বলিল, "চার প্রসার মুড়ি-মুড়কি কিনতে এসে অত পরিচষের দরকার কি বারু ? দাও। আব এই সিকিটার বাকি প্রসা দাও।" এই বলিষা সে একটি সিকি দোকানদাবের সামনে ছুঁডিয়া দিল। আর কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া দোকানদার নিরিষ্ট চিত্তে মুডি মাপিতে আরম্ভ করিল।

যুবক আহাব শেষ কবিয়া ও আব একবাব আগত্ত্বকদিগকে বেশ

কবিয়া দেথিয়া পাশেব দবজা দিয়া বাডিব ভিতৰ চলিয়া গেল। যাইবাৰ সময় দোকাননাবকে ভিতৰে আসিবাৰ ইঙ্গিত কবিয়া গেল।

দোকানদাব সিকিটি হুই-একবাব পবীক্ষা কবিষা দেখিয়া বলিল. "প্ৰসা তো এখানে নেই,—বাডিতে আছে। একটু দাঁডাও, এনে দিজি।" বলিষা বাড়িব ভিতব আসিল। আসিবামাত্ৰ যুবক বলিল, "নিমাইলা, কি বুঝলে বল দেখি গ আ ম এব মধ্যে ঘাটে গিষে দেখে এসেছি, একথানা নৌকো আব তাব মধ্যে আব একজন বানাজী।"

"আমাব তো ভাল মনে হচ্ছে না ভাই।" বলিধা লোকানদাব একেবাবে ধ্বকেব কানেব কাছে মুখ লইষা গিয়া বলিল, "স'বে পড। আজ আব বাডি গিমে কাজ নেই।"

"তা হয় না দাদা, তুমি তো জ্ঞানই।" বলিষা যুবক ঘবেব ভিতব হইতে একটি পুঁটুলি বাহিব কবিষা আনিষা বলিল, "আমি চললুম। ভাবতি, বাবাঞ্জীব নৌকোতেই বাডি যাব।"

"সবনাশ! বল কি ? না জেনে-শুনে সেটা কবা কি ভাল হবে ?'
"কিছু ভয় নেই লাদা। আব যথন একটা পটকাই লাগল, তথন
না দেখে-শুনে বাদি শত্যাটাও তো ঠিক হবে না। আজ তো সকলে
মাতাজীকে নিয়ে গঙ্গায় বাচ খেলছে, আমি না হ্য বাবাজীকে নিয়েই
একট্ বাচ খেলি। যদি দেখি বাবাজী বিৰূপ, তা হ'লে আজ হ্য তাঁব
বিসর্জন, না হয় আমাব।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে যুবক বাটব বাহিব
হইয়া গেল।

সঙ্গাদেব ফিবিতে বিলম্ব ছইতেছে দেখিয়া বড বাবাজী একটু উদ্বিশ্বভাবে ছইমেব বাহিবে আসিয়া একবাব তীবেব দিকে দেখিল, এবং কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তীবে নামিবাব উপক্রম কবিল। কিন্তু কি মেন ভাবিয়া তথনই ছইমেব মধ্যে চুকিয়া শুইষা পড়িল। ঠিক সেই সময় যুবক অতি ধীরে ঘাটে নামিষা যে খোঁটাতে নৌকাটি বাঁধা ছিল তাহাব নিকট আসিল ও খোঁটা হইতে দডিটি খুলিয়া দিষা নৌকাষ উঠিষা বসিল।

তাহাকে নৌকাষ উঠিতে দেখিবাই বাবাজী "কে ? কে ?" বলিষা উঠিষা বিদল। যুবক অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল, "বাবাজী, আপনাব লোকের কাছে শুনলুম যে আপনি মহাদেবপুব যাবেন। আমিও সেই দিকে যাব। আর তো কোন নৌকো দেখতে পাচ্ছি না। দয়া ক'বে যদি আপনাব নৌকোয় একটু জাযগা দেন—"

"না না, এতে জাষগা হবে না বাপু। তুমি আব কোন নৌকো দেখ। নেমে যাও,—নেমে যাও বলছি।" বলিতে বলিতে বাবাজী ছইষেব বাহিবে আসিবাব উপক্রম কবিতেই যুবক বলিল, "তাই তো, নামি কেমন ক'রে ? নৌকো যে চলছে, কাছিটা খুলে গেছে দেখছি।"

বাবাজী অত্যস্ত বিব্রত হইয়া বলিল, "আঁয়া, কাছি খুলল কেমন ক'বে ?"

"কি জানি ? জলেব টানে খুলে গেছে বোধ হয়। আছে।, দেখি, যদি নৌকো ধাবে লাগাতে পাবি।" বলিয়া যুবক দাঁড ধবিয়া বুসিল।

সে অবস্থাষ বাবাজা যে কি কবিবে কিছুই ঠিক কবিতে পাবিল না।

যুবকের তীক্ষ চক্ষ তাহাব উদ্বেগ লক্ষ্য কবিল। যুবকও কিঞ্ছিৎ উর্বেগেব
ভান কবিষা বলিল, "তাই তো, নৌকোটা তো ফেবাতে পাবলুম না!
জলেব টানে যে নদীব ভেতবেই গিয়ে পডছে দেখছি। আপনি দাঁড
ধবতে জানেন বাবাজী প পাবেন তো দেখুন।" বলিষা বাবাজীব মুখেব
দিকে প্নবায় তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিল। যুবকেব দাঁড়েব জোবেই
নৌকা তথন ভাটিব মুখে ছুটিষা গভীর জলে গিয়া পডিয়াছে।

বাবাজী আরও বিত্রত হইষা পডিল। বলিল, "আবে, ভূমি কবছ কি ? নোকো যে নদীব মাঝখানে গিয়ে পড়ল! পাম, মাঝিকে ডাক দি।"

"তা দিতে পাবেন। কিন্তু মাঝি এথানে আসবে কেমন ক'বে ? যা হোক, আপনাব কোন চিন্তা নেই। আমি মহাদেবপুবেব ঘাটে আপনাকে ঠিক পৌছে দোব।"

বাবাজী অত্যস্ত বিবক্তিব সহিত বলিল, "কে বললে তোমাকে আমি মহাদেবপুব যাব ? আমাব সঙ্গা প'ডে বইল, আর আমি তোমাব সঙ্গে চ'লে যাব ? আছে। মুশকিলে ভূমি ফেললে তোহে!" বলিয়া আর একবাব যুবকেব উপব তীক্ষ্ণৃষ্টি নিক্ষেপ কবিষা নিজেব ঝুলিটিব দিকে হাত বাডাইল।

বিগ্রংগতিতে যুবক দাঁড ছাডিয়া ছইযেব মধ্যে চুকিল ও বাবাজী ঝুলিব ভিতব হাত চুকাইবামান তোহাব ঘডেব উপৰ বাঘেব মত কাঁপাইযা পডিয়া তাহাব হাত চাপিয়া ধবিল। অত্কিত আক্রমণে বাবাজী একটু বিপর্যস্ত হইল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া অন্ত হাতে যুবকেব গলা টিপিয়া ধবিল। বাবাজীব শক্তি ও কৌশল দেখিয়াই যুবক বুঝিল, তাহাব অর্থপিক গোঁফ-দাড় ও বৈষ্ণবেব বেশ কতদ্ব প্রক্রত। তথন সে বাবাজীব দাছি কামডাইয়া ধবিয়া এক টান দিতেই তাহা থসিয়া গেল।

ধুবক বলিল, "বাবাজী, এখন তো বুবতে পাবছি, আপনি কে। আপনি আমাকে না জানলেও আমি আপনাকে দূব থেকে ছ্-একবাব দেখেছি। আব আপনিও বোধ হয এখন অমুমান কবেছেন, আমি কে।"

বাবাজী কেবলমাত "ই" বলিয়া জোবে এক বাঁকি দিল ও ঝুলির

ভিতৰ হাত ঢুকাইবাৰ জ্ঞা আৰু একবাৰ প্ৰাণপণে চেষ্টা কবিল, কিন্তু যুৰক্ষকে বিন্দুমান্ত টলাইতে পাবিল না।

কিছুন্দণ হস্তাহস্তিব পব যুবক বুঝিল যে, বাবাজীব শক্তি বড তাচ্ছিলোব বিষয় নহে ও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চলিলে কি হয় তা বলা যায় না। তথন সে অন্ত কৌশলে ও অতি ক্ষিপ্রহস্তে নিজেব কাপডেব ভিতব হইতে একটা ক্ষমাল বাহির কবিয়া তাহাব এক কোণে বাঁধা একটা জিনিস বাবাজীব নাকেব উপর টিপিয়া ধবল। বলিল, "আপনাকে আজ গঙ্গায় বিসর্জন দিছে পাবভূম; কিন্তু এ যাজ্ঞায় ব্রহ্মহত্যা কবতে ইচ্ছা হচ্ছে না। এখন অজ্ঞান ক'বে বেধে চললুম। যদি ফিবে এসে আপনাকে দেখতে পাই, তা হ'লে তথন যা হয় কবা যাবে।"

বাবাজী তথন ক্রমণ অজ্ঞান হইষা পড়িতেছে। তাহাবই কাপড় চোপড় ঝুলি হইতে বাহিল কবিষা বুবক তাহাকে নৌকাব ছইষেব খোঁটাব সঙ্গে শক্ত কবিষা বাঁথিল এবং আব কিছু দূব নৌকা বাহিষা আনিষা মহাদেবপুবেব ঘাটে লাগাইল।

বাবাজীব ঝুলি হইতে পিগুলটি বা ইব কবিষা যুবক নিজেব পু টুলিব মধ্যে লইল, এবং বাবাজীব নাকেব কাছে ও বুকে হাত দিয়া পৰীক্ষা কবিষা নৌকা হইতে নামিষা পড়িল।

তথন দশ্মীব চাদ পশ্চিম গগনে চলিয়া পডিয়াছে। ছোট গ্রাঃ। একেবারে নিস্তর। গাছেব ঘন ছাবায় গ্রামেব পথ প্রায় অন্ধকার। কিন্ধু যুবক অতি পবিচিতেব ন্যায় সেই পথ দিয়া চলিল। এইমাক্স যে একটা কাণ্ড কবিয়া আসিয়াছে সে চিস্তাব লেশ্যাক্স তথন ডাছাব নাই। সে ভাবিতেছিল, এক দবিদ্রা বিধবাব স্নেহম্য মূথ, যাহার চোথেব জলে ভাহাব প্রশাস্ত বক্ষ ক্ষণপ্রে ভাসিয়া যাইবে।

বাস্তাব আব একটা বাঁক ফিবিলেই বাড়ি দেখা যাইবে। তথন যুবক

যেন বাছজ্ঞানশৃষ্ঠা, যেন যন্ত্ৰচালিতের মত আপনার লক্ষ্যের দিকেই চলিয়াছে। প্রতিপদক্ষেপে যে বিপদ ঘটিতে পারে, সে ধারণা তাহার থাকিলেও যেন কোন মোহের আকর্ষণে তাহার চিরাভ্যস্ত সতর্কতা বিলুপ্ত হইল। ঠিক বাঁকের কাছে আসিতেই পথের ঝোপ হইতে ছুই জন লোক একসঙ্গে লাফাইয়া তাহাব পিছনে পড়িল ও আর একজন তাহার সামনে আসিয়া তাহার দিকে পিশুল ধরিয়া দাঁগুছিল।

অতর্কিত আক্রমণে যুবক চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিচ্ছের অবস্থা বৃঝিতে পাবিয়া ঈষৎ হাসিয়া সন্মুখের লোককে বলিল, "ছোট বাবাজী যে, এর্হ মধ্যে এতদূর এসে পড়েছ । বাহাত্বরি আছে।"

বাবাজী দৃঢ়স্বরে বলিল, "সাবধান বিশ্বনাথ, যদি এক পা এগিয়েছ, তা হ'লে তোমাব মাথার খুলি উডিয়ে দোব। পিস্তলটা দাও। তাবপর হাত তোল।"

যুবক তথনও ধীর স্থিব সহাস্থবদন। পিগুলটা দিয়া বলিল, "আজ তোমারই জিত বাবাজী। একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, নইলে আমরা নামুষের গন্ধ পাই তা তো জান। তা ছাড়া, আজ আমি অতি সাধুপুরুষ, —কাউকে মারব না, নিজেও মবব না। এখন কি করতে হবে বল গ"

"তোমাকে ধরলুম, হাতকড়া দোব, বাধা দিও না। বাবাজী কোথায় আছে বল গ"

"আজ বিজ্ঞা-দশমীব বাতটায় থাক্ না হাতকডাটা। ও তো আছেই। আমি একটা কথা বলি শোন, আমাকে ধরেছ—আমি সেটা স্বীকার ক'রে নিলুম। ঘণ্টাধানেকের ছুটি দাও। বাড়ি থেকে ফিরে আসি। তারপর হাতকডা-টাতকড়া যে সব তোমাদের দস্তর আছে ক'রো।" "পাগল হয়েছ নাকি ? তোমাকে ছেড়ে দোব ? তা হ'লে আব তোমাকে পাব ?"

"সাহস হয় না ? আছ্ছা, চল তোমাব বড বাবাজীব কাচে। দেখি, জাঁর সাহস আছে কি না! তিনি ঘাটে নৌকোতে খুমুচছেন।"

সকলে ঘাটে আসিষা দেখিল, বড় বাবাজী নৌকাব মধ্যে আলুথালুভাবে পডিয়া আছেন। দেখিয়াই ছোট বাবাজা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। চীৎকার কবিয়া বলিল, "বিশ্বনাথ, ভূমি বাবাজাকে খুন কবেছ। তবে যে বললে খুমুছেন ?"

"খুমুচ্ছেনই তো, দেখ না একটু নেডে-চেডে।"

নাডাচাডা অনেক কবা হইল, কিন্তু বাবাজীব খুম ভাঙিল না। দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অসাড।

তথন বিশ্বনাথ বলিল, "আচ্ছা, তোমবা একবাব নৌকো থেকে নেমে যাও। আমি একবাব চেষ্টা ক'বে দেখি। একটু সময় লাগবে, তাব জয়ে ব্যস্ত হ'য়ো না।

ছোট বাবাজী বুঝিল যে, বিশ্বনাথই এই মূছ্য ঘটাইযাছে ও তাহাব সাহায্য ভিন্ন মূছ্যভিঙ্গেব আব উপায নাই। সে সঙ্গীদিগকে লইয়া নৌকা হইতে নামিতেই বিশ্বনাথ নিজেব কাপডেব ভিতব হইতে একটি ছোট পুঁটুলি বাহিব কবিয়া তাহা বাবাজীব নাকেব উপব টিপিয়া ধবিল। প্রশন্ধ তিন-চার মিনিট পবে বাবাজী চোথ খুলিল ও আবও তিন-চাব মিনিটেব মধ্যে একটু প্রেক্কৃতিস্থ হইয়া বিশ্বনাথকে সন্মুথে দেখিয়া বলিল, "বিশ্বনাথ, আজ তোমাবই জিত, এখন কি কববে বল ?"*

পাবনা জেলার তদানী তন দফ্য-দদার 'নোহর থা'ব দল মামুবকে গ্রজান করিবার
 পুনরায় তাহার জানসঞ্চারের জন্ম ঐকাপ ক্ষেক প্রকার দ্রবা ব্যবহার করিত।

পুঁ টুলিটি ও নিজের কাছে আর যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই গঙ্গার জলে ছুঁ ডিয়া ফেলিয়া দিয়া বিশ্বনাথ বলিল, "আপনি ভূল করছেন শ্রীরামবার, আজ আপনাদেবই জিত, আমি আপনাদের বন্দী।"

"সে কি ? তা কেমন ক'বে হ'ল ? তুমি কি নিজে ধরা দিতে চাও ?"

"না, সে মতলব বড় ছিল না। কিন্তু আজু আমি ছোট বাবাজীর সাহস ও তৎপবতার কাছে নিজেকে ধরা দিষেছি। বাঙালীর ছেলের শক্তি আর উপস্থিতবৃদ্ধি দেখে বড় আনন্দ হ'ল, তাই বিনা বাধায় ধরা দিলুম। বাধা দিলে কি হ'ত বলা যায় না। যাক, আমার একটা প্রার্থনা আছে, শুনবেন কি ৪"

"তোমার প্রার্থনা কি, তা আমি জানি। আজ তুমি তোমাব মার সঙ্গে দেখা করতে চাও।"

"হাা, মামি ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই এথানে ফিবে আসব।" "তোমাকে বিশ্বাস কি ?"

বিশ্বনাথ একটু হাসিল। সে হাসির অর্থ এই যে, আধ ঘণ্টা আগে আমি যদি তোমাকে গঙ্গার জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতাম তাহা হুইলে তোমাব বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোণায় থাকিত? কিন্তু সে রকম কথা কিছু সে বলিল না। কেবল স্থিরনমনে শ্রীবামবাবুর পানে আর একবার চাহিয়া বলিল "আজ যদি আমাকে মার সঙ্গে দেখা করতে না দেন, তা হ'লে আমাকে জীবিত নিয়ে যেতে পারবেন না। এখন দেওয়া নাদদেওয়া আপনার হাতে। তবে এটা আপনাকে বলতে পারি যে, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমার সঙ্গে জানাশোনা না থাকলেও আমার কথা তো কিছু কিছু শুনেছেন।"

শ্রীরামবাবু আব একবার বিশ্বনাথের মুথের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিলেন। সেই ক্ষীণ আলোকেও তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, তাহার তেক্ষোদীপ্ত বদন যেন দৃঢ়তায় আরও উচ্ছল, সে চক্ষতে যেন অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি থেতে পাব, কিছু আমাদের আইনকাত্মন জান তা ় একেবারে তোমাকে ছেডে দিলে আমি আইনের চক্ষে অপরাধী হব, তাই যোগেন তোমাব সঙ্গে যাবে। তবে আমি তাকে ব'লে দিচ্ছি যে, সে যেন তোমার বাডির ভেতর না বায়। কেমন ৷ তাহ'লেই হবে তো !"

তথন দশমীব চাঁদ অস্ত যাইতেছে। বিশ্বনাথ ও যোগেন অন্ধকারে অদপ্ত হইল।

•

গঙ্গাতীববতী ডুমুবদহের জঙ্গলে কেদার ঘোষেব দলের প্রধানবা এক ব্রিত হইরাছে। কোন বিশেষ প্রবাদশি কিংবা দলেব কোন প্রধানের বিচারের জন্ত দলপতি এই দেপ বৈঠক আহ্বান করিত। প্রত্যেক প্রধান আপনার অধীনস্থ দস্থাদের শিক্ষা, পরিচালনা ও শাসনের জন্ত দারী থাকিত। কিন্তু কোন প্রধান নিজে কোন অপরাধ কবিলে দলপতি অন্ত প্রধানদের সহযোগে তাহার বিচার করিত। আজ দিতীয় নায়ক সিকলারের বিচাব।

পূর্ণিমার রাজি। কিন্তু চাঁদ ঘন মেঘে ঢাকা। জঙ্গলের মধ্যে এক জারগায় অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। সেই অন্ধকারে নিবাক, নিশ্চল প্রধানের দল সর্দারের চারিদিকে পাথরের মূর্তির ভায় উপবিষ্ট। কেদার এখন প্রোচ্ছের শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে; কিন্তু তাহার ঝজু দীর্ঘ দেহ এখনও স্বার ভায় বলিষ্ঠ, চক্ষ্তে এখনও অসাধারণ দীপ্তি, মুখে অপক্রপ গান্তীর্ঘ।

ইঙ্গিত পাইবামা**ন্ত ছেই** জন দস্মা সিকদাবকে উপস্থিত করিল। তাহাব হাত ও চোধ বাঁধা। চোধ বাঁধিবাব উদ্দেশ্য এই যে, অপরাধী জানিতে পাবিবে না যে কোন কোন প্রধান তাহাব বিচাব করিতেছে।

সিকদাবকে দেথিবামান্ত কেদারের চক্ষু মুহূর্তের জন্ম ধকধক কবিষা জ্বালিষা উঠিল, কপালের শিবা স্ফীত হইল, হাতের মুষ্টি স্থাপনা হইতেই বন্ধ হইষা আসিল। জলদগন্তীর স্ববে বলিল, "সিকদাব। বিজয়া-দশনীব বাব্রে বিশুকে বক্ষা করবার ভাব ছিল তোমার ওপর। কিন্তু সে আজ কালনার জেলে। তোমার কিছু বলবার আছে ?"

সিকদাব নিকত্তব। সে জানিত, বাজে কথায় কেদাব ঘোষ ভূলিবাব পাত্র নয়, ববং তাহাতে আবও অনিষ্ট হইবে।

কেদাব আবাব চীৎকাব কবিষা বলিল, "বল্, তুই তথন কোপায় ছিলি, যথন বিষ্ণ 'ইযে'ব দোকানে চুকেছিল ?"

"আমি একটু তফাতে ছিলুম।"

"একটু ভফাতে ছিলি, না, গোমেন্দাকে থবৰ দেবাৰ জন্তে কালনা গিষেছিলি গ"

সিকদাব কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু প্রক্ষণেই নিজেকে সংযত কবিষা বলিল, "না, আমি থবৰ দিই নি।"

"হাা, দিস নি সেটা ঠিক। শোষেনা তাব আগেই বেবিষে পডেছিল। যদি দিতিস, তা হ'লে আজ আব তোব এমন ক'বে বিচাব হ'ত না। এতক্ষণ তোব লাশ গঙ্গায ভেসে হুগলী চ'লে যেত। বেইমান, নেমকহাবাম। আমাব বুকেব বড পাজবাথানা থ'সে গেছে, তা বুঝতে পাবছিস ?"

তাবপৰ প্ৰধানদেব দিকে চাহিষা বলিল, "দোষী, কি, নিৰ্দোষী ? হাত তোল।" সকলেই হাত তুলিয়া জানাইল যে, আসামী লোষী।

"আমরা তোকে দোষী সাব্যস্ত করনুম। তোর উপযুক্ত দণ্ড কি জানিস ?" বলিয়াই কেদার নিজের দীর্ঘ হাত বাড়াইয়া দিল, "এই হাতের একটি চড় তোর গালে,—হুটোর দরকার হবে ন।"

সিকদার শিহরিয়া উঠিল ও করুণাভিক্ষার উদ্দেশ্যে আপনার বদ্ধ হস্ত কপালে ঠেকাইল। তথন কেদারের অগ্নিবর্ষী নয়ন যেন কিঞ্ছিৎ শাস্ত হইয়া আসিয়াছে, বলিল, "হাাঁ, এই তোর প্রথম গুরুতর অপরাধ, তাই তোকে মাপ করতে পারি; কিন্তু এক শর্তে—যদি বিশ্তকে তিন দিনের মধ্যে আমার সামনে হাজির করতে পারিস। কেমন, পারবি ?"

"হ্যা, পারব।"

8

কালনা জেলে শ্রীরামবাবু বিশ্বনাথের সৃহিত দেখা করিলেন। বলিলেন, "বিশ্বনাথ, তোমাব সঙ্গে আমার তো একরকম সন্ধি হয়ে গেছে। আমি যেমন তোমাকে বিশ্বাস করেছিলুম, তুমিও তেমনি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।"

বিশ্বনাথ ঈষৎ হাঁসিল। সে হাসির অর্থ বুঝিতে প্রবীণ ডিটেকটিভের বিলম্ব হইল না। বলিলেন, "না, সেটা ভেবো না। অনেক চোর-ডাকাতেব সঙ্গে অনেক ভাবে কথা বলেছি;।কস্ক ভোমাকে যা বলব তার মধ্যে সন্দেহ করবার কিছু থাকবে না। ভোমাব মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাতে আমি তোমার প্রতি আরুষ্ট হয়েছি। মনে ক'রো না, ভূমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ ব'লে আমি এসব কথা বলছি। মোটেই না। তোমাকে আমার সত্যি সত্যিই ভাল লেগেছে, মনে হয় এখনও এ পথ ছাড়লে তুমি মান্নুষ হতে পার। ডাকাতি তো এই বয়সে অনেক করেছ, আর কেন ?"

বিশ্বনাথ আবার হাসিল, এবার কিন্তু সন্দেহের হাসি নয়, মধুর—প্রাণঝোলা হাসি। বলিল, "ইম্পাপেক্টরবাবু, আপনাব সঙ্গে যথন আমার সন্ধি হয়েছে, তথন ত্ব-একটা কথা বললে রাগ করবেন না তো?"

"না, রাগ করব না। তুমি বল।"

"আমি বলি, আপনিও এ পথ ছেডে দিন। ডাকাত তো অনেক ধরেছেন, আর কেন ?"

শ্রীরামবার চমকিয়া উঠিলেন। জাঁহার উপদেশের এরপ উত্তর তিনি আশা করেন নাই। বলিলেন, "আমরা এ পথ ছেডে দিলে যে তোমাদেব পথ পবিষ্ণার হয়ে যাবে।"

"আপনাবা ছেডে না দিযেই আর কতটা আগলাচ্ছেন? একটা বিশ্বনাথ, কি তিনটে রখুনাথকে জেলে পাঠালেন। কিন্তু তাতে কি ডাকাতি বন্ধ কবতে পারবেন? তথনই দেখবেন, তাদেব জায়গায় দশটা বিশ্বনাথ আব বিশটা রঘুনাথ দাঁডিযেছে। শুধু শুধু কেন পণ্ডশ্রম করছেন?"

"তাব আব উপায় কি বল ?"

"উপায় আছে বইকি। রোগেব গোড়া থু জে সেথানে ওষুধ দিন। আপনারা তো ডাকাতদের কোন কালে বিশ্বাস করলেন না,— তাদের চিরকাল তাডিয়েই নিয়ে বেডালেন। তাদের একটু শ্বনজরে দেখতে শিথুন, তাদেরই সঙ্গে পরামর্শ করুন,—অনেক উপায় বেরিয়ে যাবে।"

প্রীরামবার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা হবে। তোমার সঙ্গে সে

বিষয়ে পরে পরামর্শ করব। এখন যা বলি শোন। তুমি বামুনের ছেলে হয়ে এ রকম ক'রে ডাকাতি কর কেন ?"

"আপনি বামুনের ছেলে হয়ে ডাকাত ধরেন কেন? এ তো আপনার পেশা হওয়া উচিত নয়। বামুনের ছেলে,—গঙ্গান্ধান করবেন, চণ্ডীপাঠ, পূজো-আচ্চা—"

"হাঁা, তা বটে। কিন্তু তোমার মত তো চুরি-ভাকাতি করি না।"
ঈষৎ ঝঙ্কার দিয়া বিশ্বনাথ বলিল, "চুরি কথনও করি নি
ইন্সপেক্টরবাবু। ও বদনাম দেবেন না। তবে, হাাঁ, ডাকাতি করি,
শরীরে শক্তি আছে, সেটাকে কাজে লাগাই।"

"বেশ কাজ তো, লোকের লুটে-পুটে নেওয়া।"

"তাতে আর এমন কি দোষ হ'ল ? জানেন তো আমবাঁ যারতার ঘরে চুকি না। ভগবান যাকে দরকারের চেয়ে বেশি দিয়েছেন,
আমরা তার কাছ থেকে আর তার চোথের সামনে থেকে সেই
বেশিটার কিছু নিয়ে পাঁণটা গরিব প্রতিপালন করি। ব্যারাম হ'লে
লোকে পয়সা থরচ করে না ? ভূমিকম্প হ'লে, ঘরে আগুন লাগলে
লোকের ক্ষতি হয় না ? ধ'রে নেন ডাকাতিও সেই বকম একটা দৈব
ছর্ঘটনা,—কথনও কথনও কারুর ঘাডে পডে। একটা লোকের বাডিতে
কবার ডাকাতি হয় ? কিছু আর পাচ রকম হ্র্ঘটনা প্রত্যেক বাডিতে
তো লেগেই আছে। কেন শুধু শুধু আপনাবা এত মাথা ঘামিয়ে
মবেন প"

এ বৃজ্ঞির ভিতর যে কতথানি ভূল আছে তাহা শ্রীরামবারু (বিশ্বনাথকে বুঝাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহার এ সময় নয়। ইহার ভিতর দিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার মূথে কিঞ্চিৎ বিবক্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, ''রাগ করবেন না বাবু। আমি তো আগেই বলেছি। আচ্ছা, আমি ডাকাতি কেন কবি শুনবেন ? দেশেব লোককে শিক্ষা দেবাব জন্মে।"

এবাব শ্রীবামবাবু হাসিলেন, বলিলেন, "শিক্ষা! ডাকাতি ক'বে কি শিক্ষাদাও হে বিশ্বনাথ ?"

"হাসিব কথা নয বাবু। আচ্ছা, বলুন দেখি এ বকম ডাকাতি সাহেবদেব দেশে হয কি না গ"

"না, তা হয না।"

"কেন হয় নাপ তাব কাবণ তাবা বিপদেব সময় প্ৰস্পাবকে সাহায্য কৰে। তাদেব শক্তি আছে, একতা আছে, তাবা অস্ত্ৰশস্ত্ৰ বাথে। কাজেই জোন ক'বে একটা লোকেব বাভিতে চুকে লুটপাট কবা অসম্ভব। কিন্তু আমাদেব দেশেব লোক পাশেব বাভিতে ডাকাতি হ'লে নিজেব বাভিব দবজায় খিল দেয়। বন্দুক থাকলে তথন তাব টোটা খুঁজে পায় না—"

"ঠিক বলেছ বিশ্বনাথ।"

"ভাই আমাব মত ডাকাত ত্-দশটা থাক: দবকাব, যদি ডাকাতিব ঘা থেষেও লোকগুলোব একটু চৈতন্ত হয়। আপনাবাও এক কাজ কববেন। ডাকাতদের সাজা হ'লে তাদেব তথনি জেলে না পুবে তাদেব নিযে গিযে গাঁযে গাঁয়ে দেখিয়ে আসবেন। লোকে বুঝুক যে, ডাকাত একটা বাঘ-ভালুকেব মত ভষঙ্কব জানোষাব নম। তাদেবই মত পিলে-বোগা হাড-ডিগডিগে মাছম,—মুখে তেল কালি মাখলেই যাত্রাব দলেব ভীম। আমাব মত ষণ্ডামার্কা আর কটা ডাকাত আছে গ"

শ্রীবামবাবু বুঝিলেন যে, বিশ্বনাপেব যুক্তি অকাট্য। কিন্তু তাহাব সহিত এসব আলোচনা কবিতে তিনি আজ আসেন নাই। বলিলেন, "আছে। বিশ্বনাথ, ভূমি যে সব কথা বললে তা ভেবে দেখব; কিন্তু আমাব কথাটা চাপা প'ডে যাছে যে। সম্প্রতি আমি বলি কি, ভূমি য' যা কবেছ সমস্ত আমাব কাছে অকপটে স্বীকাব কব। তোমাব ভাল হবে।"

"কিন্তু যদি স্বীকাব না করি, তা হ'লে মন্দটা কি হবে শুনি ?"

"সাজা হবে,—জেল, দ্বীপাস্তব।"

"প্ৰমণ্ণ না হ'লেও সাজা হবে ?"

"প্রমাণ হবে না ভূমি কেমন ক'বে জানলে ?"

"কতকটা জানি বইকি। আমি তো সাক্ষী ডেকে নিয়ে গিয়ে ডাকাতি কবি নি, আব ডাকাতিব সময় মুখোশটা থুলে পাঁচজনকে মুখটা দেখিষেও বাধি নি। ডাকাতি মকদ্দমায় মাল না পাওয়া গেলে কি সাজা হয় প যাক, সে পবে দেখা যাবে। সম্প্ৰতি আমায় কি কবতে বলেন প"

"কোথাষ কি কাজ কবেছ আমাব কাছে কিছু বল।"

বিশ্বনাথেব হাশ্তমধুব মুথ নিমেষে কঠোব হইষা উঠিল। বলিল, *ইলপেক্টববাব, আমাদেব সন্ধিব সীমানা আজ এই পর্যস্ত। যদি কিছু বলতে হয়, তা হ'লে আমাব যথন ইচ্ছে হবে আমি বলব। সে পর্যস্ত আপনাকে সৰুব কৰতে হবে।"

অভিজ্ঞ ডিটেকটিভ বুঝিলেন যে, এখন আব কথা বাডাইষা কোন ফল হইবে না। বলিলেন, "আছো, তা না হয কবলুম। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কবি,—কথাটা বিশেষ গুৰুতব নয়। নোকোতে যে জিনিসটা আমাব নাকে গুঁজে দিযেছিলে, সেটা কি ?"

"সেটাও এখন বলব না।"

[&]quot;কথন বলবে ?"

বিশ্বনাথ আবার হাসিল। বলিল, "যথন আমার ছেলের অরপ্রাশনে আপনাকে নেমন্তর করব।" তাবপর পুনরায় গন্তীর হইয়া বলিল, "আমার ভালর জন্তে সম্প্রতি আপনার হৃশ্চিস্তার দরকার নেই। তবে আপনার ভালর জন্তে একটা কথা আমি আপনাকে বলছি। যদি আর সাত দিন আমি জেলে থাকি, তা 'লৈ তার মধ্যেই আপনার জীবন বিপর হবে। সিকদারই আপনাকে খুন করবে। সাবধানে থাকবেন।"

Û

প্রদিন নিমাই জেল্থানায় বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা করিল।

জেলেব ওযার্ডার কাছে দাঁডাইয়া এবং কেরানীও পাশের ঘবে, কাজেই বিশেষ কিছু কথাবার্তার উপায় নাই। ছই-চারিটা এ-কথা সে-কথার পর নিমাই বলিল, "বিশু, তোকে থালাস ক'রে নিয়ে যেতে না পারলে তোর সিকদাবদাদা বাচবে না।" এ কথার অর্থ বিশ্বনাথ বুঝিল। ওযার্ডারও এক রকম বুঝিল; বলিল, "উস্কা দাদাকা বেমার হুয়া, না, কেয়া ?"

निमारे विलल, "हँ, वहर दिमात,—तीट कि ना-तीट ।"

বিশ্বনাথের স্থন্দর বলিষ্ঠ গঠন দেখিয়া ওয়ার্ডার আগেই তাহার উপর একটু সদয় হইয়াছিল, এখন তাহার দাদার এইরূপ অস্থ্ শুনিয়া তাহার মনটা আরও নরম হইল। বলিল, "হাঁ হাঁ, আচ্ছা দেখকে উকিল দেও, থালাস হো যায়গা।"

নিমাই এই উপদেশের সমর্থন করিয়া ও তাহার জন্ম রুতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, "দিপাহী-সাহেব, ওর দাদার জন্মে মহাদেওকা পূজা হয়েছিল, সে এই ফুলটি পাঠিয়ে দিয়েছে। তার বিশ্বাস, এই ফুল মাপায় ঠেকালে ও ধালাস হয়ে যাবে।"

ওয়ার্ছার দেখিল, নিমাইয়ের হাতে একটি শুকনা পাঁদা ফুল। ভাবিল, সেটা আসামীর মাধায় ঠেকাইতে কি আপত্তি হইতে পারে ? বলিল, "আছো, চঢ়ায় দেও।"

তথন নিমাই গরাদের ভিতব দিয়া হাত গলাইয়া ফুলটি ও তাহার নীচে গুপুভাবে রাথা একটি কাগজের পুরিয়া বিশ্বনাথের মাথায় ঠেকাইয়া, ওযার্ডারের অলক্ষ্যে পুরিয়াটি তাহার লক্ষ্য চুলের মধ্যে ওঁজিয়া দিল। তাহার পর উকিল দেওয়া সম্বন্ধে ওয়ার্ডারের সহিত আরও ছই-চারিটা কথাবার্তা কহিয়া বিদায় হইল। ওয়ার্ডার বিশ্বনাথকে আনিয়া পুনরায় তাহার কামরায় বন্ধ করিল।

ওয়ার্ভার চলিয়া যাইবামাত্র বিশ্বনাপ মাপা হইতে পুরিষাটি বাহির করিল ও তাহা খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে ছুইটি ছোট ছোট পুরিয়া আছে।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় যথন কয়েদীদের গুন্তি হয় তথন ওয়ার্ডার দেখিল, বিশ্বনাথ কম্বল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, কোন অস্থুখ হইয়াছে কি না, কিন্তু উত্তর পাইল না। সে ঢাবি খুলিয়া ঘরে ছুকিয়া বিশ্বনাথের গায়ের কম্বল উঠাইয়া তাহাকে ডাকিল, হাত ধরিয়া নাড়া দিল; কিন্তু কোন উত্তর নাই। তথন সে গিয়া হেড-ওয়ার্ডারকে সংবাদ দিল।

সাব-জেলের স্থানীয় কর্তা ডাক্তারবাবু আসিলেন। বিশ্বনাথকে বিশেষরপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে সে মৃষ্ঠিত, জ্ঞানের কোন লক্ষণ নাই, তবে দেহে প্রাণ আছে। তৎক্ষণাৎ ঔষধ দেওয়া হইল, হাতে পায়ে গরম জলের উত্তাপ দেওরা হইল, আরও অনেক প্রকার প্রক্রিয়া প্রয়োগ কবা হইল; কিছু কিছু তেই কিছু হইল না।

মহকুমাব হাকিমবাবু আসিষা ও রোগীর অবস্থা দেখিয়া-শুনিষা ডাক্তোরবাবুকে বলিলেন, "জেলখানায় আর মরে কেন ? হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, পাহাবাব বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।"

ভাক্তারবারু বলিলেন, "সেই ভাল। বোধ হয বাত্রের মধ্যেই মারা যাবে।"

নিকটবর্তী এক হোটেলে নিমাই ছিল। আত্মীয় হিসাবে তাহাকেও ধবর দেওয়া হইল।

নধ্যবাব্রে ডাক্তারবাবু হাসপাতালে আসিয়া আর একবাব বিশ্বনাথকে দেখিলেন। বুঝিলেন, তাহার অবস্থা ক্রমশ থারাপ হইয়া আসিতেছে। কম্পাউণ্ডারবাবুকে ও পাহাবায় নিযুক্ত সিপাহীদ্মকে তাহা জানাইয়া তিনি এক ঘণ্টা পরে আবাব আসিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। কম্পাউণ্ডাব নিজের বাডিতে গেল, ও সিপাহীরা মুম্বু আসামীব উপর সেরপ কড়া নজরেব বিশেষ আবশুকতা নাই বিবেচনা করিয়া ঘরেব সংলগ্ন বারান্দায় বেঞ্জের উপর বসিয়া কিঞ্চিৎ তক্তালস ইইল।

অল্লক্ষণ মধ্যেই আপাদমশুক বস্ত্রাবৃত একটি মহুযামূর্তি পাশের ঘর হইতে বিশ্বনাথের ঘবে ঢুকিয়া তাহার নাকের উপর একটি ছোট কাপড়ের পুঁটলি টিপিয়া ধরিল।

যথাসময়ে ভাক্তারবাবু আসিলেন। সিপাহীরা তথনও বেঞেব উপর অধ-নিদ্রিত। ভাক্তারবাবু ঘরে চুকিয়াই দেখিলেন, বিশ্বনাথের বিছানা শৃত্ত!

বিশ্বনাথ তথন গশাবক্ষে নৌকার ভিতর নিমাইদাদার কোলে মাথা রাখিয়া তাহার দোকানের মুড়ি-মুডকি থাইবার পরামর্শে নিযুক্ত। সিকদার নৌকার দাঁড় বাহিতেছে।

Ŀ

তারপর ছয় মাস গত হইয়াছে।

পুলিস বিশ্বনাথকে ধরিবার জন্ম চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিল, পুরস্কার ঘোষণা করিল, প্রামে গামে কত বাড়ি ধানাতল্পানি করিল; কিছু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। শ্রীরামবাবু সিকদারের আশায় রহিলেন। তিনি জানিতেন, সিকদার বিশ্বনাথকে সরাইতে পাইলে আর কিছুই চায় না। কারণ এতকাল কেদার ঘোষের দক্ষিণ-হস্তস্করপ থাকিয়া এখন এই বয়সে একটা বুবকের নেতৃত্বে কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়ছিল। কিন্তু সিকদার আর শ্রীরামবাবুর আয়ত্তের মধ্যে আসিতে সাহস করিল না। সে জানিত যে, কেদার ঘোষের চর সর্বত্র, এবং তাহার উপর আবার কোনরূপ সন্দেহ হইলে তাহার আর নিস্তার নাই।

এদিকে ডাকাত্রির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। শ্রীবামবারু বুঝিলেন থে, বিশ্বনাথ এবার মরিয়া হইয়াছে।

পাণ্ডুয়ার শশধর চাটুজ্জের বাড়িতে ডাকাত পড়িল। শশধর যে ঘরে ছিল, দস্থারা তাহার একপানা দরজা টেকি দিয়া ভাঙিয়া ফেলিল। কিন্তু একজন দস্থা যেমন ঘরে চুকিতে যাইবে, ঘরের ভিতর দেওয়ালেব আড়াল হইতে একপ'না খাঁড়া বাহিরের মশালের আলোতে চকচক করিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ উঠান হইতে ডাক ছাডিল, "জোয়ান, হুঁ শিয়ার!" কিন্তু হঁশিয়াব হইতে না হইতেই সেই খাঁড়াব ঘায়ে দক্ষ্য ধরাশাযী হইল।

বিশ্বনাথ এক লাফে বারান্দাষ উঠিয়া দবজাব সামনে আসিয়া হুকার ছাডিল, "থববদার, খাঁড়া নামাও। নইলে আমি বর্শা ছাডলুম।" বলিয়া হস্তাস্থিত বর্শার অগ্রভাগ দবজাব মধ্যে চুকাইয়া দিল।

কিন্ত খাঁড়া নামিল না। বিশ্বনাথ বলিল, "ওঃ! একথানা দরজাব আডাল পেয়ে স্থবিধা পেযে গেছ, নয় ? আচ্ছা!" বলিয়া লাখি মাবিয়া দবজা ভাঙিষা ফেলিল।

"এইবাব নিজেকে বাঁচাও।" বলিষা বিশ্বনাথ বর্শা উঠাইয়া আক্রমণকাবীব দিকে লক্ষ্য কবিতেই যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইষা গেল। এক তেজম্বিনী স্থলবী তরুণী মূর্তি, মাথাব চুল ধোলা, লালপেডে শাডিব আঁচল কোমবে জড়ানো,—বিশ্বনাথের উন্নত বর্শাব সম্বথে অবিচলি তভাবে থাঁডা হাতে শাড়াইযা। দেখিয়াই বিশ্বনাথেব চক্ষ্ ও তাহাব হাতেব বর্শা একসঙ্গে যেন আপনা হইতেই নত হইল।

বিশ্বনাথেব হুদ্ধাৰ শুনিষা কেদাৰ ঘোষ দৰজাৰ সামনে আসিঘা দাঁডাইয়াছে। তৰুণীৰ দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, তোমাৰ মত মেষে যাব বাড়িতে আছে, তাৰ কোনও ভয় নেই। খাঁডা নামাও।"

খাঁডা নামাইষা তর্মণী বলিল, "আমাব বাবাব অস্থ। ঘবেব মধ্যে কেউ ঢুকো না। তোমাদেব কি চাই বল।"

তক্ষণীব মাথাব দিকে চাহিষা নিমেষে কেদাবেব মস্তিক্ষে একটা ভাব থেলিষা গেল। বলিল, "আমি কি চাই তোমাব বাবাকে বলব। আমাকে ঘবে ঢুকতে দাও; আমি শুধুছাতে যাজিছ।" বলিষা নিৰ্জীক বৃদ্ধ লাটিটি বাহিবে রাথিষা ঘবেক ভিতব ঢুকিল। তাহাকে সেই অবস্থায় ঘরে চুকিতে দেখিয়া বিশ্বনাথ কিঞ্জিৎ উদ্বেগের সঙ্কেত জানাইতেই কেদার বলিল, "তুই ভেতরে আসবি ? আচ্ছা, আয়। একটা মশাল নিয়ে আর একজনকে আসতে বল।"

রোণের প্রকোপ সত্ত্বেও শশধর সাময়িক উত্তেজনায় বিছানা ছইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেই কেদার তাহার নিকটে গিয়া বলিল, "চাটুজ্জেমশাই, আপনি আর উঠবেন না। আপনার কোনও ভয় নেই।"

শশধর উঠিয়া বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া বলিল, "আমাদের রক্ষা কর বাবা। তোমরা যা চাও দিছিছ।"

কেদার আর একবার তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিল, "যা চাই দেবেন ?"

"ই। বাবা।"

"দেখবেন, আমার সঙ্গে কথার নড়চড় করবেন না।"

"না, তা করব না।"

"আমি আপনার এই মেয়েটিকে চাই।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মাপায় যেন বজ্ঞাঘাত হইল। চীৎকার করিয়। বলিয়া উঠিল, "কি বললে ভূমি ? মেয়েকে দোব কি ? ভূমি কি মাছ্ম্ম ? এ কথা বলতে তোমার মূখে বাধল না ?"

"না, আমি আর কিছু নোব না। আপনি শুধু মুখে বললেই হবে যে, মেরেটি তোমাকে দিয়ে দিলুম। তা হ'লেই আমরা থুশি হয়ে চ'লে যাব।"

অপমান, ক্রোধ, তয় ও নিরাশা শশধরের মনে যেন এক আবর্তের স্থাষ্টি করিয়া তাহার মুখে কোন উত্তর উঠিতে দিল না। সে শুধু কাঁপিতে লাগিল। তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া তক্ষণী কেদারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "সাবধান ডাকাত! যদি ও-কথা আবার মূথে আনবে তো—" বলিয়া খাঁড়া তুলিল। বিশ্বনাথও তথন বশা উঠাইয়া তরুণীর দিকে ধরিল।

অবস্থা দেখিয়। শশধর চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঈশানী, তুই থাম্ মা, তুই থাম্। আমি ওদেব সঙ্গে কথা বলছি।" তারপর কেদারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার মেয়েকে রক্ষা কর বাবা। আর যা চাও সব দিচিছ।"

কেদার বলিল, "আচ্ছা, যদি ওকে না দেন, তা হ'লে ওর মাথাটি দিন,—সামনেই কেটে নিয়ে যাব। ও আমাদেব একজনকে ঘারেল করেছে, তাই আমাদের দলেব প্রথামত ওব মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে মা-কালীর পাবে দিতে হবে। কেমন, বাজী আছেন ?"

শশধর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "ভগবান আমার সবই নিয়েছেন। ছিল ওই একটা মেয়ে,—তাকে ডাকাতের হাতে দিতে হবে ?"

"না, তা হবে না।" বলিয়াই তরুণী হাতে খাঁড়া উঠাইল। কেদার তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া গিয়া খাঁড়ার পশ্চাস্তাগ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "চিঃ মা! আত্মহত্যা করতে আছে গু"

শশধর গজিয়া উঠিল, "তোমাদের হাতে অপমানের চেয়ে সেভাল।"

ধীর প্রশান্ত ভাবে কেদার শশধরের আরও কাছে আসিয়া বলিল, "চাটুজ্জেমশাই, আপনার এ মেয়েকে অপমান করব এমন পাষও আমি নই। আমি ডাকাত হ'লেও মান্ত্রয়। শক্তির মর্যাদা বুঝি। আমি কোনও অসহদেশ্যে আপনার মেয়েকে চাই নি।"

অভিভূতের মত শশধর চীৎকার করিয়া উঠিল, "তবে কি উদ্দেশ্যে ?"

"আমাদের দলের রাণী করব ব'লে।"

বিশ্বনাপ চমকিয়া উঠিল। তাহার হাতের বর্শা তাহাব কঠিন মৃষ্টি হইতে প্রায়-শ্বলিত হইল। বৃদ্ধ কেদার ঘোষ মনে মনে হাসিল।

শশধর বলিল, "সে তো একই কথা হ'ল, অপমান নয় তো কি ?"

"না, অপমান নয়। আমাদের রাজাকে দেখলে আপনি আব সে কথা বলবেন না।" বলিয়াই কেদাব বিশ্বনাথেব মুখোশ ও ফতু্যা খুলিয়া জইল।

বিশ্বনাথের স্থান্য বলিষ্ঠ দেহের দিকে চাহিয়া শশধব আর চক্ষ্ ফিরাইতে পারিল না। বক্ষে লম্বিত শুল যজোপবীতেব দিকে লক্ষ্য করিতেই কেদার বলিল, "আপনাব বাডিতে ডাকাতি কবতে এসেছি; কিন্তু আপনাকে প্রতারণা করতে আসি নি। আমি ব্রাহ্মণ নই, কিন্তু আমার এই নাতিটি সদ্বাহ্মণ,—জাত্যংশে আপনাব চেযে কোন রকমে ছোট নয়। ঘটনাচক্রে ডাকাত হয়েছে।" বলিয়া বিশ্বনাথকে আর একটু ঈশানীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "দেখুন দেখি, কেমন মানাবে! বিশ্বনাথের হাতে বর্ণা, আব ঈশানীব হাতে খাঁড়া,— রাজযোটক। আপনি ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ কর্মন যেন বাঙালীব ঘবে ঘরে এমনি স্থানর বলিষ্ঠ সাহসী স্ত্রী-পুরুষ হয়।"

তথন ঈশানী বিশ্বনাথের দিকে চাহিল। চারি চক্ষ্ব মিলন হহল। সঙ্গে সংগ্নে উভযের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল।

শশধর কি উত্তব দিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একমান্ত কন্সার শুভাশুভের মীমাংসা এত শীঘ্র হয় না। বলিল, "আমি এখন অস্তম্ভ। ভেবে দেখব।"

কেদার বলিল, "না, ভাববার সময় দিতে পারি না। আমাদের বিপদ পদে পদে। আপনাকে এই মুহুর্তেই সম্মতি দিতে হবে।" শশধরের চক্ষ্ আবার জ্বলভারাক্রান্ত হইরা আসিল। ঈশানীর দিকে চাহিতেই সে বুঝিল, সেই অশ্রুর অন্তরালে বিবেক ও স্নেহের কি মর্মঘাতী কন্দ,—একান্ত নিঃসহায়তার কি অসহনীয় বেদনা! পিতার এই অবস্থা দেখিয়া ঈশানী তৎক্ষণাৎ আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। খাঁড়াটি রাখিয়া সে বিশ্বনাধের মুখের দিকে প্রীতিভরা নয়নে চাহিল। সে চাহনির অর্থ—স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত আত্মস্মর্পণ। শশধর তাহা বুঝিল, সম্মেহে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া সে তাহাকে ও ঈশানীকে কাছে আসিতে বলিল। উভয়ে গিয়া শশধরের চরণে প্রণত হইল।

শশধর তাহাব কম্পিত হস্ত তাহাদের মাথায় রাধিল। তাহার নয়নে আবার অশ্রুধারা ছুটিল। কিন্তু এ বেদনার অশ্রু নয়,—সৌন্দর্যে, স্বাস্থ্যে, দেহের লাবণ্যে সভ্যই রাজ্যোটক। ভাবিল, ডাকাত ? তাহাতে কি ? তাহাব তো অর্থ আছে, সম্পত্তি আছে, মাত্মুষ করিয়া লইবে।

ফিবিবার সময বিশ্বনাথ কেদাবকৈ বলিল, "দাহ, কাজটা ভাল কবলে না।"

"কেন বলু দেখি ?"

"আমরা **ছ** ভাই বেশ ছিলাম। কেন আবার একটা বাইরের লোক জোটালে ?"

[#]বাইবের লোক নয় রে দা**ছ।** দেখবি, ছ দিনের মধ্যেই কেমন ঘরের লোক হয়ে যাবে।"

[®]ভূল করলে দাহ, এত বড একটা ডাকাতকে মাটি ক'রে দিলে।" 9

ইহার পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে।

"চাই পটল"—বলিয়া এক ফেরিওয়ালা ডুমুরদহ গ্রামে সিকদারের বাড়ির দরজায় উপস্থিত হইল। একটি ছেলে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই ফেরিওয়ালা বাডির ভিতর গিয়া আপনার পণ্য নামাইল ও তাহার একটা খুব চডা গোছের দাম হাঁকিল। মেয়েদের সঙ্গে যথন দর-ক্ষাক্ষি হইতেছে, তথন সিকদার পাশের বাড়ি হইতে আসিয়া ফেরিওয়ালাকে দেখিয়া বিরক্তির স্করেঁ বলিল, "কেমন লোক হে ভুমি ? একেবারে বাড়ির ভেতর ঢুকেছ! যাও, আমরা পটল নোব না।"

"দেখুন না কর্তা—চাকদাব পটল। স্থবিখে ক'বে দিচ্ছি।" বলিয়া ফেরিওয়ালা মুথে ও মাথায় জড়ানো কাপডথানা খুলিয়া সিকদারের দিকে চাহিতেই সে চমকিয়া উঠিল ও ফেরিওয়ালাব কাছে আসিয়া বসিতেই সে তাডাতাডি হুই সের পটল ওজন করিয়া দিয়া বলিল, "চল কর্তা, বাইরের ঘরেই চল, সেইখানেই দাম নোব।"

বাহিরের ঘরে আসিবামাত্র ফেরিওয়ালা একখানি পঞ্চাশ টাকার নোট সিকদারের হাতে গুঁজিয়া দিতেই সে বলিল, "আপনার টাকা নোব না বাবু, আর আমা থেকে কিছু হবে না।"

"কেন বল দেখি ?"

"আমার ওপর কডা পাহারা। যতক্ষণ বাডিতে থাকব, কেউ এলে পেলে সে থবর সদারের কানে পৌছবেই। আপনি এ রকম ক'রে এসে বডই হঃসাহসের কাজ করেছেন।"

"কই, তোমার বাড়ির আশেপাশে কাউকে তো দেখলুম না।" "না. আপনাদের মত আমরা বাইরের লোককে গোয়েনা রাথি না। তাতে আপনারা **ও**ধু অর্থশ্রাদ্ধ করেন, কাজ কিছুই হয় না। এই যে আমার পাড়াপড়নী দেখছেন, এদেরই মধ্যে ত্ব-চারজন স্বলিরের টাকা থায় আর আমার ওপর নজর রাথে। যদি আপনি তাদের কারুর চোথে পড়েন, আর তার কোনও সন্দেহ হয়—"

"কেন ? আমাকে দেখে সন্দেহের কিছু আছে ব'লে মনে হচ্ছে নাকি ?"

"না, বেশভূষা দেশে কিছু মনে হচ্ছে না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে তরকারি ফেরি করতে বড় একটা কেউ আসে না। যদি কোনও রকমে সন্দেহ হয়, তা হ'লে আমার দফা শেষ,—আর আপনিও নিরাপদে ফিরে থেতে পাবেন কি না সন্দেহ।"

শ্রীরামবাবু হাসিয়া বলিলেন, "যাক, আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না; কিল্ক চুমি এ রকম ক'বে কতদিন থাকবে ?"

"তা ঠিক থাকব। আমি না হ'লে সদারের চলে না, তা সে বেশ জানে। সে যথন জেলে ছিল, আমিই দল চালিয়ে ছিলুম। আর সে এটাও জানে যে, আমা থেকে তার নিজের কিংবা তার দলের কোন অনিষ্ট হবে না।"

"তাই নাকি? তবে যে তুমি—"

"ঠ্যা, আমি বিশ্বনাথের থবর 'হু-একটা আপনাকে দিয়েছি বটে; কিন্তু আমাব সঙ্গে আপনার কারবার ঠিক সেই পর্যস্তই, সেটা জানবেন।" সিকদারেব উজ্জ্বল চক্ষু আরও জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "আমি বিশেকে দল থেকে সরাতে চাই,—তা থেমন ক'রেই হোক। তবে আপনার টাকার লোভে আমি স্বদারের সঙ্গে বিশ্বাস্থাতকতা করতে পারব না, অন্তত যতদিন সে আমার কোন অনিষ্ঠ না করে।"

শ্রীবামবারু মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, ডাকাতের আবার

ধর্মনিষ্ঠা ! যে ডাকাত টাকা থাইয়া দলের একজনের থবর দেয়. সে আরও টাকা পাইলে সব থবরই দিবে। কিন্তু বাগ্বিতগুার সময় নাই বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সম্প্রতি তোমার কাছে আর কিছু চাই না। বিশ্বনাথের থবর বল। শুনলুম সে বিয়ে করেছে।"

"হাা, সভ্যি সভ্যিই বিষে। কার মেরে ভাও বোধ হয় জানেন।" "জানি। বিষেব রাতে ধবরটা দিলে না কেন ? বর্ষাত্রী যেতুম।"

"থবর পেলে তো দোব। সন্ধ্যার পর সর্দার বিশুকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদেব বললে, 'চল্, আজ বিশুর বিয়ে।' ঠিক ডাকাতি কবতে যাওয়ার মতই আমবা তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলুম, তবে ভদ্রলোকেব বেশে। ভোববেলায় সব ফিবে এলুম। কন্তাকর্তার ছ্ব-একজন প্রতিবেশী এসেছিল। তাদের বলা হ'ল, কুলীনেব ছেলেন বিয়ে, ডাই কোন পক্ষ থেকেই কিছু বাহল্য কি আড়ম্বর নেই।"

"তারপর ? বউ কোথ⁴য রইল ?"

"বাপের বাডিতে। কুলীনদের যেমন হয।"

"তা বেশ হযেছে। বিশ্বনাথের ছেলেব অরপ্রাশনে আমি নেমন্তর থেতে যাব। কিন্তু সম্প্রতি তার আব থবর কি বল, শৃশুর-বাডি যায-টায় না ?"

"সে এ মূলুকেই নেই। সদাব তাকে পাবনা জেলাব দিকে পাঠিয়েছে।"

"কেন বল দেখি ? আমাদের ভয়ে ?"

"শুধু তাই নয়, আপনাদের চেয়েও তার নাতবউটির ভয়ে। বেশি কাছে পেলে অবুদ্ধি নাতিটিকে পাছে বিগডে দেয়।"

"মাঝে মাঝে আসে না ?"

"খুব কম। যথন আসে, শশুর-বাড়িতে একদিন থেকেই তার পর-দিন স'রে পডে।"

"এবার এলে ধবরটা পাব ?"

"দেখন, কিন্তু ধনব দোন কেমন ক'রে ?"

শ্রীবামবাবু একটু ভাবিলেন, বলিলেন, "আচ্ছা, এবাব যে দিন সে আসবে, তুমি তোমাব রানাঘবধানায় দিনের বেলায় আগুন লাগিষে দেবে, তা হ'লেই আমি ধবর পাব।"

তাবপব একটু হাসিয়া বলিলেন, "ও-টাকাটা আমি আর ফেবত নোব না, তোমার রালাঘব মেবামতেব থবচাব জন্তে বেথে দাও।"

b

"বছই শক্ত সমস্থা ঈশানী! যে শিক্ষা পেয়ে এসেছি, এতদিন যে পথে চলেছি, সেটা থেন এখন আজন্ম-সংস্কারের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আব কি কবব বল ?" বলিয়া বিশ্বনাথ ঈশানীর অশ্রুসিক্ত নয়নের দিকে কাতব নয়নে চাহিল। বলিল, "আমি জ্বানি, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাও আমি ভূলি নি।"

"না, আমি অস্থা নই। সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তা ছাডা বিয়ে যে অবস্থায় প'ডেই হোক না কেন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় নি সেটাও ঠিক; তা কথনও হতে পারত না। কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্থ-তুঃথেব কথাই শেষ কথা নয়, তা ছাড়াও তো কিছু আছে।"

"হাা, তা আছে বইকি।"

"আমাদের তো পাঁচজনের মধ্যে বাস করতে হয়। বাবা না হয় ব'লে বেড়ালেন যে, কুলীনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, তাই মেয়েকে নিয়ে যায় না, জামাই কথন আসে কথন যায় তার ঠিক নেই। কিন্তু এসব কথা ছ্-দিন দশ-দিন চলতে পারে। তাব পরেই লোকে সন্দেহ কবতে আবন্ত করে। আমাব ঠিক বিষে হয়েছে কি না, সেইটেই এখনও আনেকে সন্দেহ কবে।" বলিয়া ঈশানী অঞ্চল দিয়া অশ্রুরোধেব চেষ্টা করিল।

বিশ্বনাথেব দৃঢ় হৃদ্য দোটানায় পডিয়া টলটল কবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বুঝি তরুণীব অঞ্জে এতকালেব বাধ ভাঙিয়া যায়। তাহার মায়ের কাছে সে তাহাব বাল্যজীবনের সব কথাই শুনিয়াছিল। যে তাহাব প্রাণভিক্ষা দিয়া এতকাল তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে এই বৃদ্ধবয়সে বিপদেব মুথে বাধিয়া সবিয়া দাঁড়াইবার চিস্তাও তাহাব অত্যন্ত কষ্টকব বােধ হইতেছিল। সে তাে কথনও ভাল-মন্দ কিছুই ভাবে নাই, বােঝে নাই। সে জানিত শুধ্ তাহার দাহকে, আব বুঝিত তাহাব নিজেব সবল ও সবল প্রাণেব প্রকান্তিক প্রেবা।

কিন্তু ঈশানী আজ সত্য সত্যই তাহাব ও তাহাব দাহুব মাঝথানে আসিয়া দাঁডাইয়াছে। তাহাকে তো অবজ্ঞা কবা চলে না। সে যে ভালবাসে। দাহুও তো ভালবাসে। কোন্টা বেশি ৪ একটা মিটমাট হয় না কি १ •

বিশ্বনাথকে চিন্তাকুল দেখিয়া ঈশানী বলিল, "যাক, আমাব কথা না হয় ছেডে দিলুম; কিন্তু তুমিই বা এমন ক'বে মাথাব ওপব খাঁডা ঝুলিয়ে আব কতদিন থাকবে ?"

"সেটা আমাদেব অভ্যন্ত হযে গেছে; তাব জন্মে তো কই কথনও কোনও হুৰ্ভাবনা হয় না। আব তোমাবও হুৰ্ভাবনা কববাব শরকাব নেই। সে যা হয় হবে। কিন্তু তোমাব দিকটা ভাবতে গেলে আমি তো কিছুই কূল-কিনাবা পাছিছ না। ভূমিই বল ঈশানী, আমি কি কবব ৪"

"হাঁা, সেইটাই আজ তোমাকে বলব মনে কবেছি। আজ তোমাকে কাছে পেযেছি, আব কতদিন পবে পাব জানি না,—তাই আমাব যা বলবাব আছে আজই ব'লে শেষ কবৰ। তাবপব তোমাব যা ইচ্ছা হয় ক'বো।"

"আচ্ছা, বল।"

"তুমি এসব ছেঙে দাও।"

বিশ্বনাথ হাসিল, বলিল, 'এবামবাবুও একদিন আমাকে ঠিক ঐ কথাই বলেছিল। কিন্তু বোঝাতে পাবলে না।''

"না, আমাব কাছে যুক্তিতকেব আশা ক বো না। ভাল-মন্দেব বিচাব আমি তোমাব সঙ্গে কবৰ না। আমাব ইচ্ছা যে তুমি ছেড়ে দাও, তা হ'লেই এ।মি সুখা হব। তুমি সবল কথা ভালবাস, তাই তোমাকে সবল কথা বলনুম।"

"বেশ, আমি না হয় ছেডে দিলুম; কিন্তু আমাকে ছাডবে কেন ?" "কে ছাডবে না ? দাহ, না, পুলিস ?"

"উভ্যেই। তুমি দাহুকে এথনও চেন নি। আমি তাব প্রাণ। কিন্তু তাব কাছে তাব দল আমাব চেবেও বেশি। আমি যা কবব তাতে যদি দলেব কোন ক্ষতি হয়, সে তা সহু কববে না। যদি আমি নিজে ধবা দি, তা হ'লেই সে আমাকে সন্দেহ কববে। তবে যদি ধরা না দিয়ে কোন দবদেশে গিয়ে—এই বকম ফেবাবী ভাবেই থাকি, তা হ'লে হযতো সে কিছু মনে নাও কবতে পাবে। কেমন, তাতে বাজী আছ ?"

"ना, वाक्षी नहें। कावन वनवाव (बाध हय कान नवकाव तनहें।"

"তা হ'লে তোমার ইচ্ছা যে, আমি ধরা দি।"

শনা, ধরা দিতে হবে না। পুলিস তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছে, ভারাই ভোমার সন্ধান নিম্নে ধরুক।"

"চেষ্টা তো অনেক দিন থেকেই করছে; কিন্তু ধরতে পারছে কই ?" "ভূমি একটু আলগা দিলেই ধরতে পারবে।"

"তা হ'লে তো ধরা দেওয়াই হ'ল।"

ঈশানী ইছার আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। বুঝিল, কথাটা সে যতদুর সহজ ভাবিয়াছিল তাহা নহে। এ সমস্তার সমাধান যেন তাহার তীক্ষ বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিতেছে। সে শুধু হতাশভাবে বিশ্বনাধের দিকে চাহিল।

বিশ্বনাথ বলিল, "ত্ব দিক রাখা যায় না ঈশানী। নিজের মনকে প্রতারণা করতে কথনও শিখি নি। আমার শেষ কথা শোন। আমার সন্ধান নিয়ে পুলিস আমাকে কলে ইছর ধরার মত ধরবে, সে আমি সাধ্যমতে হতে দোব না। তবে আমি ইচ্ছা ক'রে ধরা দিতে পারি। কিন্তু যদি ধরা দি, তা হ'লে শুধু আমার দেহটাই ধরা দেবে না, আমার মনও ধরা দেবে। মনের মধ্যে কিছুই লুকিয়ে রাধব না।"

क्रेमांनी आवात आकूल िखांत्र পिएल। विलिल, "यिष धता ना पांध, का ह'टल कि हटत ?"

"তা হ'লে যা হচ্ছে তাই হবে। এমনি ক'রেই অজ্ঞাতবাস,— যেখানে যাব, দল পাকিয়ে ডাকাতি—"

"কেন ? ডাকাতিটা না হয় আর নাই করলে। সেটা ছেড়ে থাকতে পারবে না ?"

"না, তা পারব না। আর তা থাকা নিরাপদও নয়। কতকগুলো

লোকজন হাতে থাকলে অনেক ধবর পাওয়া যায়। নিজের জয়ে তৢধু নিজেকেই ভাবতে হয় না,—ভাববার লোক আরও তু-পাঁচটা থাকে। তা ছাড়া, ওর মধ্যে একটা উদ্দীপনা আছে। আপনা হতেই সাহস আসে, বৃদ্ধি আসে। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিলে কি হয় জান ? জল থেকে মাছকে ডাঙায় তুলে ফেললে যা হয়। যাক, এখন তো সব ব্য়লে, কি করব বল ?"

ঈশানী আবার কিছুক্ষণ ভাবিল। বলিল, "আমি তো আগেই বলেছি—তুমি এসব ছেডে দাও। তাতে যদি পুলিসের হাতে ধরা দিতে হয় তো দাও। তোমারও যেমন এক কথা, আমারও তাই। যদি আমার কথা রাধতে ইচ্ছা হয়, রেধো; আমি তাতে স্থী হব। যদি না রাধ, আমি তাতেও হঃধিত হব না।"

বিশ্বনাথ যেন একটা অনিশ্চয়তার হাত হইতে নিক্কতি পাইল। বলিল, "আচ্ছা, তোমার কথাই রাধব। কিন্তু তার পব কি হতে পারে তা ভেবেছ ? সে কথাটাও তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল।"

"ভেবেছি। সেইটাই এখুনি ভাবছিলুম। ধরা দিলে তোমাব জেল হবে, না হয় বড জোব দ্বীপান্তর। তা হোক, আমি তাব জন্তে প্রস্তুত।"

"কিন্তু সেইটাই সব নয়। যদি সমস্ত স্বীকার করি, তা হ'লে ওসব কিছু না হতেও পারে।"

"তা হ'লে সব স্বীকাব কর। তুমি তো নিজেই বললে যে, ধরা দিলে মনে কিছু রাখবে না।"

"আচ্ছা, না হয় স্বীকার ক'রে থালাস হয়ে চ'লে এলুম। কিন্তু তারপর ?"

"তারপর আবার কি ?"

বিশ্বনাথ হাসিল। বলিল, "না এমন কিছু নয়। তারপর কেদার ঘোষ আমাকে খুন করবে।"

বিশ্বয়ে ঈশানী চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাছ তোমাকে খুন করবে ?"
"হাা, আমাকে। যাকে আজ ষোল বংসর ধ'রে বুকে ক'রে মাতুষ
করেছে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতে কেদার ঘোষের যোল সেকেও
সময়ও লাগবে না।"

ঈশানী শিহরিয়া উঠিল। নিমেবে যেন তাহার সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত দৃঢ়তা বিল্পু হইল। নয়নে আবার অশ্ধারা ছুটিল। বিহ্নলভাবে বিলিল, "তা হ'লে তুমি—তা হ'লে তুমি—"

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইল না। সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিরা পুলিসের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, ও বিশ্বনাথের পরিচিত এক কঠম্বর গজিয়া উঠিল, "বাড়িতে কে আছ় পুনরজা থোল।"

৯

বিশ্বনাথ ও ঈশানী চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বিশ্বনাথ বলিল, "ঈশানী! আমাদের কথাব আজ আর শেষ হ'ল না। শ্রামের বাঁশী বেজেছে। আমাকে যেতে হ'ল, আমার পিশুলটা দাও।"

ঈশানী ব্যাকুলভাবে বিশ্বনাথের দিকে চাহিল। বিশ্বনাথ বলিল, "আর ভাববার সময় নেই। পিপ্তল দাও। বলেছি তো, কলে পড়া ইছুরের মত পুলিসের হাতে ধরা দোব না।"

পিন্তল বাহির করিতে করিতে ঈশানী বলিল, "না, খুনোথুনি ক'রে৷

না। আমি পিশুল নিয়ে দরজায় দাঁড়াচ্ছি। আমার হাতে যতক্ষণ পিশুল থাকবে, কেউ ঘরে চুকতে পারবে না।"

"না, তা হয় লা। স্ত্রীকে এগিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ ঘরের কোণে লুকোতে পারবে না। পিগুল দাও।"

পিস্তল দিতে দিতে ঈশানী বলিল, "তবে ধবা দাও।"

"না, এথানে ধরা দোব না। তোমার ও-কথাটা আজ রাপতে পাবলুম না, পরে রাথব। কিন্তু যদি শুধু খুনোখুনি করতে বারণ কর, তা হ'লে সেটা না হয় চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।" বলিতে বলিতে বিশ্বনাথ জতপদে দোতলার ছাদে গিয়া উঠিল।

"ছাদে যাচ্ছ কেন ?" বলিয়া ঈশানী তাহার পিছনে ছুটল ও ছাদে উঠিয়া সিঁডির দরজার শিকল লাগাইয়া দিল। বিশ্বনাথ ততক্ষণে ছাদের এক জায়গায় আলিসা ডিঙাইয়া কার্নিসের উপর দাঁডাইয়াছে। তাহাকে ধরিবার জন্ম হাত বাডাইয়া ছুটিযা যাইতে যাইতে ঈশানী চীৎকার করিয়া উঠিল, "পুরনো কার্নিস, এখুনি ভেঙে পডবে। ছাদের আলসের ওপর ভর দাও।"

"তাই নাকি ?" বলিয়া বিশ্বনাথ আলিসার উপর ঝুঁ কিয়া পড়িতেই তাহার পায়ের নিচের কার্নিস ভাঙিয়া হুডমুড় কবিয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নীচে সিপাহীর বাঁশী বাজিয়া উঠিল ও ছুই-তিনজন সিপাহী আসিয়া সেথানে দাঁডাইল। একজন বন্দুক উঠাইয়া উপরের দিকে লক্ষ্য করিল।

বিশ্বনাথ তৎক্ষণাৎ ছাদের উপর লাফাইয়া পড়ির। বলিল, "ঈশানী, তোমার কাপড়ের আঁচল ধ'রে ঝুলে পড়ব ভেবেছিলুম। কিন্তু শুভকার্যে বাধা পড়ল।" বলিয়াই আলিসা ধবিয়া ছাদের চারিদিকে ক্রতপদে খুরিতে আরম্ভ করিল।

তথন পুলিস ছাদের দরজা ভাঙিতেছে। ঈশানী ব্যাক্লভাবে বলিল, "ওগো, ছাদ থেকে লাফিও না,—প্রাণ যাবে। পালাবার কোনও উপায় নেই, ধরা দাও।"

বিশ্বনাথ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া বলিল, "এই দেখ, উপায় আছে।
তোমার বাবা যথন ডাকাত জামাই করেছেন, তথন তার পালাবার
ব্যবস্থাও ক'রে রেখে দিয়েছেন।" বলিয়া ঈশানীকে বাড়ির পিছনে
গোয়ালঘরের উঠানে একটা থড়ের গাদা দেখাইয়া দিল। তারপর
তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বন্ধ করিয়া বলিল, "আমার জন্মে তেবো
না, লক্ষ্মীট। আমি দেখব যদি তোমার কথা রাখতে পারি।"
বলিয়াই আলিসাতে উঠিয়া "জয় মা-কালী" বলিয়া থডের গাদায়
লাফাইয়া পডিল।

বাভির চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিবার সময় প্রীরামবাবু এই থডেব গাদা দেখিয়াছিলেন, ও ছাদ হইতে তাহার উপর লাফাইয়া পড়া বিশ্বনাথের পক্ষে অসম্ভব নয় বিবেচনা করিয়া তিনি সেধানে একজন বন্দুকধারী সিপাহী রাধিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ পডিবামাত্র সিপাহী বন্দুক উঠাইল। কিন্তু লক্ষ্য স্থির কবিতে না করিতেই বিশ্বনাথের পিস্তলের গুলি ছুটিল।

"আজ কিন্তু খুনোথুনি বারণ সিপাহীজী। তোমার বন্দুকটাই ওড়ালাম।" বলিয়া বিশ্বনাথ থড়ের গাদা হইতে অপর দিকে লাফাইয়া পড়িল। তাহার অব্যর্থ সন্ধানে বিদ্ধ হইয়া বন্দুক সিপাহীর হাত হইতে থসিয়া পড়িল।

বিশ্বনাথ ছাদের দিকে চাহিল। সেই শুল্র জ্যোৎস্নালোকে নীরব নিস্পান্দ ঈশানীকে মর্মরমূতির মত দেখাইতেছিল। তাহার পিছনে যে আর এক মহুশামূতি আসিয়া দাড়াইয়াছে, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। বিশ্বনাথ চিনিল, দে মূর্তি কাহাব। হাসিষা বলিল, "ইম্পপেক্টরবার, আমাদেব সন্ধি এখনও বিচ্ছেদ হয় নি। দেখবেন যেন আমাব গিল্লীটিব কোন অমর্যাদা না হয়।" বলিষাই উর্কেশ্বাসে ছুটিল।

30

বিফলমনোবথ হইয়া ফিবিয়া আসিষা শ্রীবামবারু গভীব চিস্তায় ময় হইলেন। বিশ্বনাথকে হাতে পাইয়া ধবিতে পাবিলেন না। এবপ ব্যর্থতাব আশ্বাদ তিনি যে জীবনে আব কথনও পান নাই এমন নহে। কিন্তু বিশ্বনাথ সম্বন্ধে সমস্তই যেন তাঁহাব কাছে অপর্বপ মনে হইতে লাগিল। কেন এমন হইল গ তাঁহাব নিজেব কি কোথাও ক্রণ্টি ছিল গ তাঁহাব কর্তব্যনিষ্ঠ অন্তবেব কোন এক নিভ্ত কোণে কি একটু হ্বলতা প্রচন্ধ ছিল গ তিনি যেখানে একজন সিপাহী ব'থিষাছিলেন সেখানে তিনজন বাথেন নাই কেন গ ছান হইতে যথন তিনি বিশ্বনাথকে লাফাইতে দেখিলেন, তথন তাহাব পা লক্ষ্য কবিষা তিনি পিস্তল ছু ডিলেন না কেন গ তিনি নিজে ছাদ হইতে থডেব গাদায় লাফাইয়া পিডিলেন না কেন গ মনেব মধ্যে এ সবেব উত্তব খ'জিলেন, কিন্তু সম্ভোষজনক কোন উত্তব পাইলেন না।

উপবওষালা পুলিস-সাহেবেব সহিত দেখা কবিয়া বলিলেন, "সাহেব, আমি জীবনে আমাব ওপবওষালাকে যা কথনও বলি নি, আজ তাই বলতে এসেছি। বিশ্বনাথেব গ্রেপ্তাব আমাব দ্বাবা হবে না। আপনি আব কোন অফিসাবকে এ কাজেব ভাব দিন।"

সাহেব অবাক হইলেন। গ্রীবামবাবুর কার্যকুশলতা, সাহস ও দৃঢতা সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাতা সন্দেহ ছিল না। বললেন, "কি বলছেন আপনি ? কত বড় বড় ডাকাতের দল ধরলেন। আর এই একটা ছোকরাকে ধরতে পারবেন না ? আমি এ বিশ্বাসই করতে পারি না। আপনার হ'ল কি ?"

"আপনি ওপবওয়ালা। আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। আপনি জানেন, আমি একবার বিশ্বনাথকে ধরতে গিয়ে তারই হাতে পডেছিলুম। তথন ইচ্ছে করলে সে আমাকে মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু সে তা করে নি। যাহোক, সে জন্মে আমি কথনও তাব সম্বন্ধে আমার কর্তব্যের নিলুমাত্র শিথিলতা করি।ন।"

"আপনি তা করবেন না, সেটা আমি বেশ জানি।"

"হাঁা, আমি ইচ্ছে ক'রে তা করব না। কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে বোধ হয় কিছু শিথিলতা এসে পডেছে।"

"কেমন ক'রে বুঝলেন ?"

"তা আমি ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না; কেননা আমি
নিজেই সেটা পরিকারভাবে বুঝতে পাবছি না। তবে মনে হচ্ছে যেন
আমার কাজে ভুল হচ্ছে। হয়তো অন্ত কেউ সেটাকে ভুল বলবে না:
কিন্তু কাজের ব্যর্থতা ভেবে দেখতে গেলে আমি নিজেকেই বোঝাতে
পারছি না যে, কোণাও ভুল বা শিথিলতা হয় নি।"

শাহেব কিছুক্ষণ ভাবিলেন। বলিলেন, "আমি বুন্ধেছি এরামবার।
ভুল অনেক সময়েই হয়, আর সে ভুলটা পরে ধরা পড়ে। ভূলের
সম্ভাবনা বাঁচিয়ে কাজ করা খুবই শক্ত, কিন্তু আপনার অজ্ঞাতসাবে যদি
কথনও কিছু শিথিলতা এসে পড়ে, আপনি তার জন্ম বিব্রত হবেন না।
হয়তো এই শিথিলতা থেকেই শেষ পর্যন্ত কাজ হবে। হয়তো তা থেকে
এমন একটা কিছু হতে পারে, যাতে আমাদের উপকার হবে। হয়তো

বিশ্বনাথেবও উপকাব হবে। আপনি ও-সব কিছু মনে কববেন না। কাজ ক'বে যান।"

শ্রীবামবাবু ইহাব আব কোন প্রতিবাদ কবিতে পাবিলেন না।
ববং অকাবণে নিজেব হ্বলতা প্রকাশেক জর্গ ক্ষর হইলেন। বলিলেন,
"আপনাব আদেশ শিরোধার্য। আমি আপনাব কাছে প্রতিজ্ঞা করছি
যে, বিশ্বনাথকে ধববাব জন্ম আমি প্রাণপণে চেষ্টা কবব;—কার্যসিদ্ধিব
কোন স্যোগই ছাডব না।"

22

অাগনাব কার্যস্থানে ফিবিয়া আসিয়া ঐবামবাবু বিশ্বনাথকে ধবিবাব জন্ম থব পাকাপাকি বন্দোবস্ত কবিলেন। হুগলী, বর্ধমান ও পাবনা জেলাব পুলিস ও চৌকিদাবদেব মধ্যে অসাধাবণ বকমেব সাডা পডিয়া গেল। গ্রামে গ্রামে গোয়েন্দা ও গুপ্ত পুলিস ছুটাছুটি কবিতে লাগিল। বেলওযে ও ঠীমাব ফেশনে কড়া নজবেব ব্যবস্থা হইল। তাহাকে ধবিতে পাবিলে যথেষ্ঠ পুবস্কাব দেওয়া হইবে ঘোষণা কবা হইল।

কিন্ত কোন ফল হইল না। এবামবাবু ভাবিলেন যে, এবাব কেদাব ঘোষ তাহাকে এমনভাবে লুকাইতেছে যে, সে আববণীব ভিতব দৃষ্টিক্ষেপ কবাও শক্ত। ব্যৰ্থতাৰ অবসাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইষা পড়িলেন।

একদিন প্রায় হতাশভাবেই তিনি নিজেব অফিস-ঘবে বসিষা ভাবিতেছেন, এমন সময় ডাকপিয়ন একথানি চিঠি দিয়া গেল। ধামেব উপবে পবিদ্ধাব ইংবেজীতে শ্রীবামবাবুব নাম ও ঠিকানা লেখা। পত্তথানি বাহিব কবিষা পডিবামাত্র শ্রীবামবাবু চমকিষা উঠিলেন। <mark>তাঁহার মুখে বিশ্বর, আনন্দ ও চিন্তা</mark>র রেখা দ্রুত পরম্পরায় ফুটিয়া छेत्रिन ।

চিঠিখানিও ইংরেজীতে লেখা। তাহার ভাবার্থ এই— "আপনি আগামী কানি বংগির বিপ্রহরের সময় বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী-মন্দিরের পিছনে আমার সহিত দেখা করিবেন। কাহাকেও আনিবেন না,—প্রকাশ্তে কিংবা গুপ্তভাবে। তাহার কারণ. আমি সাক্ষী রাথিয়া আপনার সহিত দেখা করিব না। যদি ইহার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে আমার সহিত দেখা হইবে না। আপনাব কোন ভয় নাই। আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন। দেখা হইলে আপনার উপকার হইবে।"

চিঠির শেষে নাম সহির স্থলে একটি অঙ্গুলির ছাপ।

<u> এরামবার জানিতেন যে, কেদার ঘোষ বিশ্বনাথকে ইংবেজী</u> লেখাপড়া নিখাইয়াছিল। সেকালে পল্লীপ্রামে ইংরেজী লেখাপড়াব বড় একটা প্রচলন ছিল ন.। তাই এই পত্র যে বিশ্বনাথ লিথিয়াছে তাহা তাঁহার প্রথমেই মনে হইল। কিন্তু নাম সহি না করিয়া অঙ্গুলিব ছাপ দিল কেন্ যাহারা লিখিতে জানে না তাহাবাই তো নাম সহি করার পরিবর্তে এক্লপ নিদর্শন দেয়। একটু ভাবিতেই তাঁহাব মুথ হর্ষোৎফুল হইয়া উঠিল।

অবিলম্বে কালনার কোর্টবাবুর অফিসে গিয়া তিনি হাজতের আসামীদের আঙ্লের ছাপের কাগজ (Finger-impression slip) দেখিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বনাথ যথন হাজতে আসিয়াছিল তথন তাহার আঙ্লের ছাপ লওয়া হইয়াছিল। বিশ্বনাথের স্লিপ বাহিব করিয়া দেখিতেই তাহার আঙুলের ছাপের সহিত পত্তের আঙুলের ছাপ মিলিয়া গেল।

বিশ্বনাথের বৃদ্ধির প্রথরতা দেখিয়া শ্রীরামবাবু বিশ্বিত হইলেন।
চিঠিতে নাম সহি করিলে কি লেখক ঠিক কোন্ ব্যক্তি সে সম্বন্ধে
এতদ্র নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন ?

বাডিতে আসিয়া শ্রীরামবাবু পুনরায় চিস্তামগ্ন হইলেন। তিনি
বিশ্বনাথের সন্ধানের জন্ম এবার যেরূপ ব্যাপকভাবে বন্দোবস্ত
করিয়াছেন, তাহাতে আর বেশিদিন ফেরার থাকা তাহার পক্ষে
অসম্ভব। তবে কি বিশ্বনাথ তাঁহাকে বিপদে কেলিবার জন্ম এই
কৌশল অবলম্বন কবিয়াছে ৪ সে তো ডাকাত,—বিশ্বাস কি ৪

কিন্তু তাংশকে একেবারে অবিশ্বাস করিতেও তো মন চায় না। হয়তো ইহাই উৎরষ্ট স্থযোগ। তিনি তো সাহেবেব কাছে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, কোন স্থযোগই ছাডিবেন না। কাজ করিয়া যাইতে হইবে,—অদুষ্টে থাহাই থাক। ভাবিবারও বেন্স সময় নাই।

নিভাঁক ডিটেকটিভ পত্রেব নির্দেশমত হংসেশ্ববীর মন্দিরে যাওয়াই স্থির কবিলেন।

১২

আমরা যে সমযেব কথা বলিতেছি, তথন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে হগলী জ্বেলার গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল লোকাভাবে জঙ্গলে পবিণত হইতে আবস্ত কবিয়াছিল। পবিতাক্ত বাস্তভিটা, দেবালয়, পুরুর, বাগান ইত্যাদি আগাছায় ও বক্তলতায় ভরিয়া গিয়া বক্তপশুদের আবাসস্থল হইয়া উঠিতেছিল। অনেক গ্রামেই বাঘের ভয়ে কেহ সন্ধ্যার পর একাকী বাহির হইতে সাহস করিত না। এমন কি, কেহ বিপদে আপদে পড়িয়া চীৎকার করিলেও কাহারও উত্তর পাইত না।

বাশবেড়ের হংসেখবা-মন্দিবের পিছনে এইরূপ এক জঙ্গলেব মধ্য দিয়া একটি সরু পথ মন্দিবেব দিকে গিয়াছে। জ্যোৎস্না সত্ত্বেও গাছেব ছাষায় পথের বেথা প্রায় অদৃগু। মধ্যরাত্ত্বে চাবিদিক নিস্তর্ধ,—
কেবল মাঝে মাঝে মন্দিব-শীর্ষস্থ পেচকেব কলবব সেই নীববতা ভঙ্গ কবিতেছিল।

সেই পথেব এক ধাবে দাঁভাইযা শ্রীবামবারু বিশ্বনাথের জন্ম অপেক্ষা কবিতেছিলেন। সে অবস্থায় ভয়েব যথেষ্ঠ কাবণ থাকিলেও তাঁহাব মূথে ভয় বা উদ্বেগেব চিহ্নমাত্র নাই,—আছে শুরু দূঢতা ও সাময়িক উত্তেজনাব স্বাৎ আভাস। কিন্তু তাঁহাব দৃষ্টি বিশেষ সতর্ক।

প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা কবিবাব পব তিনি কিছু দূবে এক অপ্লপ্ত মন্থ্যমূতি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, মূতি তাঁহাবই দিকে আসিতেছে। তথন তিনি ঝোপেব আতালে বসিয়া পডিলেন। মূতি আবত নিকটে আসিলে তিনি তাঁহাব হাতেব লাঠিব হাতলে সংলগ্ন একটি বোতাম টিপিয়া স্বাইয়া দিলেন ও আগন্তককে একন্টে দেখিতে লাগিলেন। মূতিব মূখ ও স্বাক্ষ কাপডে ঢাকা;—স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হয়। গতিভঙ্গিও স্থীলোকেব মত ধীব ও সংযত।

আগন্তক ঝোপেব নিকটে আসিলে শ্রীবামবার অম্প্রচচ স্ববে ডাকিলেন, "বিশ্বনাথ!"

আগন্ধক উত্তব দিল। তথন শ্রীবামবাবু বাহিব হইযা বলিলেন, "তুমি যে বেশে এসেছ, চেনাই শক্ত। আমি তো প্রথম মনে কবেছিলুম যে, মন্দিবেব পাশে বুঝি ডাকিনী ঘূবে বেড়াচ্ছে।"

"কি আব কবি বনুন, আপনাদেব জালায ডাকিনীই সাজতে হয়েছে। যা হোক, আপনাব সঙ্গে দেখা হ'ল, আমাব সোভাগ্য। মনে কবেছিনুম, আমাকে হয়তো বিশ্বাস কবতে পারবেন না।"

"তা কতকটা কবেছি বইকি।"

বিশ্বনাথ খ্রীবামবাবুব লাঠিব হাতলেব দিকে তাকাইষা বালল, "হাঁা, কতকটা কবেছেন। কিন্তু সবটা বোধ হয় এখনও পাবেন নি।" বলিষাই ক্ষিপ্রহন্তে লাঠিটা চাপিষা ধবিল। এ আক্রমণ খ্রীবামবাবু প্রত্যাশা কবেন নাই। তিনিও ছুই হাতে লাঠি চাপিষা ধবিষা বলিলেন, "লাঠি ছেড়ে দাও বিশ্বনাথ, বিপদে পড়বে।"

"আজ তো কাৰুব কোন বিপদেব কথা নেই ইন্সপেক্টববারু। আমান ডাকে আপনি এসেছেন, কাজেই আমা হতে আপনান কোন বিপদ হবে না। তবে আজ আমাদেব মাঝধানে পিস্তল কেন ?"

''কিস্কু, আমি যে আজ তোমাকে ধবৰ মনে ক'বে এসেছি।''

"আমিও যে আজ ধবা দোব মনে ক'বে এসেছি।" বলিযাই বিশ্বনাথ লাঠিগাছটা এক বকম জোব কবিয়াই কাডিয়া লইল। বলিল, "আপনাব লাঠিব মধ্যে পিশুল আছে। আমাদেব কথাবার্তাব মার্যথানে হয়তো কথন ছুটে গিয়ে কাব বুকে লাগবে। তাব চেয়ে ও দূবে থাকাই ভাল।" বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া থানিকটা দূবে লাঠিটে বাথিয়া আসিল।

শ্রীবামবাবু একট্ আপত্তি কবিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ হাসিল। বলিল, "ইন্সপেক্টববাবু, আপনি আনাব জন্তে পিপ্তল এনেছেন; কিন্তু আমি আপনাব জন্তে কি এনেছি দেখুন।" বলিষাই কোমবে বাধা একটি পুঁটলি দেখাইয়া দিল। শ্রীবামবাবু ঈষৎ চমকিয়া উচিলেন। ভাবিলেন, বিশ্বনাথ বুঝি ভাহাব নাকে আবাব সেই বিধান্তক জ্ব্য চাপিয়া ধবিবে। কিন্তু বিশ্বনাথ পুঁটলিটি বাহ্বি কবিয়া ভাহা না খুলিয়াই শ্রীবামবাবুব হাতে দিল। বলিল, "সোনাব গ্রনা এতে আছে;—সবই ডাকাতিব মাল। খুলে দেখতে পাবেন,—বিষ্ নয়।"

যদি কিছু বলতে হয়, দেবতার স্থানেই বলব। আপনারও কাজ হবে, আমারও মনটা হাল্কা হয়ে যোবে। চলুন, মন্দিরে চলুন।"

>9

ভূমরদহের পূর্বোক্ত জঙ্গলে আবার কেদার ঘোষের দলের প্রধানদের বৈঠক বসিয়াছে। প্রায় বিশজন প্রধান নিবাক নিশ্চল ভাবে কেদার ঘোষের হুই পাশে সারি দিয়া উপবিষ্ট। কেদারের সম্মুখে কালীমূর্তি, সকলেরই মুখে গভীর বিষাদের চিহ্ন। কেদারের উজ্জ্বল চক্ষ্ বর্ষণোমুখ মেঘের স্থায় জলভারে নিস্প্রভ। কালী-প্রতিমাব সম্মুখস্থ দ্রিয়মাণ দীপশিধার ক্ষীণ আলোকও যেন বিষধ্বার প্রতিমৃতি!

কেদার সজলনয়নে কালী-প্রতিমার দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, এই বৃঝি আমার শেষ পৃজা। জীবনে যা-ই কিছু ক'রে থাকি না কেন, কথনও শক্তির অপমান করি নি। তবু যদি জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কোনও অপরাধ ক'রে থাকি, তোর অধম সন্তানকে ক্ষমা করিস মা।" বলিয়াই মৃতির সন্থাপে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। প্রধানরাও সকলে মৃতিকে প্রণাম করিল। তারপর প্রতিমা লইয়া কেদার মাণায় উঠাইল, ও সকলে নিঃশক্ষে গিয়া নিকটবর্তী গঙ্গার জলে প্রতিমা বিসর্জন করিল।

দস্মাদল আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া সর্দাবকে ঘেরিয়া বসিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই যেন একটা আশু বিপদেব সম্ভাবনায় অবসর। আজ স্থার কিছু একটা ভয়ানক কাণ্ড করিয়া বসিবে, ইহা সকলেই আশিষ্কা করিতেছিল।

প্রধানদের দিকে চাহিয়া কেদার বলিল, "ভাই সকল, আমরা এতদিন ধ'রে স্বথে তুঃধে, বিপদে আপদে পরস্পরের পাশে দাঁডিয়ে কাজ ক'রে এসেছি। তোমবা কোনদিন আমার পদের অমর্যাদা কর নি। আমি যখন যা বলেছি, অমানবদনে তা করেছ। সব বিষয়েই প্রাণপণে আমার সহায়তা ক'বে এসেছ। আজ আমি তোমাদেব কাহে বিদায় ভিশা করছি। তোমাদেরই মধ্যে যাকে তোমরা উপবৃক্ত মনে কর, তাকে আজ আমার জায়গায় স্বনির মনোনীত কর।"

প্রধানের দল ঈবং বিচলিত হইল, ও সর্দারেব প্রস্তাবে আপত্তি-ফচক ছই-একটা মৃত্ন মন্তব্যও গুঞ্জবিত হইল। একজন প্রধান বলিয়া উঠিল, "কেন সর্দাব, আমরা কি দোষ করলাম যে তুমি আমাদের ছেডে যাবে ? তুমি থাকতে আমাদের কেউ তোমার জায়গায় দাঁডাবে না।"

"তোমরা কোন দোষ কর নি। আমিই দোষ করেছি।"

তুমি কোন দোয় কব নি স্বর্ণার। আমরা বুঝতে পেবেছি, তুমি কেন নিজেকে দোষী মনে করছ। কিন্তু তুমি এটা ভাবছ না স্বর্ণার, যে আমরা কেউ বিশ্বনাথের বিচাব চাই না।'

কেদারের চক্ষু ক্ষণতরে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "হাঁা, তোমরা চাও না, কিন্তু আমি চাই। আমি দলপতি,—আমার কাছে ছুই ছুই থাকবে কেন ? বিশ্বনাথ পুলিসের কাছে ধরা দিয়ে সমস্ত স্বীকার করেছে, তার একমাত্ত শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

দস্থাদল শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু পর-মুহুর্তেই সকলে একসঙ্গে বলিযা উঠিল, "না না, আমবা তাব প্রাণদণ্ড চাই না।"

"তোমরা না চাইলেও তার সে দণ্ড হওয়া উচিত; কিন্তু—" বলিয়াই কেদার অধোবদন হইল। তাহার সমস্ত শক্তি যেন নিমেষে লুপ্ত হইল, সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। "কিন্তু আমি তাকে সে দণ্ড দিতে পারব না। আমি যে তাকে সাত বছর থেকে বুকে ক'বে মান্তুষ করেছি। আমি পারব না—পারব না, আমার মনে হুর্বলতা এসেছে। তোমরা আমাকে নিষ্কৃতি দাও।" বলিয়া কেদার তাহাব বিশাল বক্ষ হুই হাতে চাপিয়া ধবিল। বলিল, "আমি এই বুক পেতে দিচ্ছি, তোমাদেব বর্ণা আমাব বুকে চালিয়ে দাও।"

প্রধানেব দল অধোবদন হইল। ইহাব উত্তবে যে কে কি বলিবে তাহা কেহই স্থিব কবিতে পাবিল না। সকলেই দ্বিতীয় নায়ক সিকদাবেব দিকে চাহিল।

সিকদার বলিল, স্মর্ণাব, কেন শুধু শুধু মন থাবাপ কবছ ? আমবা আদালত পেকে বিশুকে থালাস ক'বে আনব। তাবপব সে যদি দলে থাকতে না চাম, তা হ'লে তাব যা-ইচ্ছা তাই কববে।"

কেদাবেব চক্ষু আবাব জ্বলিষা উঠিল। সে গর্জিষা বলিল, "সিকদাব, এতদিনে তুমি তোমাব মনেব কথা বলেছ। এব জ্বাব একদিন না একদিন তোমাকে আমি দিতুম, কিন্তু—। যাক, আজ তাব সময নয়, যদি আবাব কথনও—"

কিন্তু কেদাবেব কথা শেষ হইল না। সেই বনভূমি কম্পিত কৰিষা পুলিসেব বিউগল বাজিষা উঠিল।

দস্মাদল চমকিত হইষা দেখিল, সশস্ত্র পুলিস-বাহিনী ভাহাদিগকে ঘেৰাও কবিষাছে। আব পলাইবাব পথ নাই।

তৎক্ষণাৎ তাঁহাবা সদাবকে মধ্যে বাখিষা বৰ্ণাহন্তে বুত্তাকাবে দাঁডাইল। একজন বলিল, "চল সদাব, আমবা এক দিক কাঁক ক'বে বেবিষে পড়ি। গুলি চালালেও তোমাব গাষে গুলি লাগতে দোব না। আমবা মরতে মবতে তুমি ঠিক বেবিষে পড়তে পাববে।"

কেদাব দৃচস্ববে বলিল, "ভাই সকল, আজ আম'কে বাচাতে চেষ্টা ক'বো না। কেন অনর্থক কতকগুলো প্রাণ দেবে ? আমি ধবা দোব।" একজন বলিল, "আমরা আগে লড়াই করি, তারপর দরকার হয়। তোধরা দিও।"

কেদার বলিল, "তোমরা যদি নিজেদের জন্মে লড়াই কর তো করতে পাব। কিন্তু আমি যদি দেখি যে আমাকে বাঁচাবার জন্মে লড়াই করছ, তা হ'লে তোমাদের সামনেই আমি—, বুঝা চই তো পাবছ।"

প্রধানেব দল চমকিয়া উঠিল। তাহার। জানিত, কেদারের সঙ্গে সবদা কি তীব্র বিষ থাকে ও তাহার ক্রিয়া কি। বর্শা নামাইয়া তাহারা অধোবদনে দাডাইয়া রহিল।

তথন পুলিস-বাহিনী মশাল জালাইযা চাবিদিক হইতে অগ্রসব হইতেছে। তাছাবা আরও নিকটে আসিলে শ্রীরামবাবুব সঙ্গে সিকদারের এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হইল। কেদার ঘোষ তাহা লক্ষ্য করিল ও দক্তে দক্ত চাপিয়া সিকদাবেব উপর এক অগ্রিবর্যী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কিন্তু আজ আর তাছাব প্রতিশোধ লইবার মত প্রবৃত্তি বা শক্তি নাই, আজ যে সে ধবা দিবে। নতুবা সন্ধান পাইলেও কাছার সাধ্য তাছাকে সহজে ধবে ? আজ না ধবিলে হযতে। কাল সে নিজেই গিয়া পুলিসেব হাতে ধরা নিত। ধবিলে তো তাছাকে জেলখানাতেই লইয়া যাইবে ? সে যে তাছাই চায।

78

শ্রীরামবাবুর নিকট বিশ্বনাথেব স্বীকাবোক্তি অন্থসারে আসামী গ্রেপ্তার, থানাতল্লাশি ও তৎসংক্রান্ত নানারপ তদন্তের ফলে হুগলীর ও কয়েকটি জ্বেলার অনেকগুলি ডাকাতিব কিনারা হইল। সিকদারও জ্বেল্থানায় আসিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়াছিল, এবং তাহার স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্টেটের নিকট লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীরামবাবু বিশ্বনাথকে ম্যাজিন্টেটের নিকট স্বীকারোজি করিতে বলিলে সে বলিল, "আমার যা বলবার ছিল দেবতার মন্দিরে আপনাকে সব বলেছি; আর বেশি বাঁধাবাঁধি কেন ?" তিনি আর তাহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না।

যথানিয়মে ম্যাজিন্ট্রেটের সমক্ষে মকদ্দমার শুনানির পর কেদার ঘোষ, বিশ্বনাথ, সিক্দার ও আরও বাইশ জন আসামী গ্যাঙ্গ কেসে দায়রা আদালতে সোপর্দ হইল।

এত বড় ডাকাতি মকদ্দমা সেইআদালতে আর কথনও হয় নাই। কেদার ঘোষ ও বিশ্বনাথকে দেখিবার জন্ম আদালত-গৃহে বহু লোকের সমাগম হইল।

আসামীদের জন্ম লোহার পাত দিয়া মজবুত করিয় কাঠগডা তৈয়ার করা হইয়াছিল। তাহার চারিদিকে পুলিস-প্রহরী। বিশ্বনাথ ও সিকদারকে অন্থ আসামীদের সঙ্গে রাখা বৃক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ নয় বিবেচনা করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাদের জন্ম স্বতন্ত্র কাঠগডাব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কাঠগড়ার ভিতর কেদার ঘোষকে সন্মুথে রাথিয়া অগু আসানীরা তাহার পশ্চাতে চুই সারি দিয়া দণ্ডাযমান। এই কয় মাসের মধ্যেই কেদারের অসাধাবণ পরিবর্তন হইয়াছে। যেন কোন যাত্মন্ত্রবলে তাহার সমস্ত শক্তি; সমস্ত গৌরব লুপ্ত হইয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তেজের সে স্পন্দন নাই, চক্ষুতে সে জ্যোতি নাই, মূথে সে প্রভুত্ব্যঞ্জক গান্তীর্য নাই। এখন সে যেন তাহার পূর্বমূতির জীবন্মৃত প্রতিকৃতি। দৃষ্টি নিমে নিবদ্ধ, কেবল মাঝে মাঝে যেন তাহা তাহার অজ্ঞাতসারেই অগ্ল

সরকারী উকিল মকদ্দথা আরম্ভ করিয়াই সিকদারকে সাক্ষীরূপে ভাকিলেন। সে নিম আদালতেও ক্ষমা পাইবার শর্তে সাক্ষী দিয়াছিল। তাহাকে সাক্ষীব কাঠগডাষ উঠিতে দেখিষাই কেদাব খোষেব চক্ষ নিমেষেব জন্ম ক্রোধে জলিয়া উঠিল; কিন্তু প্রক্ষণেই সে ঘুণায় মুখ ফিবাইল। যতক্ষণ তাহাব জবানবন্দী হইল, কেদাব একবাবও তাহাব দিকে চাহিল না। মনে হইল, তাহাব কথাব একটা বর্ণও যেন কেদাবেব কানে চুকিতেছে না।

তাহাব পব সাক্ষাকপে বিশ্বনাথেব ডাক ২ইল। বিশ্বনাথ দৃচ অথচ সংযত পদক্ষেপে সাক্ষাব কাঠগড়ায উঠিয়া জজ-সাহেবকে অভিবাদন কবিষা কেলাবেব দিকে চাহিল। কেলাবেব দৃষ্টি তথনও অন্ত দিকে। অক্ষভাবাক্রাপ্ত সে নযনে যেন আব দৃষ্টিশক্তি নাই। বিশু তাহাব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, তাহা সে কেমন কবিষা দেখিবে ? সে তথন তাহাব ক্রদযেব বেদনা চাপিবাব জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা কবিতেছে। সে দৃষ্ঠা দেখিয়া সমস্ত আদালত নিস্তক।

বিশ্বনাথকে সংস্থাধন কবিষা সবকাবী উকিল বলিলেন. "বিশ্বনাথ, তুমি পুলিসেব কাছে সমস্ত স্বীকাব কবিষাছ, কিন্তু নিম্ন আদালতে সাক্ষ্য দাও নাই। এথনও তোমাব সে স্ক্ৰোগ আছে। এই সব ডাকাতিব সহত্বে তুমি থাহা কিছু জান, তাহা এই মকদ্দমায সাক্ষীরূপে সত্য ও সম্পূর্ণভাবে এই আদালতে বলিতে পাব, তাহা হইলে বিচাবপতি তোমাব সমস্ত অপবাধ ক্ষমা কবিবেন।"

বিশ্বনাথ আবাব কেদাবেব মুখেব দিকে চাহিল। তাৰপৰ বলিল, "আমি যা জানতুম সব ব'লে ফেলেছি। এখন আমাব মনে আব কিছুই নেই। কি বলব ?"

কেদাব ঘোষ বিহাৎ প্রতিষ্ঠ স্থায় চমকিয়া উঠিয়া বিশ্বনাথের দিকে চাহিল। তাহার দেহ ঋজু হইয়া উঠিল, মাংসপেশী সমস্ত ফুলিয়া উঠিল, হস্তব্য মুষ্টিবদ্ধ হইল।

সরকারী উকিল বিশ্বয়ে বিশ্বনাথের মুথের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "বিশ্বনাথ, ভূমি বোধ হয় এ সম্বন্ধে কি আইন, তা ঠিক জান না। ভূমি পুলিসের কাছে যা বলেছ, এ দেশের আইন অমুসারে সেটা আদালতে গ্রাহ্ম হবে না।"

বিশ্বনাথ একটু হাসিল। বলিল, "আইন আমি সামান্ত কিছু জানি। প্লিসের কাছে যা বলেছি, আইন অমুসাবে তার যদি কোন মূল্যই না থাকে, তা হ'লে সে দোষ আমার নয়, আপনাদের আইনের। আম এক কথা ছুবার বলব না।"

"তা হ'লে তোমাকে মাপ করা যেতে পারবে না। অন্য আসামীদের সঙ্গে তোমার বিচার হবে।"

"বেশ, তাই হোক।" বলিয়া বিশ্বনাথ কেদাব ঘোষের দিকে চাহিতেই সে জলদগন্তীরস্বরে আদালত-গৃহ কম্পিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাছ—দাছ—তুই সাক্ষী দিলি না ? তা হ'লে দেখ্ এই বুড়ো হাডে এখনও কত জোর ধরি ?" বলিয়াই কাঠগড়ার গরাদে ধবিয়া সবলে টান দিল। তথন অহা সব আসামীও "জয় কালী মায়ি-কি জয়" হাঁকিয়া একসঙ্গে কাঠগড়ার রেলিংএর উপব চাপ দিতেই তাহার উপরের কাঠের বাধন খসিয়া পড়িল। পুলিস-প্রহরীবা আসামীদিগকে আটকাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তুই-তিন জন ব্যতীত সকলেই বাহিব হুইয়া পড়িল। কেদার ঘোষ সিকদারকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হুইবামাল কয়েকজন পুলিস-প্রহরী তাহাকে আক্রমণ করিল। তথন বিশ্বনাথ কাঠগড়া হুইতে বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া তাহাদের দিকে ছুটিল। সিকদার সেই স্থ্যোগে নিকটবর্তী দরজা দিয়া বাহির হুইয়া উধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

তথন দর্শকেরা হুড়াহুড়ি করিয়া আদালত-গৃহ হইতে বাহির হইতেছে।

স্থতরাং পুলিস-প্রহরীবা বন্দুক চালাইবার স্থবিধা পাইল না, কিংবা বন্দুক রাথিয়া হাত চালাইবে কি না তাহাও স্থির করিতে পারিল না। বেগতিক দেখিয়া রৃদ্ধ জজ-সাহেব হুর্গানাম শরণ করিতে কবিতে খাস-কামরায় চুকিলেন। জুরিরা যে যে দিকে পাবিল ছুটিল। কেবল শ্রীরামবাবু দূচপদক্ষেপে কেদাব খোনে. দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কেদার গর্জিয়া উঠিল, "তবে রে কলকাতার বজ্জাত!" বলিয়াই এক সিপাহীব হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া তাঁহাব মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দক উঠাইল। বিশ্বনাথ কেদারেব উন্থত হস্ত ধবিষা ফেলিয়া শ্রীরামবাবুকে বলিল, "বাবু, এখানে আমাদের ধববাব চেষ্টা কবনেন না। স'রে যান।" বলিয়া একরকম জোব করিয়াই তাঁহাকে ঠেলিয়া আদালত-গৃহহর বাহির করিয়া দিল।

কেদাব ও বিশ্বনাথকে অগ্রে রাথিয়া দম্যাদল একসঙ্গে আদালত-গৃহ হইতে ছুটিল। সমবেত জনতা ও পুলিস তাহাদের পিছনে ও হুই পাশে ছুটিল ও ইট-পাটকেল যে যাহা পাইল তাহা আগামীদের উপর ছুঁডিতে লাগিল। পুলিস ভ্য দেখাইবার জন্ম হুই-চাবিটা গুলি উপর দিকে ছুঁডিল। কিন্তু দম্যাদল ছত্রভঙ্গ হুইয়া এ-দিকে ও-দিকে পলাইবার চেষ্টা করিল না। তাহাবা সংযতভাবে একসঙ্গে ছুটিয়া চলিল।

সম্মথে ছোট নদী,—বর্ষায় থবস্রোতা। গত্যস্তর না দেখিয়। দম্যুদল
নদীর জলে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই সভয়ে দেখিল যে, নদীর
অপর পারে লোক-বোঝাই-করা কয়েকথানি ঘোডার গাড়ি তীরবেগে
ছুটিয়া আসিতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীরামবাবু পুলিস-লাইন
হইতে সিপাহী লইয়া কাছারিব ঘাটের অপর পারে আসিয়া উপস্থিত
হইয়াছেন। বিশ্বনাধ বুঝিল, আর রক্ষা নাই।

দস্মাদল নদীর প্রোতে ভাসিয়া চলিল। জনতাও নদীর কূলে কূলে তাহাদের সঙ্গে ছুটিল।

সংবাদ পাইয়া ম্যাজিন্টেট-সাহেব তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয়া কন্তা সহ নদীর ধাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদেব উভয়েবই হাতে বন্দুক।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তোমবা ধরা দাও, নইলে গুলি করব।" কিন্তু তথন কে কাহার কথা শুনে! অগত্যা তিনি নদীগর্ভে গুলি ছুঁডিলেন। বালিকাও গুলি চালাইবাব উপক্রম করিতেই তিনি বলিলেন, "Shoot but do not kill" হুই-তিন জ্বন সিপাহীকেও এরপ আদেশ দিলেন। তথন তাহারা সকলেই মাঝে খাঝে গুলি করিতে করিতে নদীর কিনারা দিয়া ছুটিল।

ইতিমধ্যে ত্ই-তিনধানা নৌকাতে সিপাহী লইয়া 'ছোট বাবাজী' আসামীদের দিকে অগ্রসব হইতেছিল।

একটা গুলি বিশ্বনাথের খুব কাছে গিয়াই পডিল। বিশ্বনাথ হাঁকিল, "দাহ, তোমরা ধরা দাও।"

কেদার হাঁকিল, "আর তুমি ?"

"আমাকে ধরে কে ?"

কিন্ত ধরা দিবাব বড আবশ্রক হইল না। ছোট বাবাজীর নৌকা নিকটে আসিতেই গুলি চালানো বন্ধ হইল। তথন আসামীরা ক্লান্ত,— হুই-চার জন জথমও হইয়াছে। একে একে আসামীদিগকে ধরিয়া নৌকাতে তোলা হইল।

বিশ্বনাথ অন্ত আসামীদের কিছু আগে ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামবাবু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কিনাবা দিয়া ছুটিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, বিশ্বনাথ চিৎ হইয়া ভাসিতেছে ও এক হাতে জল কার্টিতেছে। দেখিয়াই তিনি নদীতে লাফাইয়া পড়িলেন ও বিশ্বনাথের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বিশ্বনাথ হাত তুলিল, ও সেই এক হাত দিয়াই যেন কাহার উদ্দেশে প্রণাম করিল। প্রীবামবাবু বুঝিলেন যে, সে তাহার মাকে উদ্দেশে প্রণাম করিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ডুবো না বিশ্বনাথ, ডুবো না।"

বিশ্বনাথেব যাতনাক্লিষ্ট অধরে তাহার চিরাভ্যস্ত হাসি মেঘাস্তরে অন্তগামী স্থর্গের শেষরশ্মির মত ক্ষণতরে ফ্রিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। বলিল, "আব ডোববার বাকি কি আছে ইন্সপেক্টরবাবু ? আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। ক্ষমা করুন।"

ততক্ষণে শ্রীরামবাবু তাঁহাব সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া ক্রতবেগে বিশ্বনাথেব প্রায় কাছে গিয়াই পডিয়াছেন। উচ্চৈন্তরে বলিলেন, "বিশ্বনাথ, ডুবো না, ডুবো না। তোমার হাতে গুলি লেগেছে,— দেবে যাবে। আত্মহত্যা ক'রো না। তুমি আব একজনের জীবন-মরণেব জন্ত দায়ী, সেটা মনে কব।"

"আজ আমি সব বন্ধন থেকে মুক্তি চাই ইন্সপেক্টরবারু।"

"কিন্তু তা হবে না বিশ্বনাথ। তুমি যে আমাকে তোমার ছেলের অরপ্রাশনে নেমন্তর করেছ, সন্ধি ভঙ্গ ক'বো না।" বলিয়াই শ্রীরামবাবু বিশ্বনাথের মুহ্ছিতপ্রায় দেহ সবলে জড়াইয়া ধরিলেন।

30

যে সমস্ত আসামী ধরা পডিয়াছিল, তাহাদের বিচার শেষ হইল। ইতিহাস বলে যে, কেদার ঘোষের যাবজীবন দ্বীপান্তর হইয়াছিল; কিন্ধ কিম্বল্**তী বলে অ**শুক্রপ। বিশ্বনাথের দশ বৎসর জেলের ত্রুম হইল। অশুস্থা আসামীদেরও যথোপযুক্ত দণ্ড হইল।

বিশ্বনাথের স্বীকারোক্তি হইতেই অনেকগুলি ডাকাতির কিনারা হইরাছিল—এই কারণ দেখাইয়া শ্রীরামবাবু গভর্মেণ্টের নিকট তাহার দণ্ডলাঘবের প্রার্থনা করিলেন, ও যথাসময়ে তাহা মঞ্জুর হইল। স্বার কথনও কোন অসৎ কার্য করিবে না—এই শর্ডে বিশ্বনাথ মুক্তি পাইল।

বাবু—ড্রাইভার

পূজাব ছুটি। পাটনাব প্রাসিদ্ধ ডিটেকটিভ তাবিণীবারু সেই
সঙ্গে আব কষেক দিনেব ছুটি লইখা দেওঘব আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য—
বিশ্রাম, বায়ুপবিবর্তন, দেবদর্শন, দেওঘবে একটি ছোট বকমেব বাডি
কবিবাব জন্ত স্থান-অন্মেশ ও কন্তাব বিবাহেব জন্ত পাত্র-পবিদর্শন।
বাঙালীব ছুটিব এই দশা,—অর্থাৎ চাকবিতে থাকিলে যত থাটুনি,
ছুটি লইলে তাহাব সাত গুণ।

তাবিণীবাবুব সঙ্গে তাঁহাব বন্ধু নগেনবাবু উকিলও আসিষাছেন।
উভযে বৈজ্ঞনাথেব মন্দিব হুইতে পূজা করিয়া বাহিব হুইবাব সমন্ন
নগেনবাবু বলিলেন, "ভাই তাবিণী, দেবতাব কাছে কি প্রার্থনা
কবলে বল প প্রকাণ্ডে চকুলজ্জাব থাতিবে কিছু না বললেও মনে
মনে সকলেই দেবতাব নিকট একটা আবেদন কবে তো, তা তোমাব
সম্প্রতি আকাজ্জাটা কি প"

"থাকাজ্ঞাব তো শেষ নেই ভাই, যত দিন একবাবে ছাডচিঠি না পাই। তবে উপস্থিত দেবতাকে ব'লে এলুম, 'বাবা বৈছনাথ, যদি পাব, তা ২'লে অস্তত এই ক'টা দিন আমাব মস্তিষ্টি পুলিসত্ব থেকে মুক্ত ক'বে বাথ।' এখন দেখা যাক, দেবতা কথাটা বাথেন কি না।''

বাসায ফিবিবামাত্র ভূত্য একধানি টেলিগ্রাম তাবিণীবাবুব হাতে দিল। টেলিগ্রামের ওজনটা অমুভব কবিষাই তাহা খুলিতে খুলিতে তাবিণীবাবু বলিলেন, "দেবতা বোধ হয় প্রার্থনাটা নামজ্পুব কবলেন হে নগেন, পাটনায ফিবতে হয় বুঝি।" পডিয়া নগেনবাবুব হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখ, যা বলেছি তাই। তবে দেবতা এইটুকু ক্লপা কবেছেন যে, কাজটা এইখানেই, আর দায়িস্কটাও পুরো মাত্রায় নয়।"

নগেনবারু টেলিগ্রাম পড়িয়াই বলিলেন, "তাই তো, ছুটিতেও কাজ ? আচ্ছা চাকরি ভাই তোমার!"

"বরাত ভাই, বরাত; ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।—চল, একবার পানাটা মুরে আসি। ব্যাপারটা কি বোঝাই যাক।'

''আমাকেও যেতে হবে নাকি ?"

"তা ছাড়া আব উপায় কি বল ? তিন রাত্রি পুলিসের সঙ্গে বাস করেছ, এখন তেরো রাত্রি তার ধাকা সামলাও।"

ত্ই বন্ধু থানায় উপস্থিত হইলেন। দারোগাবাবু তথন নিবিষ্ট মনে ভাইরি লিখিতেছিলেন। তারিণীবাবুকে দেখিয়াই একটু চমকিয়া উঠিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "আহ্নন তারিণীবাবু, বস্থন। একটা বেয়াড়া কেস নিয়ে পড়েছি পরশু রাজি থেকে। ইনি কে ?"

"আমার বন্ধু নগেনবাবু—উকিল। আমরা একসঙ্গে পাটনা থেকে এসেছি।"

"বস্থন, বস্থন। তারপর **ছুটি** ভোগ করছেন কেমন বলুন ?"

"এই দেখুন ছুটির নমুনা।"—এই বলিয়া তারিণীবারু টেলিপ্রামটি দারোগাবারুর হাতে দিলেন। পড়িতে পড়িতে দারোগাবারুর বদনমণ্ডল ঈষৎ গন্তীর হইল, কিন্তু অস্তরের ভাব চাপিয়া রাখিয়া মৃত্ হাস্তের সহিত বলিলেন, "তা বেশ তো; আমার সোভাগ্য যে আপনার সাহায্য পাব। কিন্তু তদন্ত প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর বিশেষ কিছু করবার নেই, বোধ হয় ছ্ই-একদিনের মধ্যে মকন্দমা আদালতে চালান দিতে পারা যাবে।"

"ওড ডভ! তা হ'লে তো বেঁচে যাই মশাই। যা হোক, মকদমাটা কি বলুন দেখি ? এমন কি গুরুতর ব্যাপার যে আপনার টেলিগ্রাম যেতে না যেতেই হেড অফিস থেকে এই গরিব বেচাবাব ওপব এমন জকবী ছকুম এসে পডল ?"

"এই দেখন সেই মকদমাব ডাইবি লিথছি।" এই বলিষা দাবোগা-বাবু তাঁহাব কাগজপত্ত আগাইষা দিলেন।

খোক্ থাক্, ও পবে দেখব এখন। ঘটনাটা মোটাম্টি বলুন। আমাব আব কিছু কববাব আছে কি না তাই আণে দেখি।"

দাবে!গাবাৰু একটু নগেনবাৰুৰ মুখেৰ পানে তাকাইলেন। তাবিণীবাৰু জাঁহাৰ মনেৰ ভাব ৰুঝিতে পাবিষা হাসিষা বলিলেন, "ওঁব কাছে বলতে পাবেন; উনি আৰু এখন উকিল নন—দেওঘবেৰ চেঞ্জাব। কি বল হে নগেন প" বলিষা আৰু একটু হাসিলেন।

দাবোগাবাবু বলিলেন "প্রায এক বৎসব মহেন্দ্র চৌধুবী নামে পূব-বঙ্গেব এক জমিদাব বঙ্গাস টাউনে একটি বাড়িতে বায়-পবিবর্তনেব জলে বাস কবছেন। তাঁব কমচাবী বমেশও সেই বাড়িতে থাকত। সেই বমেশটি পবশু বাত্তে তাব নিজেব ঘবে খুন হ্যেছে।"

"কেমন ক'বে খুন হ'ল ?"

"ছুবিব আঘাতে। বাত্তি নটাব সময় সেই ঘবে সে চীৎকাব ক'বে ওঠে। তা শুনে একটা চাকব ছুটে গিয়ে দেখে যে, সে মেঝেতে প'ড়ে ছটফট কবছে ও একটা বক্তমাখা ছুবি একটু দূবে প'ডে বয়েছে। তাকে ওঠাতে গিয়ে দেখে যে গলা দিয়ে বক্ত বেকছে,—আব কোপাও জথম নেই। তাবপব সে মনে কবে যে ম'বে গেছে; কিন্তু মুখে একটু জল দিতেই সে একবাব মাত্ত একটু চেয়ে বলেছিল, 'বাবু—ড্রাইভাব'। তাব একটু পবেই মাবা যায়, আনি গিয়ে জীবিত পাই নি।"

তা। বাডিতে আব কে কে থাকে १

দা। কেবল মাত্র ছুজন চাকর ও একজন দরোব্বান মহেক্সবাবুর পরিবারবর্গ কলকাতায় থাকে।

তা। আর কেউ কিছু বলতে পারে ?

मा। किছुना।

তা। বাবু ?

দা। তিনি তো সদাই অস্ক্ষয়। বলেন, তিনি তথন নিজের ঘরে যুমুচ্ছিলেন। একটা চাকর গিয়ে ডাকতেই বেরিয়ে এসে এই কাণ্ড দেখলেন, আর তথনই ধানায় থবর পাঠিয়ে দিলেন।

তা। ড্রাইভারটি কে, কিছু খোঁজ পেয়েছেন ?

দা। হাঁা, মহেক্সবাবুর সঙ্গে এসেছিল। রমেশ তাকে দেখতে পারত না,—কেন, তা কেউ বলতে পাবে না; ছুজনে মাঝে মাঝে থ্ব ঝগডা করত সামান্ত ছোটখাট ব্যাপাব নিয়ে। রমেশের কথাতেই প্রায় পনরো দিন আগে মহেক্সবাবু তাকে জবাব দেন। বমেশের কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে ব'লে সে তার চাকরি যাবার পবেও ছ্-তিন দিন এখানে এসেছিল। কিন্তু বমেশ তাকে বকাবকি ক'বে তাডিয়ে দিত। খুনের দিনও সন্ধ্যাবেলায় সে এসেছিল, আব রমেশ তাকে সেই রকম বকাবকি করেছিল।

তা। ড্রাইভারটিকে কি পেয়েছেন ?

দা। হাা, সে এখন হাজতে।

তা। কি বলে ?

দা। কিছু না,—সব অস্বীকার। তবে সেদিন ওথানে যাওযাটা স্বীকার করে। যাক, মোটের উপর প্রমাণ মন্দ নয়, এতেই তাকে দায়রা পর্যন্ত যেতে হবে,—কি বলেন ?

তারিণীবারু কি যেন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "যদি আপনার তদ্ত

শেষই হযে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বোধ হয় আব আমার সাহায্যের দবকাব নেই। আপনি যদি সেই ব'লে আপনাব সাহেবকে একটা টেলিগ্রাম ক'বে দেন, তা হ'লে আমি আব এতে হাত দিই না। নগেন ভাষাব সঙ্গে হুদিন নিশ্চিম্ক মনে হাওয়া থেষে বেডাই।"

দারোগাবাবুবও তাই ইজ্ছা, কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি সন্ধত হইতে পাবিলেন না। বলিলেন, "তা কেমন ক'বে হবে তারিণীবাবু ? বুঝতে পাবছেন তো,—বড়লোকেব বাড়িতে খুন, কাজেই মকদ্দমাটার একটু বিশেষত্ব আছে, তা না হ'লে আর হেড অফিস থেকে আপনার ওপব এ হকুম আসে ? আপনি যথন এথানে আছেন তথন একবাব দেখুন, যদি আসামীব বিক্লছে আব কোনও প্রমাণ বেব কবতে পাবেন।"

তাবিণীবাবু প্রত্যুত্তবে একটি লম্বা বকমেব "হুঁ" দিয়া বলিলেন, "তা হ'লে একবাব আপনাব আসামীটিব সঙ্গে জেলপানায দেখা কবতে হয়। যথন বলছেন তাকে দায়বা পর্যন্ত যেতেই হবে, তপন দেখি যদি বেচাবাকে আব ফিবে এসে কষ্ট ক'বে ড্রাইভাবি কবতে না হয় তাব কোন ব্যবস্থা কবতে পাবি কি না। আপনি ততক্ষণ ডাইবিটা শেষ ক'বে ফেলুন। আমি জেলপানা পেকে এসে আপনাকে সঙ্গে নিষে একবাব মহেক্সবাবুব বাড়িটা দেপে আসব। কি বলেন প" তাবপব নগেনবাবুব দিকে চাহিষা বলিলেন, "তুমি এইখানেই একটু থাক হে ভাষা। আমাদেব সঙ্গে আজ না হয় কিছু তদন্তই কবলে।" এই বলিষা তিনি বাহিব হইয়া গেলেন।

প্রায এক ঘণ্টা পবে তারিণাবাবু যথন থানায ফিবিয়া আসিলেন, তথন তাঁহাব ভাবটা যেন একটু গম্ভীব।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, "আব কিছু বললে ?"

"না, নজুন এমন কিছুই নয়। চলুন, একবার ঘটনাস্থলটা দেখে আসি।" এই বলিয়া তিন জনে বাহির ছইয়া গেলেন।

মহেক্সবাবুর বাড়িটি একতলা, দক্ষিণদারী, বেশ উঁচু, সামনের বারান্দার পিছনেই হল্, তাহার প্রত্যেক পাশে হুইথানি করিয়া ঘর ও পিছনে ঘেরা বারান্দা, অতএব সেটিও একটি ঘরের মত। পশ্চিম দিকে যে হুইথানি ঘর, তাহার একটিতে মহেক্সবাবু জমিদারি-সংক্রাস্ত কাজকর্ম করিতেন ও অন্তটিতে রমেশ এবং জমিদারির কাগজপত্র থাকিত। হলের পূর্ব দিকের ঘর হুইথানি মহেক্সবাবুর বসিবার ও শুইবার ঘর। বাড়ির উত্তরে ও পশ্চিমে প্রায় দেওয়ালেব কাছ পর্যন্ত সব্জির বাগান। মহেক্সবাবুর কাজ করিবার ঘর সন্ধ্যা হইতে বন্ধ থাকে, স্মৃতরাং রমেনের ঘরে সন্ধ্যার পর যাইতে হইলে হলের ভিতর দিয়া কিংবা মহেক্সবাবুর শুইবার ঘর ও উত্তরের বারান্দা দিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই; তবে জানালার গরাদে নাই, সেই জন্ম জানালা দিয়া বমেনের ঘরে চোক্য কিংবা ঘর হইতে বাহির হওয়া অসন্তব নয়।

রমেশের চীৎকার শুনিয়া যে চাকর হলের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে আদে, সে কাহাকেও বাহির হইয়া যাইতে দেখে নাই। এবং সামনের উঠানে আর একজন চাকর ও দারোয়ান বিসয়া গল্প করিতেছিল, তাহারাও কাহাকেও বাড়িতে চুকিতে কিংবা বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখে নাই। স্থতরাং দারোগাবারু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হত্যাকারী জানালার ভিতর দিয়া আসিয়াছিল ও সেই দিকেই বাহির হইয়া গিয়াছে।

ঘরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং রমেশ কোথায় পড়িয়া ছিল ও ছুরিথানা কোথায় ছিল ইত্যাদি দারোগাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তারিণীবাবু প্রথমেই সেই চাকরকে ডাকিলেন। তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে নয়ন তুইটি রীতিমত অশ্রুসিক্ত করিয়া ও তুই একটা দীর্যখাসমিশ্রিত খেলোজির ভূমিকা করিয়া রমেশের গুণকীর্তন আরক্ত করিলে তারিণীবাবু ধীরভাবে বলিলেন, "বাপু, সে তো আর ফিরবে না। এখন ভূমি এসে কি দেখলে আর শুনলে তাই বল।"

তথন সে বলিল, ''বাবু, আমি বাবুর বস্বার ঘরের দরজা বন্ধ করতে আসছিলুম। বাবেনায় ওঠবার সময় রমেশবাবুর চীৎকার শুনতে পেলুম, আব তথনই হলের ভিতর দিয়ে ছুটে তাব ঘরে গিয়ে দেখলুম যে, সে মেঝেতে প'ড়ে ছট্ফট্ কবছে। আমি তাব মুখে একটু জল দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাবু, কি হয়েছে গ' বললে, 'বাবু—ডুইভার।' আব কিছু বলতে পারলে না।''

তাবিণীবার বলিলেন, "থাম, থাম। সে এই ব'লেই চুপ করলে, না, তাব আরও কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বলতে পারলে না—এই রকম মনে হ'ল ?"

"হাঁ বাবু, আরও কিছু যেন বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু বলতে পাবলে না

"আঞ্ছা, তারপব ?"

"তথন তাকে তুলতে গিয়ে দেখলুম, তার গলা দিয়ে রক্ত বেরুচেছ,—আর ছুরিখানা ঐখানে প'ড়ে আছে। এই দেখে আমার বড ভয় হ'ল। আমি আর কিছু না ক'রে তখনই বাবুর ঘরে ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিলুম।"

তা। বাবুর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, না, থোলা ছিল ?

চা। বন্ধ ছিল, বাবু ছুমিয়ে পড়েছিলেন। তিন-চার ডাকের পরে উত্তর দিলেন।

তা। তিনি কি রোজই ঐ সময় খুমোন ?

চা। তার কিছু ঠিক নেই। কোন কোন দিন দশটার মধ্যেই খুমিশ্বে পড়েন; আবার কোন কোন দিন দেরিও হয়।

তা। ড্রাইভার সেদিন কথন এসেছিল ?

চা। সন্ধ্যের একটু পরেই। রমেশবাবুর সঙ্গে খুব বকাবকি হয়। তারপর সে বাবুর ঘ্রে গিয়ে তাঁকে অনেককণ ধ'বে কি সব বলেছিল।

তা। কি বলেছে তুমি শুনতে পেয়েছিলে?

চা। ঠিক তুনতে পাই নি। কারণ আমি তথন বারাঘবে ছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারলুম যে রমেশবাবুর কথাই বলছে।

তা। রমেশ তথন বাবুর ঘরে আসে নি ?

চা। না। ড্রাইভারের সঙ্গে বকাবকি ক'রেই রমেশবারু বেবিযে গেলেন, আর ফিরে আসার প্রায় প্রবা মিনিট পরেই এই কাও।

তা। ড্রাইভারকে তোমরা বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে ?

চা। হাা বাবু, আমরা সকলে তাকে বেরিয়ে যেতে দেপেছি,—
আর আসতে দেখি নি।

তা। ছুরিখানা কোথায় থাকত ?

চা। বমেশবাবুর এই টেবিলের ওপর।

তা। আচ্ছা, তুমি যাও। বাবুকে থবর দাওগে যে, আমবা এসেছি। শুনলুম; তাঁর শরীর ভাল নেই,—আমরা তাঁর ঘবে গিষেই তাঁর সলে দেখা করতে ইচ্ছা করি।

চাকর চলিয়া গেলে তারিণীবাবু দারোগাবাবুকে বলিলেন, "দেখুন, 'ড্রাইভার' তো এক রকম বোঝা গেছে। কিন্তু ঐ যে 'বাবু' কথাটা বলেছে, তার কোনও একটা অর্থ কিছু খবতে পেরেছেন কি ?''

দারোগাবারু যেন একটু গোলমালে পড়িলেন। এটা যে তাঁহার মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু তিনি ইহার মীমাংসা কিছুই করিতে পারেন নাই। স্থতরাং উদয় হইবামাত্র চাপা দিয়াছিলেন। নগেক্সবাবু আইন-ব্যবসায়ী, অতএব কোন একটা জটিল প্রশ্ন হঠাৎ উপস্থিত হইলে অবিলম্বে তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে। তিনি বলিলেন, "এটা এমন কিছু অসাধাবণ নয়। রমেশ তো তথন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায়, তার এটা মনে করা অসম্ভব নয যে বাবুই তার চীৎকাব শুনে তার ঘরে এসেছেন।"

দাবোগাবাবু যেন হাঁপ ছাডিয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, 'হাঁা হাঁা, তা তো ঠিক, তাই-ই।"

তারিণীবাবু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার অভ্যাসমত একটি হুঁ দিলেন ও বলিলেন, "তা হ'লে, মৃত্যুকালেও যদি একটা লোকের মনে হয় যে, বাবুবই সকলের আগে আসা সম্ভব, তথন আমরা এতগুলো সঞ্জীব লোক খুব ক'রে ভেবে-চিস্তে বোধ হয় সে অন্থয়ানটা করতে পারি।"

দারোগাবার একটু জোরেব সহিতই বলিলেন, "হাা, সে অমুমানটা ঠিক হ'ত যদি বাবু জেগে থাকতেন। কিন্তু ঐ তো শুনলেন তিনি ঘুমুচ্ছিলেন। তিনি নিজেও তাই বলেন।"

তারিণীবাবু আর একটি ছঁ দিলেন।

ঘরের জানালাটি বেশ করিয়া দেখিয়া তারিণীবারু বাহিরে আসিলেন ও বাডির পশ্চিম ও উত্তর প্রাপ্ত সংলগ্ন সব্জীর বাগান দেখিলেন। বাগানের মাটি আলগা ছিল ও ঘটনার দিন বৃষ্টি হইরাছিল। দারোগাবারুর নিকট শুনিলেন যে, কোথাও পদচিক পাওয়া যায় নাই। দারোগাবারুর বিশ্বাস, হত্যাকারী বাগানের মধ্য দিয়া যাতায়াভ না করিয়া বাটির প্রাচীরের ধারে ধারে গিয়া পূর্ব দিকের দেওয়াল টপকাইয়া পলাইয়াছে। তারিণীবারু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে দেখছি, সে আপনার-আমার চেয়েও বড ডিটেকটিভ। ডাইভারি না

ক'রে যদি আমাদের লাইনে আসত, তা হ'লে আজ আসামী না হয়ে রায় বাহাছর হয়ে যেত। চলুন, একবার গৃহস্বামীকে দর্শন করা যাক।" তারপর নগেনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার আর আমাদের সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই হে নগেন। তুমি ততক্ষণ বারান্দায় ব'সে দেওঘরের হাওয়া থাও।"

মহেক্সবাবুর ঘরে চুকিয়াই স্থান্স ডিটেকটিভ যেন কোন মন্ত্রবলে নিজের সমস্ত ভাবভঙ্গী বদলাইয়া ফেলিলেন। আর চক্ষুর সে জ্যোতি নাই, মুখে সে বুদ্ধিমন্তার বিকাশ নাই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন নডিতেই চায় না। দারোগাবাবু তারিণীবাবুর পরিচয় দিলেন। মহেক্সবাবু একথানা চাদর গায়ে ঢাকা দিয়া শুইয়া ছিলেন। তিনি ঠাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন ও শরীর অস্তম্ব থাকায় তিনি এতক্ষণ ঠাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই সেজক্স ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসিবার চেয়ার ছুইটি মহেক্সবাবুব বিছানা হইতে কিছু অস্বাভাবিক রক্ষের দ্বে রাথা হইয়াছিল। দাবোগাবাবু একথানা চেয়ার টানিয়া বিছানার আরও কাছে লইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তথনই তারিণাবাবু থপ করিয়া অক্টাতে বসিয়া পডিলেন; অগত্যা দারোগাবাবুকেও সেইথানেই বসিতে হইল।

মহেক্সবাবুর বেশ স্থগঠিত দেহ, বয়স অমুমান প্রতাল্লিশ বৎসর।
দেশে প্রায় যান না, কলিকাতাতেই থাকেন; কিন্তু সম্প্রতি সেথানে
শরীর ভাল না থাকায় প্রায় এক বৎসর দেওঘরে আছেন। রমেশ তার এন্টেটে চার-পাচ বৎসর কাজ করিতেছিল, এবং ড্রাইভারকে তিনি কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলেন। ছুইজনে প্রায়ই ঝগড়া করিত। শেষে বিরক্ত হইয়া তিনি ড্রাইভারকে কিছুদিন পূর্বে জ্ববাব দিয়াছেন। তাবিণীবাবু শুনিতে শুনিতে অক্সমনস্কভাবে নিজের মনে মনেই যেন বলিলেন, "তা হ'লে ড্রাইভাবটা বড বদ লোক।"

দা না, আমার তো তাকে বদ লোক ব'লে মনে হ'ত না, বমেশই যথন-তথন পিটিমিটি কবত। আমি তাকে ছাডাতাম না, কিন্তু সম্প্রতি এমন বাডাবাডি হযে উঠেছিল যে নিতাস্ত িবক্ত হযেই আমি একজনকে সবালাম।"

তাবিণীবাৰু সেইভাবে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কাব ওপৰ বিবক্ত হয়ে প ডুাইভাবেৰ ওপৰ ?"

মহেক্সবাৰ একটু ইতন্তত কবিষা বলিলেন, "না, ঠিক তা নয়,—তবে হাঁয়, তা বই আৰু কি ৭"

তাবিণাবাবু বলিলেন, "তা যাক, আপনাব শবীব থাবাপ, আপনাকে আব বিবক্ত করব না। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কবি। বমেশ মাবা যাবাব আগে 'বাবু—ডুাইভাব' এই কথাটা বলেছিল। সে সম্বন্ধে আপনাব কিছু মনে হয় কি ?"

"দেখুন, ওটা আমাব মোটেই বিশ্বাস হয় ন। ও চাকব ব্যাটা পাডাগেঁযে লোক, কি শুনতে কি শুনেছে; হঠাৎ এই কাণ্ড দেখে-শুনে তার কি আর মাথাব ঠিক ছিল গ"

"ঠ্যা, তা তো ঠিকই।"

"দেথুন, আমাব তো মনে হয—" বলিষাই মহে**জ**বারু চুপ কবিলেন_ী। ''কি মনে হয় প''

"না না, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আপনারা কেস দেখছেন, আমাব কিছু বলা উচিত নয়।"

"বলুনই না। তাতে আর দোষ কি ?"

"আচ্ছা, আপনি যথন বলছেন, তথন বলি। আমার মনে হয়, রমেশকে কেউ মারে নি। সে নিজেই গলায় ছুরি মেরেছে।"

ভিনিয়া দারোপাবারু গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বলেন কি মশাই! নিজেই ছুরি মারলে ছুরিখানা কথনও অত দ্রে গিয়ে পডতে পারে ?"

তারিণীবাবু বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখাইয়া বলিলেন, "তা না হয় পড়ল। আচ্ছা, রমেশ আত্মহত্যা করবে কেন ? কিছু কারণ ছিল কি ?"

"তা তো কিছু বলতে পারি না। তবে আজকাল ধুবকদের মনে কথন কি ভাব উদয় হয় তা তো বলা যায় না,—নানারকম কারণ অহুমান করা যেতে পারে।"

দারোগাবারু বলিলেন, ''কেন ওসব বাজে কথা বলছেন মশাই ? ডাব্রুবারী পরীক্ষায় স্পষ্ট বলছে যে, আত্মহত্যা নয়। আপনি আমি আত্মহত্যা বললেই তো হবে না।"

তারিণীবাবু একটু অলসভাবে কড়ির পানে তাকাইয়। বলিলেন,
"তা আত্মহত্যাও হতে পারে,—কার মনে কথন কি ভাব ওঠে তা তো
বলা যায় না।" তারপর একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, "ঘুম পাচেছ যেন।" এবং মহেক্সবাবুর শয্যার উপর রক্ষিত পানেব ডিবার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "একটা পান থেয়ে ঘুমটা ছাড়িযে নিলে হ'ত।"

"নিন না, নিন না।" বিশিষা মহেক্সবাবু তারিণীবাবুর মুথের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু তাঁহার চেয়ার ছাডিয়া উঠিবার কোন উদ্ভাম না দেখিয়া অগত্যা নিজে উঠিয়া বিশিয়া ডিবাটা শয্যাপার্শ্বস্থ টিপয়ের দিকে বাডাইয়া দিলেন। তারিণীবাবু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া "আহা! আপনি কেন উঠলেন ?" ইত্যাদি বলিতে বলিতে তাঁহার হাত হইতে ডিবাটি লইলেন।

মহেক্সবাবুর হাতের দিকে তাকাইয়াই তারিণীবাবু চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। সে দিকে আর দৃষ্টি না দিয়া মহেক্স-বাবুর গলায় জড়ানো কন্ফার্টারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "গলায় ব্যথা হয়েছে বৃঝি ?"

"হাঁন, ঠাপ্ডাটা বেশই লেগেছে।" এই বলিয়া মহেক্সবাবু মৃদ্ধ রকমেব ছুই-একটা কাশি ছাডিলেন। কাশিতে কিন্তু সদির ভাব বিশেষ কিছু বোঝা গেল না।

তাবিণীবাবু পান ধাইয়া ঘুম তাডাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, তথন গৃহস্বামী যেন ঈষৎ উৎকণ্ডিতভাবে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তা হ'লে কেসটা কি রকম বুঝছেন ?"

িটিক ক'বে তো এপনও কিছু বুঝি নি। তবে দেখি সব ভেবে-চিস্তে।"

"দেখুন। আমার তো মশাই হাত-পা আসছে না। একে শরীর ধারাপ, তাব ওপব এই বিপদ। আহা! ছোঁডাটা ষেমন ভাল ছিল মশাই, বড কাজের লোকও ছিল—"

তারিণীবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "তাই নাকি ? খুব কাজের লোক ছিল ?"

"হাঁন মশাই, কাজকর্ম খুব ভালই করত,—আমার ভান হাত ছিল। মেজাজটা কিছু উগ্র ছিল, হঠাৎ খুব রেগে উঠত।"

"ঐ বকম মেজাজের লোকই ছুরি চালায়,—তা অন্তের গলাতেই হোক, কি নিজের গলাতেই হোক।" এই বলিয়া তাবিণীবারু আর একটা পান থাইলেন। দারোগাবারু মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন ও তাবিতেছিলেন, ইনিই পাটনার নামজালা ডিটেকটিভ! এতক্ষণ বাজে ব'কে, হাই তুলে আর পান থেয়ে সময়টা নই করলে! বলিলেন,

"চলুন তারিণীবাবু, তা হ'লে আমরা বাকি গ্জন চাকরকে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা সেরে ফেলি।"

আসিতে আসিতে তারিণীবারু দারোগাবারুকে বলিলেন, "অগ্র চাকর-বাকরকে জিজ্ঞাসা করবার বিশেষ আবশ্যক দেখি না। তারা আব নজুন কি বলবে ? আছো, আপনি এখানে আসার পর থেকে রমেশের ঘরটায় কি বরাবর পাহারা বেথেছেন ?"

হাঁ, কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি; ছুজন কন্টেব্ল পালা ক'রে পাহারায় আছে।"

"ভাকুন তো একবার সেই কন্স্টেব্ল ছটিকে।"

ঘরে কেহ ঢুকিয়াছিল কি না জিপ্তাস। করিতেই তাহারা সমস্ববে বলিয়া উঠিল, "নেহি হজুর, কিসিকো আনে নাহি দিয়া।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু ঘরে ঢোকবাব কেউ চেষ্টা করেছিল কি না ?"

তাহাদের মধ্যে একজন একটু ভাবিয়া বলিল, "হাঁ স্বজুব, এ বাড়িকা বাবু আজ মাট বাজে এ ঘরকা দবওয়াজা পব আয়াথা, লেকিন ঘরমে হমকো দেথকে চলা গিবা।"

তারিণীবাবু তাঁহার অভ্যাদমত লম্বা একটি 'হুঁ' দিয়া দাবোগা-বাবুকে বলিলেন, "মরটা একটু ভাল ক'বে তল্লাশি করতে হবে।" দারোগাবাবু বলিলেন যে, তিনি খুব ভাল করিয়াই তল্লাশি করিয়াছেন এবং আর কিছু করবাব আবশুক আছে মনে কবেন না।

তারিণীবাবু বলিলেন, "তা তো নিশ্চর্যই করেছেন, কিন্তু আমার এটা একটা বদ অভ্যাস ব'লে মনে ক'রে নেবেন যে, আমি কোন কেস্ তদস্ত করতে গেলে প্রায়ই তল্লাশিটা একবার নিজে ক'রে নিই।" এই বলিয়া তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মেঝেট বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন; তারপর নগেনবাবুকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া কন্দেব্লদিগকে বলিলেন, "বাবা, এ আলমারিগুলো একটু সরাও তো; তলাটা একবার দেখে নিই।"

ঘরের মধ্যে পাশাপাশি সুইটা আলমারি ছিল। একটা সবানো হইল, তাহার তলায় কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু অন্তটা সরাইতেই তাহার তলায় কি যেন একটা চক্চকে জিনিস অাছে মনে হইল। তারিণীবাবু অতি মনোযোগের সহিত প্রত্যেক জায়গা দেখিতেছিলেন। ইহা দেখিয়াই সহর্ষে দারোগাবাবুকে ভাকিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি, ওটা কি ?"

দারোগাবাবু ঈষৎ হাস্তের সহিত বলিলেন, "আলমারির নীচে আবার কি আবিষ্কার কবলেন ?'' কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মুখ অস্বাভাবিকরূপ গণ্ডীর হইয়া উঠিল, কারণ ইতিমধ্যে কন্স্টেব্লরা আলমারিটাকে আর একটু সরাইল, তথন স্পষ্টই দেখা গেল যে সেটা একটা হীরে-বসানো আংটি।

তারিণীবারু একবার দারোগ।বারুর দিকে চাহিলেন, তারপর আংটিটি উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "থাক, আজ বদ অভ্যাসটায় বড় কাজ দিরেছে মশাই। এর সঙ্গে একটা টিকিট লাগিয়ে নগেন ভায়ার ও একজন কন্স্টেব্লের সই করিয়ে নিন।"

নগেনবাৰু বলিলেন, "কেন ভাই, আমাকে আবার জড়াও ?"

তাবিশীবাবু বলিলেন, "ক্ষতি কি ? বিনা ব্যয়ে আর একবার দেবদর্শন হয়ে যাবে হে।" তারপর দারোগাবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন, কন্টেব্লদের সাবধান ক'রে দিন যেন আংটির কথা কাউকে না বলে। এখন আমাদের তদস্ত এক রকম শেষ হয়ে গেল। আমি একবার গৃহস্বামীর কাছে বিদায় নিয়ে আসি। আপনি ততক্ষণ টিকিটটা লিখে ফেলুন।" দারোগাবারু বলিলেন, "আংটিটা একবার মহেন্দ্রবার্কে দেখাবেন না ? কার আংটি—তিনি কি বলেন।"

"তাড়াতাড়ি কি ? দেখালেই হবে এর পর যথন হয় একবার।" বলিয়া তারিশীবাবু উঠিলেন।

লারোগাবারু অবাক হইয়া তাঁহার মুধের দিকে চাহিলেন। ভাবিলেন, আচ্ছা তদস্ত হইতেছে যা হউক!

মহেক্সবাবুর ঘরে গিয়া তারিণীবাবু আর একটি পান ধাইলেন ও পূর্বের স্থায় অর্থশৃন্ম দৃষ্টিতে তাঁহার মূথের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এখন চললুম মহেক্সবাবু, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। দারোগাবাবুর সলে আর একটু পবামর্শ ক'রে যা হয় আপনাকে কাল বলব।'

"মোটেব ওপর কি বুঝলেন? আত্মহত্যা নয় কি । সেইটেই তো সন্তব।"

"হাা, আমারও কতকটা তাই মনে হয়। আর সেইটে হ'লেই আমি বেঁচে যাই। দেখুন না, এই কটি দিনের ছুটি নিয়ে এলুম কিনা মেয়েব বিয়ের যোগাড় করতে, আর আসতে না আসতেই এই বঞ্চাট।"

"কোথায় মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন ?"

"পাত্রটি দেওর্ঘরেই এসেছে; তাঁদের সঙ্গে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, অগ্রহায়ণ মাসে বিষে হবে। তাই মনে করছিলুম, একবার কলকাতায় গিয়ে ছ্-এক জায়গা দেখে-শুনে গয়নার অর্ডার দিয়ে আসব। কিন্তু তা আর হয় না দেখছি।"

"কেন হবে না? তদস্ত তো এক রকম শেষই হয়ে গেল। কাল কি পরশ্ত একবার চ'লে যান না।" "হাঁা, একবার গেলে হ'ত, কিন্তু কোন দোকানদারের সঙ্গে তো জানাশোনা নেই; নতুন লোক দেখলে ঠকাবার চেষ্টা করবে।"

মহেক্সবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁয় মশাই, আপনার। পুলিস, আপনাদের ঠকাবে! আচ্ছা, যদি কলকাতায় যান তা হ'লে একবার রাধাবাজ্ঞারের বোস্ অ্যাণ্ড সন্সের দোকানটা দেখতে পারেন। তারা জিনিসটা খাঁটি দেয়, তবে দাম একটু বেশি নেয়।"

"আপনার সঙ্গে জানাশোনা আছে নাকি ?"

"হাা, তা আছে। তাদের কাছ থেকে আমিও জিনিসপত্র নিই।"

"বেশ, বেশ, তা হ'লে অন্ধূগ্রহ ক'রে তাদের একটু লিখে দিন
না যে, আমার যা জানবার দরকার হবে তাঁরা জানাবেন।" এই বলিয়া
তিনি নিজের পকেট হইতে একটু কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন বাহির
করিয়া মহেক্রবাবুকে দিলেন। মহেক্রবাবু সেই রূপ লিখিয়া দিলেন।
যথন তিনি লিখিতেছিলেন, তখন তারিণীবাবু স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার
অঙ্গুলি দেখিয়া লইলেন। চিঠিখানি লইয়া পকেটে রাখিয়া বলিলেন,
"বোধ হয় আপনার কাছ খেকে চিঠি নেওয়া পর্যন্তই শেষ। ছুটিটার যে
রক্ম নম্না দেখা যাজেই, তাতে আর কিছু হবে ব'লে মনে হয় না।"

বাহিরে আসিয়া দারোগাবাবুর নিকট হইতে আংটিটা লইয়া তারিণীবাবু বলিলেন, "এটা এখন আমার কাছে থাক্। যদি ইতিমধ্যে আর একবার ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা করতে পারি, তা হ'লে তাকে দেখাব। এখন আর এ মকদমায় আপনার কিছু করবার দরকার নেই। আমি কাল থানায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

তারপর নিজের বাসার নিকট আসিয়া নগেক্সবাবুকে গাড়ি হইতে নামাইয়া দিয়া চুপি চুপি তাহাকে বলিলেন, "আজ আর বাসায় যেতে পারব না;—কাউকে কিছু ব'লো না।" "সে কি ? এত বেলা হয়েছে, থেয়ে যাবে না ?"

"না ভাই, আজ দেওঘরেব অর অদৃষ্টে নেই।" এই বলিয়া ট্যাক্সিতে কাছারির দিকে চলিয়া গেলেন।

সেদিন তারিণীবাবু নিক্দেশ। নগেক্সবাবু মনে করিয়াছিলেন যে,

অন্তত রাজেও তিনি ফিরিবেন। কিন্তু অনেক রাত্রি পর্যস্ত অপেক্ষা
করিয়া তিনি হতাশভাবে শুইয়া পড়িলেন। পবদিন বৈকালে তারিণীবাবু
দর্শন দিলেন। তথন তাঁহার মুখ শুদ্ধ, চক্ষু লাল, দেখিলে মনে হয় খ্ব
ক্লান্ত। সক্ষে চাদরে বাঁধা একটা পোঁটলা। নগেক্সবাবু বলিলেন, "যা
হোক, শেষ পর্যন্ত ফিবলে এই ভাগ্যি। আচ্ছা চাকরি ভাই তোমার!

আমি তো মোটেই পছন্দ কবি না।"

তারিণীবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাা ভাই, সে সহস্কে দেশের চোর-ডাকাত তোমার সঙ্গে একমত।"

মহেন্দ্রবাবুর ব্যারামটা পূবদিন বৈকাল ও রাত্তি হইতে কিঞ্ছিৎ ভাল ছিল, কিন্তু আজ সকাল হইতে আবার জাঁকাইয়াছে। স্মৃতরাং যথন তারিনীবাবু ও দারোগাবাবু তাঁহাব ঘবে গিয়া চুকিলেন, তথন তিনি পূর্বদিনের ন্তায় আপাদগলদেশ ঢাকা দিয়া শ্যাগত। শুইয়া শুইয়াই অভ্যাগতদিগকে সহান্তে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু তারিনীবাবুর দিকে তাকাইয়াই তাঁহার মৌথিক হাসি মুথে মিলাইয়া গেল। তারিনীবাবুর চক্ষুতে আর সে অর্থহীন আলগুব্যঞ্জক দৃষ্টি নাই, মুথে সে বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ নাই, অঙ্গপ্রত্যক্ষে সে শিথিলতা নাই; একেবারে সম্পূর্ণ রূপান্তর, যেন কোন বৈহ্যতিক শক্তি তাঁহাব স্বাঙ্গ এক অমাম্বিক তেজে ভরিয়া দিয়াছে। নয়নে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য, বদনে গান্তীর্য ও দৃঢ্তা, বাক্যে সংখ্য।

প্রতিনমস্কাব করিয়া বলিলেন, "আজ কেমন আছেন মছেন্দ্রবার ?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে মহেজ্রবারু চমকিষা উঠিলেন, কিন্তু তথনই সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না, দাদি দেই বক্মই। গলার ব্যথাটা যেন বেড়েছে মনে হচ্ছে।" তাবপর একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার তদন্তের আব কি হ'ল বলুন ? বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে।"

"বোধ হয় নয, নিশ্চয়।"

"তা হ'লে কি বুঝছেন ? আত্মহত্যাই ঠিক ?"

"না, আত্মহত্যা নয ;—ছুবি মেবে খুন।"

"আঁয়! বলেন কি!" বলিষা মহেক্সবাবু একটু চমকিয়া উঠিলেন।
দাবোগাবাবুও চমকিয়া উঠিলেন, কাবণ তিনি হঠাৎ এইরূপ মস্তব্য
তাবিণীবাবুব নিকট প্রত্যাশা কবেন নাই।

"ঠিকই বলছি।"

মহেক্সবাবু একটু আবেগ ভবে বলিলেন, ''সর্বনাশ। আমাব বাডিতে ছোঁডাটা খুন হযে গেল! যদি তাই হয তাবিণাবাবু, তা হ'লে যে খুন কবেছে তাব উপযুক্ত ব্যবস্থা কবতেই হবে ।

দাবোগাবাবু যেন আপনা ২ইতেই বলিষা উঠিলেন, "তাকে তো ধবা হয়েছে।"

তাবিণীবাবু সেইরপ গণ্ডীবভাবে বলিলেন, "না, এথনও হয় নি, তবে এথনই হবে।" এই বলিয়া তিনি মহেক্সবাবুব উপব এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন। সে দৃষ্টিব সন্মুখে মহেক্সবাবুর হাদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি যথাসম্ভব আক্ষ্মংযম কবিয়া বলিলেন, "কোণায় ধবা হবে ?"

"এই বাড়িব মধ্যেই।" এই বলিয়া মহেক্সবাবুকে আব কোন চিস্তার অবসর না দিয়াই তারিণীবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাব থাটের উপর গিয়া বসিলেন ও পকেট হইতে সেই আংটি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই আংটিটা কার বলতে পারেন ?"

মহেন্দ্রবাবু আংটি দেখিষাই শিহ্রিয়া উঠিলেন; কিছু যথাসভ্তব সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, "তা তো বলতে পারি না।"

"মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করবেন না মহেক্সবাবু। ভাল ক'েব দেখুন দেখি, এ আপনার আংটি কি না!"

মহেক্সবাব্ আংটিটা একটু নাডিয়া-চাডিয়া দেপিয়া বলিলেন, "না. এ তো আমার আংটি নয়।"

"আপনাকে আর একবার সত্যি কথা বলবাব স্থাগে দিচ্চি। এখনও বলুন, এ আপনাব আংটি কি না!"

"কই, তা তো শ্ববণ হচ্ছে না।"

"আচ্ছা, শরণ করিষে দিচ্ছি। দেখুন দেখি, এ আংটি আপনি বেশ্স আ্যাণ্ড সম্পের দোকান থেকে ১৯৩২ সালে ১৪ই ফেব্রুষাবি কিনেছিলেন কি না ?" এই বলিয়া তারিণীবাবু কন্সেব্লকে ডাকিলেন ও তাহাব হাত হইতে একটি কাপডে-জডানো প্যাকেট লইষা তাহাব মধ্য হইতে একটি থাতা বাহিব কবিয়া তাহাব একটি পাতা মহেক্সবাবুকে দেখাইষা বলিলেন, "এখনও অস্বীকাব করতে চান ?"

মহেক্সবাবুর মুথ শুকাইয়া গেল, বুক তুরত্ব কবিতে লাগিল, সদি-জ্বব অপ্রাহ্ম করিয়া গা দিয়া ঘাম ছুটিল।

"আর গোপন করার চেষ্টা বৃথা; যা হ্যেছিল ব'লে ফেলুন। আপনি কেন রমেশকে ছুরি মারলেন ?

মহেক্সবাবৃ প্রায় ক্লক্ষাসেই বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান।" তারপব ক্ষণমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "আমি কিছুই জানি না তারিণীবাবৃ। কেন আপনি আমাকে এসব বলছেন ?"

"কিছুই জানেন না ?" "না, আমি কিছুই জানি না।"

"আছা, আপনাব গলার কক্ষণারটা খুলুন দেখি একবার।" এই বলিয়া তারিণীবাবু নিজেই জাঁহার গলার কাপড়া। সরাইয়া দিয়া কক্ষণাবটা খুলিয়া ফেলিলেন। তথন দেখা গেল যে, গলায় জখমের চিহ্ন ও খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে। দাবোগাবাবু ইহা দেখিয়াই লাফাইয়া উঠিলেন ও আকস্মিক বিশ্বযে একবার মহেক্ষবাবুর দিকে ও একবার তারিণীবাবুর দিকে চাহিলেন।

সেই সময় তারিণাবার বলিলেন, ''আর গোপন ক'বে লাভ নেই মহেক্সবাবু। কি হয়েছিল ব'লে ফেলুন। আর যদি আপনার বলতে ভয় হয়, তা হ'লে আনিই না হয় ব'লে যাচ্ছি; যেপানে আমার ভুল হবে, সংশোধন ক'বে দেবেন। ঐ দিন ড্রাইভার রমেশের সঙ্গে বকাবকি ক'রে আপনাব কাছে তার বিরুদ্ধে কিছু ব'লে যায়। আপনি রুমেশের কথায় আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ড্রাইভারকে জবাব দিয়েছিলেন. সেই জন্মে রমেশেব ওপব আপনি একটু বিবক্ত হয়েছিলেন। ড্রাইভারের কথা শুনে আপনি তার ওপর আরও বিরক্ত হন ও সে তার ঘবে ফিবে আসবামাত্র আপনি সেধানে গিয়ে তাকে কিছু বলেন। সেও বোধ হয রেগে যায় ও আপনার কথাব কোন কডা উত্তর দেয়। এই থেকে বচসা হয়ে আপনি বোধ হয় তাকে অপমানস্চক কথা বলেন। তার উগ্র স্বভাব সেটা বরদান্ত করতে পারে নি। সে আপুনাকে আক্রমণ করে এবং আপনার গলা টিপে ধরে; আপনি তথন নিজেকে মুক্ত করবার আর কোন উপায় না পেয়ে তার টেবিল থেকে সেই ছুরিখানা নিমে তার হাত লক্ষ্য ক'রে ছুরি মারেন—সে আপনাকে ছেড়ে দেবে ব'লে। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনায় আপনার হাতের ঠিক না খাকায় সেই ছুরি তার হাতে না লেগে গলায় গিয়ে লাগে। কেমন, ঠিক কি না ?"

দারোগাবার একটু জোরের সহিত বলিলেন, "হাতে যে লক্ষ্য করেছিলেন তার প্রমাণ কি গ উনি তথন এমন কিছু বেঠিক হন নি যে হাতে মারতে গিয়ে গলায় মেরে বসলেন।"

তারিণীবাবু বলিলেন, "শুধু মানসিক উত্তেজনায় লক্ষ্য ঠিক রাপতে পারেন নি তা নয়, আরও এক কারণ ছিল; উনি বাঁ হাতে ধ'রে ছুরি চালিয়েছিলেন।"

লারোগাবার আশ্চর্য হইয়া তারিণীবার্র মুথের দিকে চাহিলেন।
তারিণীবার বলিলেন, ''উনি ছুরিথানা বাঁ হাতের কাছে পেয়েছিলেন,
তাই বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিয়েই আঘাত করেছিলেন। সেই জল্মে মুতের
ডান গলায় জ্বথম হয়েছিল ও আত্মহত্যা ব'লে মনে হবাব কারণ
হয়েছিল। রমেশ ওঁর ডান হাত চেপে ধরেছিল, সেই হাত ছাডিয়ে
নেবাব চেষ্টা করার সময় আংটিটা প'ডে ছিট্কে যায়। এইবার বলুন
মহেক্সবার, আমি যা বললুম তা সমস্কই ঠিক কি না ?"

মহেক্সবাবু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ও উঠিয়া বসিয়া বিদিলেন, "তারিণীবাবু, আপনি কি অন্তর্যামী প আর আমি কিছুই গোপন করব না। আমায় রক্ষা করুন।" এই বলিয়া তারিণীবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিলেন।

তারিণীবাবু আন্তে আন্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "দেখুন, বক্ষা করবার মালিক আর একজন,—জাঁকে ডাকুন। তবে আমি এই পর্যস্ত বলতে পারি যে, আপনি অকপটে সমস্ত শ্বীকার করলে আপনার ভাল হবে।"

"তা করব। কিন্তু আপনি বলুন, আমায় বাঁচাবেন।"

"বাঁচাবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু যদি কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারে দে আপনার ঐ গলার জ্বম, যেটাকে ঢেকে রাধতে আপনি এত চেষ্টা করছিলেন।" তারপর ঈষৎ হাসিয়া দারোগাবাবুকে বলিলেন, "এইবার আমায় নিদ্ধতি দিন দারোগাবাবু, আর সেই সঙ্গে বেচারা ডাইভারটিরও নিম্কৃতির ব্যবস্থা করুন।"

মন্ত্রদান

শিকারপুর গ্রামের স্থাবেন দাস উত্তরাধিকার স্ত্রে ঐ অঞ্চলের কারেমী কবরেজ। বাপের বিতারুদ্ধিটা তেমন কিছু না পেলেও, পৈতৃক ওর্থ কটা নাডাচাড়া ক'বে আর তার সঙ্গে একটা থার্মোমিটাব ও একটা দেউথিস্কোপের নৃতনত্ব জুডে দিয়ে মোটামুট বেশ চালিয়ে যাজে। পাঁচ-সাত মাইলেব মধ্যে আর ডাক্তার কবরেজ নেই, তাই প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত। সংসাবও ছোট,—নিজে, পত্নী ও একটি দশ বছবেব ছেলে। হুংথ কিছুই নেই,—কেবল যা গৃহিণীট কিঞ্চিৎ ভীষণা, অর্থাৎ যেমন কালো, তেমনি মোটা, তেমনি ভীমদশনা, তেমনি ঘোরবাবা,—যেন মহানিবাণতদ্বের পাষাণম্যী মহাকালিকাব গাহত্ব্য সংশ্বরণ।

কোন কারণ বশত অনেকেই যথন গ্রাম ছেডে যেতে আবস্ত কবলে, তথন গৃহিণী একদিন বললে, "দেখ, সবাই তো চ'লে যাচ্ছে, যদি কোন বিপদ-আপদ হয় আমাদেব বক্ষে কববে কে ৮"

কবরেজ হেসে বললে, "আমাব বড়ি আব তোমাব ভুঁডি,—কি 🙊 ভেবো না।"

মামুষ হ্যতো অনেক সমষ নিজের অবস্থাতেই সন্থপ্ত থাকতে চায়, কিন্তু বিধাতা থাকতে দেন না। কববেজেরও সেই তুর্দিব হ'ল। একদিন হাটে গিয়ে কববেজ দেখলে যে, একজন পাঞ্জাবী গণংকাব লোকের হাত দেখছে আব কিছু কিছু পয়সা নিছে। কববেজকে দেখে গণংকার তার হাত দেখতে চাইলে, কিন্তু কবরেজ রাজী নয়। অদৃষ্ঠে বিশ্বাস করাটা ভাক্তার-কবরেজদের চলে না, কারণ অদৃষ্ঠে

সঙ্গেই তো তাদের কিপাটিশন। তথন গণংকার তাকে কোন একটা ফুল মনে করতে বললে, এবং কবরেজ মনে করতেই তথ্খুনি বললে, "জবাফুল।" কবরেজ তো অবাক, ঠিকই তো বলেছে! তারপর তার হাত দেখে গণংকার এ-কথা সে-কথার পরে বললে যে, সে শীগ্গিরই বডলোক হবে।

বাডি ফেরবার সময় কবরেজ ভাবলে, গণংকার তো বললে বডলোক হব; কিন্তু কেমন ক'বে হব, সেটা তো তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। বড ভূল হয়ে গেছে। যা হোক, বডলোক হবার সাধারণ যে কটা পত্ম আছে সে সব মনে মনে আলোচনা ক'রে ঠিক কবলে যে. প্র্জিপাটা যা কিছু আছে তাই দিয়ে সম্প্রতি পাটের ব্যবসা কবা যাক। এ ছাডা সোজা রাস্তা পাডাগাঁয়ে আর কি আছে ৪

বাভিতে এসে মহানন্দে গৃহিণীকে স্থসংবাদ দান ও পাটের ব্যবসার প্রস্তাব উত্থাপন। কিন্তু মোটেই স্থবিধা হ'ল না। গৃহিণী বললে, "নিজেব ব্যবসাই ভাল ক'বে চালাতে পার না, তা আবার পরের ব্যবসা চালাবে! ও-সব হবে-টবে না। যদি সে গণংকার মূ্থপোড়া সভিয় কথা ব'লে থাকে, তা হ'লে ভোমার অদেষ্টই ভোমাকে বডলোক ক'বে দেবে। চুপ ক'বে ব'সে থাক।"

কবরেজ একটু আদিরসাত্মক হাসি হেসে বললে, "দেখ, অদেষ্ট থেকে বডলোক হও তোমবা—মেয়েমাত্মবরা। তোমরা এক রাজ্ঞেই বডলোক। পুরুষদের বড়লোক হতে হ'লে অনেক কাঠ-থড় পোডাতে হয়।"

কিন্তু কিছু হ'ল না। কববেজ-গিন্নী একেবারে উত্তপ্ত দটীল ফ্রেম! কাজেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের আশাটা সম্প্রতি কবরেজকে ছেডে দিতে হ'ল।

২

কিন্তু বিধাতা নাছোড়বান্দা। কয়েক দিন পরে এক প্রভ্যুষে কবরেজগিরীর পর্জনে পাড়ার লোক জ্বস্ত হয়ে উঠে দেখলে যে, তার সক্ষে একটা
রহৎ বলদের টাগ-অফ-ওয়ার চলছে। রক্ষ্মল—বাড়ির সংলগ্ন
সব্জির ক্ষেত; দশক—কবরেজ ও তার ছেলে। তথন গিরী অনধিকারপ্রবেশকারীর গলদেশ রক্জ্ব্রু করেছে, কিন্তু সব্জির আকর্ষণ থেকে
তাকে টেনে আনতে পারছে না। কবরেজের দৈহিক শক্তির ওপর গিরীর
আছা কম; কিন্তু ত। হ'লেও তার কাছে শক্তর পশ্চাদেশ আক্রমণ
করবার সাহায্য প্রার্থনা করবে কি না চিন্তা করতেই তাদের চাকর ঠিক
সেই সময় এসে পভার গিরীকে আর সে অপমান সহু করতে হ'ল না।

বলদকে টেনে আনতে আনতে চাকর বললে, "কর্তা, এ তো জয়নদির গরু ব'লে মসে হচ্ছে। একে এখন কি করা যায় ?"

গিন্ধীর ইচ্ছা খোরাড়ে দেওয়া, কিন্তু কবরেজ রাজী নয়। কারণ আনেক। শেষে ঠিক হ'ল, গরু জয়নদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে; কিন্তু কবরেজ নিজে গিয়ে বেশ কড়া ক'রে তাকে ছু চার কথা শুনিয়ে দিয়ে আসবে। চাকরকে গিন্নীর হুকুম হ'ল, শগকটোকে আচ্ছা ক'রে যা কতক পিটে দে,—যেন আর না আসে।"

জয়নদির বাড়িতে গিয়ে কবরেজ দেখলে, একজন অপরিচিত লোক তার সক্ষে কথাবার্তা বলছে! কাজেই স্থাচিস্তিত কড়া কথাগুলো কবরেজের মুখ থেকে মিষ্টি মেখেই বেরুল। তারপর জয়নদি লোকটির সলে কবরেজের পরিচয় করিয়ে দিলে, পাশের গ্রামের খবিরদি ফকির, খুব ওস্তাদ লোক, অনেক মস্তর-ইস্কর জানে, ইত্যাদি। ওর শাগরেদি করতে পারলে টাকা-পয়সার কোনও অভাব থাকবে না, এটাও আভাদে জানিয়ে দিলে।

পরদিন কবরেজ ফকিরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। অনেক কথাবার্তার পর ফকির বললে যে, সে তাকে কয়েকটা ভালরকমই এলেম শিথিয়ে দিতে পারবে, তবে তার শাগরেদ হতে গেলে অগ্রিম কিছু সেলামি দেওয়া দরকার—বেশি না হোক, দশটা টাকা হ'লেই হবে।

9

কবরেজের মনে লোভ ও ভয়ের ভীষণ ঠেলাঠেলি আরম্ভ হ'ল।
টাকা তো সব গিন্নীর হেপাজতে,—তাকে বলতে সাহস হয় না; কিন্তু
কিছু একটা না করলে ভবিষ্যদাণীই যে বিফল হয়ে যায়। শেষে
লোভেরই জয় হ'ল, কিন্তু ভয়ও স্থানচ্যুত হ'ল না। একটা মিটমাট
ক'রে নিয়ে ঠিক করলে, গিন্নীকে এখন কিছু বলা হবে না। তবে
কয়েক দিনের উপার্জিত টাকা খেকে কিছু কিছু কেটে রেখে দশ টাকা
সংগ্রহ ক'রে ফকিরের সলে দেখা করবে।

টাকা নিয়ে ফকিরের বাড়ি যেতেই ফকির টাকাটি হস্তগত ক'রে বললে, "দেপ কবরেজ, আমি তোমাকে যা শেপাব, তা ভূমি কারুর কাছে বলতে পাবে না। যদি বল, তা হ'লে এলেমে কাজ হবে না।" তারপর একটা চৌকোণা কাঠের ফ্রেম নিয়ে এসে বললে, "কি করি দেপ,—তোমার সামনেই সব হবে।" ফ্রেমের ভেতর একপানা সাদা কাগজ দিয়ে তার ওপর এক টাকার নোটের মাপে কাটা আর একপানা কাগজ (sensitized paper) রেখে বললে, "তোমার কাছে এক টাকার নোট একপানা আছে তো দাও,—না পাকে, আমিই দিছিছ।" কবরেজ

এক টাকার নোট একধানা দিলে। ফকির সেই নোট ও আব একধানা সাদা কাগজ ফ্রেমের মধ্যে যথাস্থানে চুকিয়ে দিয়ে ফ্রেমটা বন্ধ ক'বে বললে, "আছ্হা, ভূমি নিজেই এইটে নিয়ে গিয়ে রোদে একটু ধ'বে ব'সে থাক.—আমি ততক্ষণ এধান থেকেই মন্তর বলি।"

কিছুক্ষণ পবে ফকির ফ্রেমটা খুলে দেখিয়ে দিলে যে, ছোট কাগজটাতে ঠিক নোটের মতই ছাপ উঠেছে। কববেজ তো মস্তবেব জোব দেখেই অবাক। ফকির বললে, "আবও কিছু মশলাব দবকাব, তা হ'লেই ঠিক আসল নোটের মত হযে যাবে। কিছু সে সব মসলা কিনতে গেলে টাকা চাই।"

বিশেষ আগ্রহেব সহিত কববেজ জিজ্ঞাসা কবলে, "কত টাকা ?" "তা, এক শো টাকার কমে তে। হবে না।"*

"অত টাকা আমি দিতে পারব না ওস্তাদ। এ সব আমা থেকে হবে না বাপু। তুমি সোজাস্থজি বকমের কিছু একটা শেখাও আমাকে।"

"তা হ'লে কি শিপৰে বল ? দোনাথেল, না, উপ্ক। ?" "সে আবাব কি ?"

"লোনাথেল হচ্ছে টাকা গয়না-টয়না ডবল কবা। সে সব একটা হাঁড়িতে রেথে ঘব বন্ধ ক'রে মস্তর পডলেই ডবল হযে যাবে। তবে সেটা নিজের বাড়িতে হবে না, আর কারুর বাড়িতে বিছেটা চালাতে হবে। কথাটা বুঝতে পারছ তো? না, আরও ভেঙে-ফুটে বলতে হবে?"

শ নোট জাল করা শেখানো উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য বিখাস উৎপাদন। নেইজ্য়্য
এত টাকার প্রস্তাব, যাতে আর নোট জাল ব্যাপারে অগ্রসর হতে না হয়।

"হাঁ। হাঁা, **ও**নেছি তো। কিন্তু আজকাল তো অনেকেই ওসব ব্যাপার জানে।"

"দেশ, ছনিয়ায় অনেকেই অনেক ব্যাপার জানে, কিন্তু হচ্ছে তো সবই। একটু হাত-মুথ সাফাই ক'রে বৃদ্ধি চালাতে পারলেই, জাম্বক আর নাই জাম্বক, একই কথা।"

"কিন্তু যার ওপর বুদ্ধি চালাবে, তারও তো বুদ্ধি আছে। চালাতে দেবে কেন ?"

"ওইপানেই তো মন্তরের জোর! মন্তরেব চোটে বুদ্ধি উড়ে যাবে।"

"বুর, তা বুঝি আবার হয ?"

কবনেজ বুঝতে পারছে না যে, মন্তর তারই ওপর তথন প্রয়োগ হচ্চে। বললে, "দেখ, ওটা আমি করতে পারব না। ভয় কবে। বাডির লোক যদি ধরতে পারে, মেরেই হাড ভেঙে দেবে।"

"তা হ'লে টপ্কাটাই শেখো। গোটাকতক গিল্টির গয়না যোগাড় কবতে গাবলেই হ'ল। হাট থেকে দোকানদাররা যথন ফিরবে, তথন তাদের সামনের রাস্তাব ওপর টুপ ক'রে ফেলে দিয়ে তারপর তারা দেখতে পায় এ রকম ভাবে তুলে নিয়ে তাদেরই কাছে বিক্রি। হাটে হাটে যুরে মাস ছয়েক এটা চালাতে পাবলেই বডলোক!"

"ना ना, ও-সব আমি পারব না। পুলিসে ধ'রে ফেললেই জেল।"

"জেল কি হে কবরেজ ? তুমি যে হাসালে। এখন জেল হয় শুধু বোকাদের,—আগে হ'ত স্বদেশীদের। আজকাল চোররা হয়েছে বৃদ্ধিমান, আর বৃদ্ধিমানরা হয়েছে চোর। তাই বোকারাই প্লিসের হাতে ধরা পড়ে। আর কাউকে ধরবার তাদের সময় কোথা ?"

কবরেজের একবার মনে হ'ল, এই সবই শিথে নেয়; কিন্তু সাহস

হ'ল না। বললে, "না ওস্তাদ, তুমি ও-সব বিজের কথা ছেড়ে দাও। অন্ত লোকের সঙ্গে এ রকম কারবার করতে আমার ভরসা হয় না। যদি নিজ্ঞের বাডিতে ব'দেই বড়লোক হবার বিজ্ঞে কিছু জান—"

"আরে! জ্বানি না আবার! সেইটিই তো আমার বড় বিস্তে, কিন্তু তাতে তো কিছু বড় রকমের খরচের কথা আছে কবরেজ।"

ধরতের কথা শুনেই কবরেজের মনটা একটু দ'মে গেল। গোলমাল তে। সেইখানেই। বললে, "আগে তোমার এলেমটাই শুনি, তারপর দেখা যাবে।"

ফকির বললে, "তোমাকে 'জিন্-সাধন' শেখাব। মস্তবের জোরে জিন্ আনতে পাববে, আর তাদের যা বলবে তারা তাই করবে।"

"জিনু কি ?"

"পরী—পরী। পরীব রাজ্য শোন নি ?"

"হাা, কনেছি। তা, তুমি ঠিক বলছ তো ?"

"আমি কি আর মিথ্যে কথা বলছি কববেজ ? দেখবে, তিন মানেই তোমার হালচাল ফিবে যাবে।"

কববেজ একটু হেনে বললে, "তা হ'লে, তোমার চালে কেন খড নেই ওস্তাদ ? জিন্রা তো তোমার দালান কোঠা তৈরি ক'রে দিতে পারত।"

"এই দেখ! এটাও ভূমি জান না যে, ওস্তাদ কেবল মন্তর শেখাতে পারে, নিজের কাজে লাগাতে পারে না। সাপের ওঝাকে সাপে কামভালে সে কি নিজের বিষ ঝাড়তে পারে ?"

"ভবে আমিই বা কেমন ক'রে নিজের কাজে লাগাতে পারব <u>?</u>"

ভূমি তো আর অন্ত লোককে মন্তর শেখাতে যাচ্ছ না। আমি তো আগেই বলেছি, আর কাউকে মন্তর বললে ভূমি আর সে মন্তর কেবল জিন্ আনা ছাড়া আর কোন কাজে লাগাতে পারবে না। যাক, সে সব ঠিক হবে। এখন ভূমি মস্তর শিথবে কি না তাই বল।" "থরচটা কি রকম লাগবে শুনি ?"

"তোমাকে মন্তর দেবাব গুকুম নেবাব জ্বন্তে জ্বিন্-বাদশার কাছে দর্ম্বাস্ত করতে হবে। তার নজরের জ্বন্ত পঁচিশ টাকা আর তার উজিরের জ্বন্তে তিন টাকা দিতে হবে।"

"ও বাবা! এত টাকা?"

"এ টাকা তো ভূমি ফেবত পাবে হে কবরেজ। রাজা-বাদশা কি নজরের টাকা নেয ?"

কবরেজ তাতেই বাজী হয়ে বাডি ফিরে এল।

8

তিন দিন পবে ফকিরের শাগবেদ গোলাম শেথ কবরেজের বাড়িতে এসে আটাশ টাকা নিয়ে ব'লে গেল যে, জিন্-বাদশার কাছ থেকে দরখাস্তের হকুম পেলেই সে আবাব এসে থবর দিয়ে যাবে। কবরেজ তো বোকা নয়,—সে হরিশপুরের ধীরেন পাল আর জয়নদ্দির সামনে টাকাটা দিলে; কিন্তু কেন দিচ্ছে তা বললে না।

এর চার দিন পরে গোলাম শেথ এসে কবরেজকে ধবর দিলে যে, জিন্-বাদশা তার দরধান্ত মঞ্জুর করেছে, আর আগামী শনিবার সন্ধার পর তাকে ওস্তাদের বাড়িতে যেতে বলেছে।

তদমুসারে কবরেজ শনিবার সন্ধ্যায় ফকিরের বাড়িতে উপস্থিত হ'ল। দেখলে, ফকির আর গোলাম শেখ একটা ঘরে ব'সে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র আওড়াচেছ। ফকির একটু ঝকার দিয়ে বললে, "এতক্ষণে এলে কবরেজ ? মস্তবের জোরে আমি জিন্দের আনিয়েছি, কিন্তু তোমার আর একটু দেরি হ'লেই তারা চ'লে যেত। বাদশাব হাতে পায়ে ধ'রে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-স্থঝিয়ে এখনও আটকে রেখেছি। বাদশাই তোমাব সঙ্গে কথা বলবে।"

তারপর ফকির আবার মন্ত্র আওড়াতে আরম্ভ করলে। ঘবে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছিল, সেটা তথুনি আপনা হতেই নিবে গেল। পাশের ঘরের মাচার ওপর মড়মড শব্দ হতে লাগল। ঠিক সেই সময়েই বাইবের বসবার ঘরে ঘূঙুর পায়ে দিয়ে নাচার শব্দ হতে লাগল। কবরেজ আশ্চর্য হয়ে গেল, তথন পাশের ঘরের মাচাব ওপর থেকে একজন নাকীস্তবে বললে, "য়য়েন—য়্রেন, আমি জিন্-বাদশা। তোর ওপর মেহেরবান হয়েছি। তুই কি চাস বল্।"

কবরেজ বললে, "ফিকির আমাকে মন্তব শেখাবে বলেছে। আমি সেই মন্তর শিথতে চাই।"

নাকীপ্থর আবার বললে, "তুই যা ইচ্ছে কবছিস, তা পাবি। তবে এখনও তোকে পবধ করা দরকার হবে।"

"আমি তো আপনাদের নজর ব'লে আটাশ টাকা দিয়েছি।'

"হ্যা, আমবা তা পেয়েছি। তুই সে টাকা ফেরত পাবি।"

"কথন ফেরত পাব ?"

"যথনই তোর ফেরত নিতে ইচ্ছে হবে, তথনই পাবি।"

কবরেজ ভাবলে, সভ্যি কি মিথ্যে এখনই দেখা যাক না। বললে. "মেহেরবানি ক'রে যদি দেন, তা হ'লে আমি এখনই টাকাটা ফেরত চাই।"

"আছো। বাইরের ঘরে গিয়ে আমার উজিরকে বল।"

কৰরেজ ৰাইরের ঘরে এসে উজিরকে উদ্দেশ ক'রে টাকা চাইতেই ওপর থেকে একটা পুঁটলি তার সামনে পড়ল। সেটা নিয়ে ফকিরের কাছে এসে খুলে দেথলে যে, তার মধ্যে আটাশ টাকাই আছে। তথন ফকিরের ওপর কবরেজেব প্রগাঢ় বিশ্বাস হ'ল।

পাশের ঘর থেকে নাকীস্থর বললে, "এখন স্থারেনকে মন্তর দে।"

ফকির ছুধানা কাগজ কবরেজের হাতে দিয়ে বললে, "এখন এই মস্তরই দিচ্ছি। আবার তোমাব পরথ হবে, তারপর বাকি মস্তর দোব।"

তার একটু পরেই বাইরের ঘর থেকে নাকীস্থরে "স্থরেন—স্থরেন" ব'লে তিনবার ডাক এল। কবরেজ সেই ঘরের কাছে যেতেই নাকীস্থর বললে, "ঐখানেই দাঁড়া। ওস্তাদের কাছ থেকে মন্তর পেয়েছিদ তো ?"

"হাা, পেয়েছি; কিন্দ সবটা পাই নি।"

"কেমন ক'রে পাবি বল্? তোর পরথ যে এখনও শেষ হয় নি। বাকি মস্তর পাবার জন্মে তুই তিন শো টাকা নজর দিবি।"

"অত টাকা আমি কোথা পান? আমি আর টাকা দিতে পারব না।"

"টাকা তো একেবারে দিয়ে দিতে হবে না। আচ্ছা, তুই দেড় শো টাকাই দিস।"

"তাও আমি দিতে পারব না।"

"টাকা তো ভূই ফেরত পাবি রে। দিস—দিস, তোর ভাল হবে। যা, ওস্তাদের সঙ্গে ঠিক করুগে যা। সে যা বলবে তাই দিস।"

"টাকা কোনু জায়গায় ফেরত পাব ?"

"ঠিক ভূই যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস। শেষ মস্তর দেবার একুশ

দিনের মধ্যেই সব মস্তরগুলো শিথতে হবে। আর, একুশ দিনের সন্ধ্যাবেলায় এইখানে এসে মস্তর আউড়িয়ে টাকা চাইলেই টাকা পাবি। সেই দিন থেকেই মস্তব কাজে লাগাতে পাববি।"

ফকিরের ঘরে ফিরে গিয়ে কবরেজ সমস্তই ফকিরকে বললে, কিন্তু আব টাকা দিতে বাজী হ'ল না। ফকির অনেক বোঝালে, কিন্তু কবরেজ কিছুতেই অত টাকা যোগাড় করতে পারবে না বললে। তথন পাশের ঘর থেকে ফকিবের মা বেরিয়ে এসে বললে, "বাবা স্থরেন, আমি তোমাকে বলছি তুমি ঠিক টাকা ফেরত পাবে,—আমি, এই দেখ, আমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলছি। আচ্ছা, যদি অত টাকা যোগাড় করতে না পার, তা হ'লে পঞ্চাশ টাকাই এনো।"

অপত্যা কবরেজ তাতেই রাজী হয়ে চ'লে এল এবং পঞ্চাশ টাকা কোন রকমে ধারধোর ক'রে সংগ্রহ ক'রে পরের শনিবাবে গিযে বাকি মন্ত্রটা নিয়ে এল।

Û

বিকট উৎসাহে কয়েক দিন ধ'রে মন্ত্রগুলো মুপস্থ ক'রে কবরেজ
একুশ দিনের সন্ধাবেলায় ফকিরের বাডি গেল। দেখলে, ফকির
অন্থপস্থিত। তার মা বললে যে, সে অন্থ গাঁয়ে গেছে, তার পরদিন
সকালে ফিরবে। কবরেজ বাইরের ঘরের কাছে ঠিক সেই জায়গায়
গিয়ে অতি ভক্তিভরে তিনবার মন্ত্র আওড়ালে। কিন্তু জিন্ আসার
কোন লক্ষণই বুঝতে পারলে না। থ্ব কান ধাড়া ক'রে শুনল, কিন্তু
কোধাও কোনও শক্ষের আভাস পর্যন্তও পেলে না। আবার তিনবার
মন্ত্রপড়লে, কিছুই হ'ল না। মন্ত্র নিক্ষণ।

এইবাব কবরেজের মোহ কাটতে আরম্ভ হ'ল, কিন্তু মন্দটা সিদ্ধান্ত করতে মাহুবেব সহজে প্রবৃত্তি হয় না। ভাবলে, কিছু একটা গড়বড হয়েছে বোধ হয়। যাক, ফকির তো ফিরে আস্কক, ভাবপর দেখা যাবে। বাডি ফেরবাব উপক্রম কবছে, তথন কে একজন সদব-দবজাব কাছে নাকীস্থবে ডাকলে, "মামু, বাডি ত আছ ং" কববেজ চমকে উঠল। ভাবলে, এই তো জিন্-বাদশা এসেছে! কিন্তু তার চমক ভাঙল যথন আগন্তুক এগিয়ে আসতেই ককিরেব মা খুব তাডাতাডি বেবিষে এসে তাকে বললে যে থবিবদ্দি বাডিতে নেই, আব এক বকম ঠেলে-ঠুলেই তাকে বাডি থেকে বা'ব কবে দিলে। কববেজ বুঝতে পাবল যে, সেই লোকটাই মন্ত্রদানেব বাত্রে জিন্-বাদশাব পার্ট প্রে কবেছিল। কববেজেব বুক চিপটিপ কবতে লাগল, —শীতেব বাত্রেও ঘাম ছুটল, চোখ জলে ভ'বে এল।

কোন বকমে বাভি পৌছে কৰবেজ গিপ্লাকে দেথেই কোঁদে উঠল, ছঃথে, কি ভয়ে, কি বাগে তা ঠিক বুখতে পাবলে না। সমস্ত জনে গিপ্লীব বদনমগুল বর্ষণােমূধ মেঘেব মত ঘােবাল হযে উঠল, কিন্তু বর্ষণ হ'ল না—কেবল চােথে ছ্-একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ থেলে গেল। কববেজ তাে অবাক! বললে, "কই, ভূমি তাে আমাকে বকলে না ?" আর গিপ্লীব দ্যা দেখে তার ন্যনে আবাব অঞ্চ ছুটল। গিপ্লী বললে, "বকৰ, কিন্তু এখন নম্ব,—আগে টাকাটা আদা্য হােক। এখনু যা বলি তাই কর, কাল সকালে থানা্য গিয়ে নালিশ কব।"

কববেজ কিন্তু এ নিষে আব বাঁটাবাঁটি কবতে রাজী নয়, কি থেকে কি হয় তা বলা যায় না; কিন্তু গিন্নীর কাছে কোন যুক্তিই থাটল না। তবে, একটা মিটমাট হয়ে এই ঠিক হ'ল যে, একেবারে পুলিসে না গিয়ে প্রেসিডেণ্ট পঞ্চারেতের কাছেই নালিশ করা হোক,—য়িদ তারাই টাকাটা আলায় ক'রে দিতে পারে।

195

পর্যদিন সকালেই কবরেজ প্রেসিডেণ্টের বাড়ি গেল। প্রেসিডেণ্টের ছেলে বললে যে, সে পুকুরের দিকে গেছে। সেধানে গিয়ে কবরেজ প্রেমে প্রেসিডেণ্টকে দেখতে পেল না। তারপর দেখলে, সে থেজুর গাছ থেকে বসের হাঁডি নামাছে। কবরেজের কাছে সব শুনে বললে. "কি যে তুমি বল কবরেজ ? এও কথনও হয় ? ফকির কি কথনও এসব কবতে পারে ? যা হোক, আমি তো আর একা কিছু করতে পারি না। আমাদের আইন জান তো ? মেম্বরদের নিযে কাল সকালে নীটিং করব, তুমি কাল বেলা নটাব সময় এধানে এস।"

কবরেজ তার প্রদিন প্রেসিডেণ্টের বাডিতে গিয়ে দেখলে যে দরবার ব'সে গেছে। প্রেসিডেণ্ট একটা মোডার ওপর বসেছে আর মেম্বরবা চাটাইয়ের ওপর। প্রেসিডেণ্টের সামনে 'আদায়কারী' একটা চৌকির ওপর কয়েকটা থাতাপত্ত আর দোয়াত কলম নিয়ে পেশকাবেব ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।

তথন খুব তামাক চলছে। একজন মেম্বর বললে, "কি ছে কবরেজ, পান এনেছ ? ব'স ব'স।

কবরেজ বসবামাত্ত্র প্রেসিডেণ্ট বললে, "তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি মেম্বরদের সব বলেছি—" প্রেসিডেণ্টকে বাধা দিয়ে একজন মেম্বর বললে, "কই, আমি তো কিছু শুনি নি। কবরেজ, তুমি বল কি হয়েছে ?"

প্রেসিডেণ্ট বললে, "তুমি কোখেকে শুনবে হে ? এত দেরি ক'রে এলে কি শোনা যায় ? মকদমা বইয়ে লেপা হয়ে গেছে। তোমার ইচ্চে হয় তো বই দেখে নাও। কবরেজ এখন কিছু বলতে গেলে সব গডবড হযে যেতে পারে।"

মেম্বর বললে, "বই দেখতে যাব কেন ? ফবেদীর এজাহার না শুনলে কি মকদ্মার বিচার করা যায ? আদালতে কি হয় দেখ নি ? বল হে কববেজ, বল।"

আব একজন মেশ্বৰ বললে, "না কৰৱেজ, তুমি বলতে পাৰে না। আমবা সমস্ত দিন ধ'বে এই কবি আৱ কি! এত বেলা হয়ে গেল, আমাকে মাঠে ধান তুলতে যেতে হবে। মকদ্মার বিচাব এখুনি হয় তো হোক, নয় তো আমি চললুম।"

তথন ছই মেম্ববে ভীষণ তর্ক আবস্ত হ'ল। অন্ত মেম্ববাও যোগ দিলে। শেষে হাতাহাতির উপক্রম। বেগতিক দেখে প্রেসিডেণ্ট চৌকির ওপর সজোবে চপেটাঘাত ক'বে বললে, "তোমরা গোলমাল ক'রো না,—ভোট নেওয়া হোক।"

অবশু, বিদ্রোহী মেম্বর ছাড়া আর সকলেই প্রেসিডেণ্টের পক্ষে ভোট দিলে। সে মেম্বর রাগে গরগর করতে করতে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তথন প্রেসিডেণ্ট বললে, "কববেজ, ভূমি যে টাকা দিয়েছ, তার প্রমাণ কি P তোমার সাক্ষী কই P"

কবরেজ বললে, "সাক্ষী তো আমার নেই। এ রকম ব্যাপারে কি কেউ সাক্ষীর সামনে টাকা নেয় ?" প্রেসিডেন্ট বললে, "তা তো ব্যক্ম, কিন্তু সাক্ষী না পেলে কি কেউ মকদ্দমার বিচার করতে পারে ? যাক, যখন তোমার সাক্ষী নেই, তথন আমরা আর কি করব ?" তারপর বেশ থাডা হয়ে ব'সে গজীরভাবে মকদ্দমার ইতিহাস ও তদাহ্মফিক অহ্মমানাদি মেম্বরদের বৃথিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "মকদ্দমায় আর কিছু করা দরকার কি না ?" সকলে একবাক্যে বললে, "না আর কিছু করবার নেই।" তথন প্রেসিডেন্ট কবরেজকে বললে, "আমরা আর এ সম্বন্ধে কিছু করতে পারি না; তবে আমার রিপোর্ট হাকিমের কাছে যাবে। হুমি ইচ্ছে কর তো থানায় এজাহার করতে পার।"

কবরেজ বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভাবলে, গুরু রক্ষে করেছেন যে পঞ্চায়েতের দরবারে মকদ্দমা আর বেশি দ্র গড়াল না।

9

কবরেজের কাছ থেকে সব শুনে গিরী বললে, "আমি তো আগেই বলেছিলুম যে, ও মুথপোডারা কিছুই করবে না। যাও, ভূমি থানায় যাও। আজ না পার, কাল সকালে যাবে।"

প্রতিবাদ অনর্থক। কবরেজ ভাবলে, থানায় তো যেতেই হবে, তবে তার আগে একবার ফ্রক্রের সঙ্গে দেখা করতে দোষ কি १

সেই দিন বিকালে ককিরের বাড়িতে দেখা হতেই কবরেজকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই ফকির মহাদ্বংথে মুখখানাকে অন্ধকার ক'রে বললে, "কবরেজ, ভূমি করেছ কি ? একটা দিন সবুর করতে পারলে না ? আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দিভূম।"

কবরেজ মুখ-চোথ লাল ক'রে বললে, "নাও নাও, খুব হয়েছে। আর বোঝাতে হবে না,—আমি সব বুঝেছি।"

"এই দেখ! আসল ব্যাপাবটাই তুমি বুঝতে পার নি। ভূল হে ভূল, মস্ত ভূল হয়ে গেছে। বডকর্তারই ভূল হয়েছে। জিন্রা এখন আসবে কেমন ক'বে ? তাদের দেশে যে চাধ-আবাদ আবম্ভ হয়ে গেছে।"

কববেজের আর এসনে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি নেই। তবু একটু উৎস্কর্য হ'ল। বললে, "এই শীতকালে চাষ-আবাদ কি রকম ?"

"তাও বুঝি জান না ? জিন্দের দেশে বৃষ্টি হয় না। শীতকালে খুব শিশিব পড়ে, তাতেই তাদের চাম-আবাদ হয়। তাই শীতের প্রথম থেকেই তারা আব কোথাও যায় না। তুমি মাস হুই সবুর কর।"

"আব চালাকি করতে হবে না। ধাপ্পায় আর আমি ভূলছি না,— আমাব টাকা দিয়ে দাও।"

"টাকা কি আমাব কাছে আছে কবরেজ, যে, তোমাকে দিয়ে দেব ? বাদশাব লোক এসে টাকা নিযে গেছে।"

"ও-সব বাদশা-টাদশা আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না। যদি কাল সকালেব মধ্যে টাকা না দাও, তা হ'লে আমি পুলিস কেস করব. তা বলে দিচছি।" ব'লেই কববেজ থুব রাগ দেখিয়ে চ'লে গেল।

ফকিব বাডির ভেতব গিয়ে মাকে বললে, "মা, কবরেজ তো পুলিসে নালিশ করতে চলল। কিছুই হবে না তা জানি,—কিন্তু আমি এপন মাস থানেকের মত বাইবে চললুম। তুমি খুব সাবধানে থেকো। আর, কবরেজের টাকাটা কোথাও ভাল ক'রে লুকিষে রেখে দাও। যদি প্লিস থানাতল্লাশির সময় টাকাটা পায়, তা হ'লে মেরে নেবে।

₩

পরদিন বেলা তিনটার সময় কবরেজ থানাতে উপস্থিত।
সামনেই চৌকিদারী শেড, ফকিরের বাড়ির মতই চালে থড় নেই।
ভাবলে, এরাও জিনের কারবার করে নাকি
 তথন চৌকিদারী
প্যারেড হচ্ছে। অনেকেরই ইউনিফরম্ নেই,—কাপড় কি লুঙ্গির
ওপর কেবল বেল্ট বাঁধা। কারুর কারুর বেল্ট কাঁধে ঝুলছে।
খানের পোশাক আছে, তাদেরও কেউ কেউ পাগড়িটা কোমরে
জড়িয়েছে। এক চৌকিদার নিজে না আসতে পেরে তার তেরো
বছরের ছেলেকে নিজের পোশাক পরিয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে,—
সে এক অজুত ছবি! হেলেটা আবার দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে বিভি টানছে।
আনেকেই জটলা পাকিরে গল্প জুড়েছে। এক সেপাই হাজুরে লিওছে।

কবরেজ সাহসে তর ক'রে থানা-ঘরের বারান্দায় উঠল। উঠেই দেখে, দর্বজার কাছে সেপাইয়ের এক পাগডি ও এক বেণ্ট,—অর্থাৎ তাবাই তথন স্পোইয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ 'পাহারা'র কাজ করছে। উপায় কি ? ছয় জন সেপাই—এর মধ্যে এক জন অস্ত্রুস্থ, তিন জন মফস্বলে ও এক জন চৌকিদারদের হাজুরে লিখছে। পাহারার সেপাই তথন কুয়ো থেকে জল তুলছিল। কবরেজকে দেখে তার কাছে এসে বললে, "দারোগা-সাহেব মফস্বল থেকে এখুনি আসবেন, জমাদার-সাহেব দাগী দেখতে গেছেন, রাইটার-সাহেব অফিস-ঘরে আছেন,—আপনার বিশেষ দরকার থাকে তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন।'

কবরেজ শঙ্কিতচিত্তে অফিস-ঘরে ঢুকে দেখল যে, তক্তপোশের ওপর অধিষ্ঠিত, ধুতি ও সরকারী সোয়েটার পরিহিত, ধাতাপত্ত-পবিবেষ্টিত রাইটার-সাহেব একটা সংবাদ লিপিবন্ধ করবার তালে আছেন। সংবাদদাতারা সামনে থাকায় তিনি কবরেজকে দেখতে পেলেন না। কবরেজ আবার বাইরে এস দাঁড়াল। তথন 'পাহারা' शिरत तार्रोतनगारश्वरक थवत पिरल त्य, कोकिमातता यावात जन्म ছুটফুট করছে। ডাক বন্ধ ক'রে পোস্ট-অফিসে পাঠাবারও সময় হয়েছে। সংবাদদাতারা বেরিয়ে আসবার পর কবরেজ ঘবে ঢুকতেই রাইটার-সাহেব বেশ একটু জ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, "আপনার আবার কি ? আঃ! আর পারি না!" ব'লেই ডাইরি-বই খুলে ঘড়ির দিকে তাকালেন। কববেজ তার অভিযোগেব মুখবন্ধস্বরূপ থানিকটা গডগড ক'বে ব'লে যেতেই বাইটাব-সাহেব কিঞ্চিৎ ঝন্ধারের সঙ্গে বললেন "পামুন মশাই, আমি বুবেছি আপনার কেসটা কি। আপনি মন্তব পাবার জন্মে ফ্রিরকে টাকা দিয়েছিলেন, আর দেও আপনাকে মন্তর দিয়েছে। শুধু মুখে মুখে নয়, কাগজে লিখে দিয়েছে। বাস, চুকে গেল,—আবার কি ?"

"কিন্তু মন্তর যে চালাতে পারছি না।"

"তাতে আর কি হয়েছে মশাই ? আপনি যদি একটা ঘড়ি কিনে বাডিতে এনে চালাতে না পারেন, তা হ'লে কি দোকানদারের জেল হবে ? বড জোর, আপনি সে মন্তর ফেরত দিয়ে আর একটা মন্তর চাইতে পারেন। আমি তো আপনার কথা থেকে কেস করবার মত কোন আইনের ধারাই খুঁজে পাছিছ না। তবে যদি—"

বলতে বলতে দারোগা-সাহেব এসে ঘরে ঢুকলেন। রাইটার-সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আইনের কবল থেকে নিম্নতি পেয়ে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে সোৎসাহে এন্ভেলাপে কাগজ্ঞ-পত্ত ভরতে আবন্ত ক'রে দিলেন।

দারোগা-সাহেব কববেজ্বকে একটা বেঞ্চে বসতে ব'লে বেশ ধীরভাবে তাব সমস্ত কথা শুনে এজাহার লিখে নিয়ে বললেন, "আমি চিটিং কেস ক্লজু কবলুম। কাল সকালে তদন্ত করতে যাব। সাক্ষী হাজিব রাধবেন।"

ক্বরেজ উঠে আসবার সময় দারোগা-সাহেবের সামনে একটি টাকা রাখতেই তিনি বললেন, "এ আবাব কি ?"

"এজাহার লেখবার থরচ।"

"আপনাকে কে বললে যে, এজাহাব লিথতে থবচা লাগে ?"

"আমি শুনেছি, থানাতে এজাহাব কি ডাইবি লেপাতে গেলে এক টাকা ক'বে নেয।"

শ্র্রা, হয়তো নেয় কেউ কেউ। কিন্তু আপনারা দেন কেন প প্লিসের কাছে মামলা করতে গেলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থানাতে বা আদালতে একটা প্যসাও ধরচ করবাব দ্বকার হয় না। আপনি এটা সকলকে জানিয়ে দেবেন। আচ্ছা, আপনি এখন যান।"

a

পরদিন দাবোগা-সাহেব এসে আব এক দফা কববেজের জবানবন্দি করলেন। গণংকাবের ব্যাপাব থেকে বর্ণনা আরম্ভ ক'বে কবরেজ বললে, "জয়নদির বলদই সব অনর্থেব মূল। আর জয়নদির কথাতেই আমি ফকিরকে বিশ্বাস করেছিলুম। ফকিরের শাগরেদকে আটাণ টাকা দেবার সময় জয়নিদ উপস্থিত ছিল।"

দারোগা-সাহেব জয়দদিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেই সে হুই চক্ষুকপালে তুলে বললে, "হুজুর! আমি টাকাকড়ি দেওয়ার কথা কিছুই জানি না, তবে আমার গরু কবরেজের ফসল থেমেছিল সেটা ঠিক। সেই নিয়ে আমার সঙ্গে কবরেজের বগড়া হবাব সময় ফকির আমার বাড়িতে ছিল, আর আমার হয়ে হু-চার কথা কবরেজকে শুনিয়ে দিয়েছিল। সেই আজোশে কবরেজ তার নামে এই মিথ্যে নালিশ করেছে।"

কবরেজ তো এই শুনেই অবাক! দারোগা-সাহেব বললেন, "হাঁয় হে জয়নন্দি মিঞা, তা তো বুঝলুম, কিন্তু ঝগড়া হ'ল তোমার সঙ্গে, আব কববেজ মকদ্দমা করলে ফকিরের নামে—এটা তো বেশ বুঝতে গাবলুম না। আচ্চা, তুমি এখন যাও, আবার তোমাকে ডাকব।"

ধীরেন পালকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে যে, কবরেজ একটা লোককে আটাশ টাকা তাব আর জয়নন্দির সামনে দিয়েছিল, কিন্তু কি জন্মে টাকা দিয়েছিল তা সে জানে না।

সাক্ষীরা চ'লে যাবার পর দারোগা-সাহেব বললেন, "কবরেজ মশাই, দেখলেন তো ? আর এ পথে যাবেন না, বিপদে প'ড়ে ্যাবেন। আপনার সাক্ষী-সাবুদের যে রকম গতিক, হয়তো আর কারুর হাতে পডলে আপনাকে মিথ্যে মকদ্মার চার্জে ফেলত।"

কবরেজ কান্নার স্থরে বললে, "আমার টাকাও গেল, আবার আমি মিথ্যে মকদ্মার চার্জে পড়ব !"

"আমি সেটা বুঝেছি। আমি ফকিরকে চিনি। তবে কি জানেন ? এ পুলিস কেস, শাঁথের করাত—ছু দিকে কাটে। কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। আপনি নেহাৎ ভাল মান্থ্য, এর পর বুঝে-স্থুঝে চলবেন। যদি আপনার নসিবে বড়লোক হওয়া থাকে, তা হ'লে আপনার বড়ি আর পাচন থেকেই হবে। যাক, আমি এখন চললুম। যাবার সময় একবার ফকিরের বাড়িটা দেখে যাব, যদি কিছু প্রমাণ পাই, কি আপনার টাকাটাই পাই। সে তো ফেরার। আপনার মকদ্মার যা রিপোর্ট দোব আপনাকে জানাব।"

দারোগা-সাহেব চ'লে যাবার পর গিন্ধী কবরেজকে বললে, "সব মুখপোড়াই সমান, কারুর থেকে কিছু হবে না। দারোগা আবাব ধশ্মপুত্র বুধিষ্টির! আমি যদি দারোগা হতুম—"

"তুমি আবার দারোগা হও নি কোন্থানটায় ?"

"থাম থাম, আর রসিকতা করতে হবে না। আমি যদি সত্যি সভিটে দারোগা হতুম, তা হ'লে এতক্ষণ ফকিরের ঘাড় ধ'রে সব টাকা আদায় ক'রে দিতুম। যাক, ভূমি তো কিছু করতে পারলে না, আমি এবাব কি করি দেখ।"

50

তার পরের শনিবার সন্ধাবেলায় কবরেজ-গিন্না বিয়ের সময়ে পাওয়া নীলাম্বরী শাড়িথানি প'রে, নাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে সিঁত্রটা চেকে, আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাইবের ঘরে এসে দাঁডাল।

কবরেজ তো দেখেই চমকে উঠল,—নির্বাক, নিম্পনা! এ অভিযানের কি যে মর্ম, তা তার মাধাতেই ঢুকল না।

গিন্ধী বললে, "তোমার মস্কর ফেরত দিতে যাচিছ। পুলিস তো তাই বলেছে। দাও তোমার মস্করের কাগজ।"

"কোপা যাচ্ছ ? ফকিরের বাডি ? সে তো বাড়িতে নেই।"

"তা আমি জানি। তার মাতো আছে। তা হ'লেই হবে।" "না না, তুমি মেয়েমাছ্য—সেখানে কোণা যাবে গ"

"নেয়েমামুষ আমি, না, তুমি প যাও, বাজিব ভেতব গিয়ে ছেলে আলগাওগে,—তোমা থেকে যা হবে।" ব'লেই গিনী বেবিষে পডল।

ফকিরেব বাড়িতে গিষে, চাকবকে বাইবে বেখে, ভেতবে চুকে দেখল যে ফকিবেব মা বান্নাঘবে বান্না কবছে। একেবাবে গিষে তাব সামনে দাড়তেই সে সেই মুতি দেখে ভষে "কে ৮" ব'লে চেঁচিষে উঠল। তৎক্ষণাৎ গিন্নী এগিষে গিষে তাব গলাটি টিপে ধ'বে উনোনেব কাছ থেকে সবিষে নিষে এসে নাকীস্থবে বললে, "চেঁচালে গলা টিপে মেবে ফেলব। তোর ব্যাটা আমাকে চেনে, আব তুই চিনিস না ৮"

়ু কিবেৰ মা কিছু বলতে পাবল না। ভষে কাঁপতে লাগল। তথন তাৰ দম বন্ধ হবাৰ উপক্ৰম হয়েছে।

গিন্ধী বললে, "আমি জিন্-বাদশান নানী। তোব ব্যাটাব কাছ থেকে মন্তব শিখে একজন বোজ বাত্রে জিন্দেব ডাকছে। চাধআবাদেব সময় ব'লে পুক্ষবা আসতে পাবছে না, ডাই মেস্কেদেবই
আসতে হচ্ছে। আমাকে বোজ তুপুব-বাত থেকে সমস্ত বাত বাইবেব
ঘবে আইকে বাথে। আমি মাব পেবে উঠছি না। লোকটাকে
অনেক ব'লে-ক'যে, খোসামুদি ক'বে, তাব মন্তবটা নিয়ে এসেছি।
মন্তবটা কেবত নিয়ে ভুই তাব টাকাটা দিয়ে দে।'

ককিবেৰ মা একটু সাহস সঞ্চয় ক'বে বললে, "আমাৰ ব্যাটা তে। বাডিতে নেই। সে কোথায় ট'কা বেথে গেছে তা তো আমি জানি না।

গিন্ধী তাব গলায় বেশ একটু টিপুনি দিয়ে বললে, "থুব জানিস। টাকাদে।" "না, আমি তো জানি না।"

তথন তার সর্বাঙ্গে কিঞ্চিৎ সবল ঝাঁকুনি দিয়ে গিন্নী বললে, "আছে।, তা হ'লে তোকে এইখানেই শৈষ ক'রে তোরই উঠনে কবর দিয়ে চ'লে যাই। আর আমি দেরি করতে পারব না।" ব'লেই আর এক বক্স টিপুনি।

অতঃপর, ফকিরের মার গলাটি টিপতে টিপতেই তাকে ধ'বে তুলে নিয়ে কবরেজ-গিন্ধীর অন্থ ঘরে প্রবেশ ও চল্লিশ টাকা আদায করণ, এবং তার মুখে শক্ত ক'রে কাপড় জড়িযে (যেন চেঁচাতে না পাবে) তাকে ঘরের খুঁটিতে বন্ধন ও প্রস্থান।

বাড়িতে ফিরে এসে কবরেজের সামনে চল্লিশ টাকাব নোট ছুঁডে দিয়ে গিন্ধী বললে, "এই নাও তোমার টাকা। এ থেকে দশ টাকা বোকার আকেল সেলামি বাদ গেছে। আব যদি কথনও ও-পথে যাও তো তুমিই আছ কি আমিই আছি! যাও, বডি ঘোঁটগে।"

সাধু-বাবা

ধানবাদ অঞ্চলের এক জঙ্গলে প্রায এক মাস যাবৎ মানভূমের প্রিস-সাহেবের তাঁবু পডিয়াছে। ত ন বারিয়াতে কয়লার থাদ হয় নাই, তবে হইবার উপক্রম হইতেছে, ও কয়েকটি সাহেব কোম্পানি স্থানে স্থানে 'বোরিং' করিয়া মাটির নীচে কয়লার অন্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে। এইরপ এক কোম্পানির ইঞ্জিনিয়র-সাহেব প্রলিস-সাহেবের তাঁবুর পাশে নিজের তাঁবু উঠাইয়া কাজকর্ম করিতেছেন। জ্ঞানব যে এই সাহেবটি প্রলিস-সাহেবের প্রাতন বন্ধু, তাই তিনি এই বিজন বনে বন্ধুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহচর্যে ব্রতী।

জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-বারো বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া তাহার মধ্যস্থলে সাহেবদেব তাঁবু পডিয়াছে। তাহার চারিদিকে দারোগা, জমাদার, কন্টেব্লদের পাল ও তাহার পশ্চাতে চৌকিদার, দিগ্ওয়াবদের পর্ক্টীরের সারি। সরঞ্জামের ক্রটি নাই, কিন্তু কাজের মধ্যে প্রিস-সাহেব শিকার করেন, দাবোগাবাবু খুমান, হাওলদার রামায়ণ পডেন, ও সিপাহীরা গল্প করে, থৈনি থায় এবং সন্ধ্যার সনয় হাওলদাবজীর জন্ম সিদ্ধি যোঁটে। চৌকিদার দিগ্ওয়ারদের অবশ্য কিছু কাজ আছে, অর্ধাৎ তাহারা নদী হইতে জল আনে, সিপাহীদের বর্তন মলে, দারোগাবাব্র ঘোডার ঘাস যোগায় এবং রাত্রে আগুন জালিয়া তাঁবুর চারিদিকে পাহারা দেয়। পাঠক শ্বরণ রাথিবেন আমি সেকালের কথা বলিতেছি; একালে এ সব বড একটা চলে না।

একদিন প্রভাতে এক সাধু পুলিস-ছাউনিতে উপস্থিত হইল। সাধুর স্থানর আরুতি, বলিগু গঠন, গায়ে গেরুয়া ও মাথায় জ্ঞটা, হাতে চিম্টা। কোন রকমে চৌকিদারের গণ্ডী ভেদ করিয়া তাঁবুর দিকে অপ্রসর হইতেই একজন হিন্দুস্থানী সিপাহী আসিয়া তাহার পথ রোধ করিল ও কিঞ্জিৎ সম্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, সে কি চায় ং সাধু তাহার ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে জবাব দিল যে, সে পুলিস-সাহেবের সহিত দেখা করিতে চায়। তাহার হিন্দী শুনিয়া সিপাহী বুঝিল যে, সাধু হিন্দুস্থানী নহে, বাঙালী। তথন তাহার ভক্তি কমিয়া গেল, কারণ বাঙালী যে "সাধু" হইতে পারে ইহা সে বিশ্বাস করে না। তাহাকে সেথানে দাঁড়াইতে বলিষা সে গিয়া হাওলদারকে সংবাদ দিল এবং এই মন্তব্য প্রকাশ কবিল যে, সাধু বোধ হয় সাহেবের কাছে কিছু ভিক্ষা চায়, অতএব তাহাকে আর বেশিদ্র অগ্রসব হইতে দেওয়া সঙ্গত নয়।

হাওলদার সাধুর নিকটে আসিলে আরও হুই-চারজন সিপাহী সেথানে উপস্থিত হইল ও তাহাকে নানারূপ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, সে খাঁশির (কাশির) দাওয়াই জানে কি না ? তথন আর একজন অন্ত এক সিপাহীকে টানিয়া আনিয় তাহার হাত দেখাইয়া, সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার কথন সাদী হইবে। সাধু বেশ মনোঘোগের সহিত তাহার হাত দেখিয়া ও মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, আগামী বৈশাধ মাসে। কথাটা ঠিক লাগিয়া গেল, কারণ সত্য সত্যই ঐ সময় তাহার বিবাহের কথা হইতেছিল।

তথন সকলেরই সাধুর উপর বিশ্বাস হইল ও তাহারা তাহাকে লইয়া গিয়া হাওলদারের তাঁবুতে বসাইল। সেখানে গিয়াই সাধু জটা হইতে একটি বিশ্বপত্ত বাহির করিয়া বলিল যে, সে বৈদ্নাথজী হইয়া আসিয়াছে ও এটি 'বাবা'র মাধার বিশ্বপত্ত্ত। এই বলিয়া সে পাতাটি থণ্ড থণ্ড করিয়া সকলের হাতে দিল। তারপব হাওলদারজীর হাতটি টানিয়া লইয়া তাহাব হাত দেখিয়া বলিল যে, তাহার তিন মাসের মধ্যেই "তরক্কী" হইবে। এ কথাটাও খুব লাগিয়া গেল, কারণ সাহেব হাওলদারকে খুব ভাল বাসিতেন (নভুবা তাহাকে সঙ্গে আনিবেন কেন ?) ও তাহাকে শীঘ্রই স্কবেন্ব কবিয়া দিবেন তাহারও আভাস মধ্যে মধ্যে দিতেন।

অতঃপর সাধু হাওলদাবেব নিকট তাহার আরজি পুনরায় পেশ করিল ও বলিল, "সাহেব দেখা করুন আব নাই করুন, এই রুদ্রাক্ষটি তাঁহার নিকট পাঠাইযা দিলেই হইবে।" হাওলাদাব ভাবিল, ইহাতে আব দোষ কি ? সাহেব ভো দেখা করিবেনই না, তবে সাধুর এ উপরোধটা রাখি না কেন।

একজন সিপাহী দ্বারা রুদ্রাক্ষটি সাহেবের নিকট পাঠাইতেই তিনি তৎক্ষণাৎ সাধুকে দেখা কবিবার হুকুম পাঠাইলেন এবং তাহার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া তাহাকে কয়েকটি টাকা বর্থনিশ দিয়া বিদায় দিলেন। ইহাতে হাওলদাব ও সিপাহীগণ বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইল ও বলাবলি কবিতে লাগিল যে সাধু নিশ্চয়ই সাহেবেব হাত দেখিয়া ভাহাব একটা ভাল সাদির থবর দিয়া আসিয়াছে।

তাঁবু হইতে কিছুদ্রে সাধুব চেলা তাহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। চেলাটি হিন্দুস্থানী, দীর্ঘাকার, স্কষ্টপুষ্ট, কাঁধে ঝুলি ও হাতে একটি ভীষণ লাঠি। উভষে গভীর জন্মলে প্রবেশ করিল।

2

সাহেবের তাঁবু হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে রামনগর গ্রাম। এই গ্রামের কেশব রায় জয়রামপুর-রাজসরকারে কাজ করিত। প্রায় তিন মাস পূর্বে এক রাব্রে কেশবের বাডিতে ডাকাতি হইল। কেশব তথন বাড়িতে ছিল। ডাকাতগণ তাহাদের প্রচলিত প্রথামত মশাল জ্যালিয়া, ডাকহাক করিয়া, লাঠি খুরাইয়া, ইট-পাটকেল ছুঁডিয়া ডাকাতি করিয়া চলিয়া গেল ও ঘাইবার সময় কেশবকে তাহাদের সক্ষে বাধিয়া লইয়া গেল।

সেই অবধি কেশবের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায নাই।
কিছুদিন দেখিয়া গ্রামের লোক সিদ্ধান্ত করিল যে, কেশব জমিদারের
চাকুরি করিতে গিয়া প্রজ্ঞাপীডন করিয়াছিল, তাহার ফলে এই ডাকাতি
ও তাহার অপমৃত্যু; কারণ যথন এতদিনের মধ্যে সে ফিরিল না, তথন
এ ছাড়া আর কি ছইতে পারে ? গ্রামের কয়েকজন প্রধান লোক,
গ্রাম্য পুরোহিত ভটচাজ মশাইকে সঙ্গে লইয়া কেশবের বাড়িতে
আসিল ও কেশবের স্ত্রীকে নানারূপ সান্ত্রনা দিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল
যে, ডাকাতরা নিশ্চয়ই কেশবকে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং শাস্ত্রের বিধানমত তাহার বিধবার বেশ ও আচার গ্রহণ করা আবশুক ও সাধ্যাম্থায়ী
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও কর্তব্য। কেশবের স্ত্রী প্রোচা হইলেও গ্রাম্য প্রথামত
বেশ লম্মা ঘোমটা দিয়া দরজার কাঁকে বিসায় ছিল। সে বল্লাঞ্চল দিয়া
ছই-একবার চোথ মুছিল, ছই-একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল ও ছই-এক কথায়
সমাগত প্রতিবেশীদের জানাইয়া দিল যে সে বৈধব্য স্বীকার করতে
রাজী নছে। যাইবার সময় ভটচাজ মশাই তাহার সম্বন্ধে ছইএকটা শ্রুতিকঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রবীণ্দিগকে বিধান

দিলেন যে, মেষেটার এই অনাচারের জ্বন্ত তাহাকে একঘ'বে করা আবশ্যক।

9

সাহেবের তাঁবু হইতে বাহির হইবা সাধু বামনগব অভিমুখে চলিতে লাগিল ও সদ্ধাব কিছু পূর্বে কেশব বাষেব বাডিতে সশিষ্য উপস্থিত হইল। সন্ধাসী দেখিয়া কেশবেব স্ত্রী প্রণাম করিল ও বসিতে আসন দিল। অলক্ষণ কথাবাতাব পব সাধু বলিল, "মা, আমি অনেক কষ্টে এই জন্মলেব মধ্যে তোমাব ঘব খুঁজে বাব করেছি।"

কেশবের স্ত্রীব মূথে কিঞ্চিৎ ভয়ের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সেটা সামলাইষা লইষা বেশ একটু সহজভাবেই জিজ্ঞাসা কবিল, "কেন বাবা, আমাব বাডিতে ভোমাব কি কাজ আছে ?"

সাধু বলিল, "আমাব খুব জরুবী কাজ আছে মা। আমি দেবতাব আদেশে এথানে এসেছি।"

দেবতার কথা বলায কেশবেব স্ত্রী কিঞ্চিৎ আশ্বন্ত হইল ও যথাসম্ভব সাহস সঞ্চাব কবিয়া বলিল, "কি আদেশ বাবা, দেবতাব ৫"

"এ খুব গোপনীয কথা মা। আমি আব আমাব চেলা ছাডা আব কেউ জানে না,—এবং তুমি ও তোমার স্বামী ছাডা আব কেউ জানলে আমাব সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।"

"তুমি স্বচ্ছলে বলতে পার বাবা। আমাব বাডিতে কেউ আসে না। গ্রামেব লোক আমাকে একঘ'বে কবেছে। কেবল আমার চাকরাণী বাডিতে থাকে, সে এখন নেই।"

সাধু একবার ইতন্তত চাহিয়া বলিল, "তবে শোন মা। আমি

একজন বাঙালী জমিদারের ছেলে; কোন বিশেষ কারণ বশত আজ প্রায় বাবো বংসর সন্ন্যাস নিম্নেছি। তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে এবার যথন অযোধ্যায় রঘুনাথজীর মন্দিরে গেলাম, তথন এক রাত্রে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হ'ল যে মানভূমের রামনগর গ্রামের কেশব রায়ের বাড়িতে গুপ্তথন আছে, ভূমি গিয়ে তা উদ্ধার কর।"

কেশবের স্ত্রী বলিল, "আমরা তো কিছু জানি না বাবা।"

সাধু তাহার 'আমবা' কথাটার উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়া বলিল, "হাঁা, তোমরা কেমন ক'রে জানবে! আমিই ঠিক তার স্থান এখনও জ্ঞানি না, তবে তোমাদের বাস্তভিটার মধ্যে মাটির নীচে আছে এই পর্যন্ত জ্ঞানি। তারপর যা কিছু সেটা আমি পুজো ধ্যান ক'বে বাব করব। একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, দেবতার আদেশ যে ভুমি ও তোমার স্বামী একত্রে মাটি খুঁতে গুপুধন উদ্ধার করবে, আমরা অবশ্য সাহায্য করব।"

স্বামীর কথায় কেশবের স্ত্রী একটু চমকিয়া উঠিল ও বলিল, "বাবা, আমার স্বামী তো প্রায় তিন মাস নিরুদ্দেশ। লোকে বলে, তিনি বেঁচে নেই।"

সাধু গন্তীরভাবে বলিল, "লোকে যা বলে বলুক, আমি বলছি সে বেঁচে আছে।" বলিয়াই তাহার মুপের উপর এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং তাহার মুপের বিশেষ কোন ভাবাস্তর হইল না ইহাও লক্ষ্য কবিল।

সন্ধ্যাসীর কথাটা শুনিয়া কেশবের স্ত্রী যেন একটু গোলমালে পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া বলিল, "তাই বলুন বাবা, সে যেন ফিবে আসে।"

সাধু এইবার তাহার মুধের দিকে সম্পূর্ণভাবে চাহিয়া ধীব গন্তীব

স্বরে বলিল, "মা, আমি সন্ধ্যাসী, আমার কাছে মিধ্যা ব'লো না; ছুমি ঠিক জান যে, তোমার স্বামী বেঁচে আছে, আর যদি আমার সাধনা সত্য হয় তা হ'লে তুমি এও জান যে সে এখন কোথায় আছে।"

এই বলিতে বলিতে সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল ও মৌনং সন্মতি লক্ষণং ঠিক করিয়া সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, তথন কেশবের স্ত্রী কিছু ইতস্তত করিয়া ও তুই-একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া কি বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া হঠাং কিঞ্চিং উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "না বাবা, আমি কিছুই জানি না।" তারপর তুই-একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "তিনি বেঁচে আছেন কি না জানি না; আমার ছেলেপুলে নেই, আমি গুপুধন নিয়ে কি করব বাবা? আমার ওসব দরকার নেই।"

সন্ধ্যাসী বলিল, "তোমার দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার ওপর দেবতার আদেশ মা। আমাকে এ ধন উদ্ধার করতেই হবে। তোমরা না নাও, আমি দেবতার কাজে লাগাব। শোন মা, আজ মধ্যরাত্তে আমি তোমার এই ঘরে ব'সে পূজো করব, তা হ'লে আমি জানতে পারব বাড়ির কোন্থানে এই গুপ্তধন আছে। তারপর যা ব্যবস্থা করতে হয় আমিই করব। তুমি আমার পূজোর যোগাড় ক'রে রেখে দিও। আর কাউকে কিছু ব'লো না— বললে অনিষ্ট হবে। আমি এখন চললুম।" এই বলিয়া সন্ধ্যাসী ও চেলা বাহির হইয়া

কেশবের স্ত্রী কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার তাহার মনে হইল, প্রতিবাসীদিগকে জানায়; কিন্তু প্রথমত তাহারা সাহায্য করিবে কি না সন্দেহ, দ্বিতীয়ত সন্ন্যাসীর কোপে পড়িলে অনিষ্ট হওয়া সম্ভব; তাহা ছাড়া গুপ্তথনের লোভও কিছু কিছু হইতেছিল। এই সব চিস্তা করিয়া অবশেষে সে সাধুর কথামুসারেই কাজ করা স্থির করিল এবং সন্ধ্যার পর ধরের মধ্যে তাহার পূজার সমস্ত যোগাড় করিয়া রাথিয়া পাশের ঘরে দাসীকে লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া মুমাইয়া পড়িল।

সাধু যথাসময়ে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পূজায় বসিল। চেলা দরজার সামনে পাহারায় থাকিল। অল্ল কিছু পূজার পবেই সাধু ঘরের প্রত্যেক জিনিস নিবিষ্টচিত্তে দেখিয়া লইল ও নিজের কাপড়েব ভিতর হইতে এক গোছা চাবি বাহির করিয়া তাহার দ্বারা ঘরে যে কয়টি বাক্স ছিল তাহা একে একে খুলিল। একটি বাক্সে কিছু গহনা ও টাকা ছিল। ইহা দেখিয়া সাধু মনে মনে ঈষৎ হাসিল, কারণ যাহার বাভিতে তিন মাস আগে এ রকম একটা ভাকাতি হইয়া গিয়াছে তাহার বাক্সে টাকা ও গহনা! যাহা হউক সে সে-সব কিছুই লইল না, কিন্ধু বাক্সগুলির মধ্যে কাগজপত্র যাহা ছিল তাহা তরতল্ল কবিষা দেখিল, ও তাহার মধ্য হইতে ত্ই-তিনথানি কাগজ ও চিঠি সংগ্রহ করিয়া বাক্সের জিনিসপত্র যথাস্থানে রাধিয়া দিল।

অতি প্রত্যুবে সর্যাসী ঘর হইতে বাহির হইতেই কেশবেব দ্বী আসিয়া প্রণাম করিল। সন্থাসী বলিল, "মা, আমার পূজা সিদ্ধ ইইয়াছে; তোমার স্বামী বেঁচে আছে, দেবতার বাক্য মিথ্যা হয় না। সে কোথায় আছে বা থাকা সভব যদি আমায় বলতে, তা হ'লে আমার কাজ খুব সহজ হয়ে যেত। যা হোক, আমি এক মাস পরে আবার আসব, এবং আশা করি তথন তোমার স্বামীর সঙ্গে এথানে আমার দেখা হবে। তাকে না পেলে আমার কাজ হবে না।" এই বলিয়া সাধুও চেলা চলিয়া গেল।

8

বামনগব হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূবে চকডিহি গ্রাম। গ্রামটি বেশ বড ও কয়েকটি পল্লীতে বিভক্ত। তাহাব মধ্যে একটি পল্লীতে, গ্রামের জমিদারের বাস, ও তাঁহার কাছাবি-বাডি, আত্মীয-স্বজনের বাডি ও ধামাব-বাড়ি, দেবালয ইত্যাদি লইযাই সেই পল্লী গঠিত। প্রায় তিন মাস হইল জমিদাবের বাডিতে আর কয়েকটি জমিদার ও তাহাদেব কর্মচাবীবর্গ আসিষাছেন। উদ্দেশ্য, ক্যলাব থাদ সম্বন্ধে পবস্পবেব মধ্যে প্রামর্শ কবিষা নিজেদের দাবি দাওয়া ঠিক করা। জ্যবামপুবের বাজা উৎবতিন জ্যাদাব, ও আইন অহুসাবে তাঁহাব জমিদাবিব মধ্যে কোপাও কয়লা থাকিলে তাঁহাবই তাহাতে অধিকাব, কিন্তু পত্তনিদাবগণ পুৰাতন দলিল ইত্যাদি দেখাইয়া প্ৰমাণ কৰিতেছেন যে, বাজাব পূর্বপুরুষেবা পত্তনি দিবাব সময় নিমন্ত্রত্ব পর্যন্ত দিয়া গিযাছেন। এই সমস্ত ব্যাপাব লইষ। বাজাব সহিত তাঁহার পত্তনিদাবদেব মামলা-মকদ্দমা চলিতেছে ও চকডিছিব জমিদার শঙ্কববাবু জাঁহাদেব নেতৃত্ব গ্রহণ কবিয়াছেন। তাঁহাব কাছাবিতে ও জমিদাবপাডাব অক্তান্ত স্থানে প্রায় প্রত্যহ গোপনীয় বৈঠক বসিতেছে, ও যাহাতে বাহিবেব লোক কোন কিছু জানিতে না পাবে তাহাব জন্ম কডা পাহাবাব বন্দোবস্ত হইয়াছে।

একদিন প্রত্যুবে পূর্বোক্ত সাধু চকডিহিতে সশিশ্ব উপস্থিত হইল ও জমিদাবপাড়াব হুই-চাবি ঘর ঘুবিয়া ক্রমশ প্রকাশ করিল যে, সে বদবিকাশ্রম হইতে আসিতেছে এবং বীবভূম জেলায বক্রেশ্বেব শিবালয ও উক্ষপ্রস্ত্রব্যবণ দেখিতে যাইবে। সাধুর কথাবর্তা ও ব্যবহাবে সক্ষ্লেই সম্ভপ্ত হইল। জমিদারপাড়ার এক দেবালয়ে তাহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল।

সাধু মৃষ্টিভিক্ষা ছাড়া আর কোনও দান গ্রহণ করে না, স্তরাং স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের বিশেষ অহরোধ সত্ত্বেও সে কাহারও নিকট অন্ত কোন জব্য লইতে স্বীকৃত হইল না। সাধু প্রত্যহ ভিক্ষা করে ও চেলা জন্মল হইতে কাঠ ইত্যাদি আনিয়া পাকের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অন্তদিনের মধ্যে সকলেই জানিতে পারিল যে, সাধু বাঙালী ও সে অতি স্থানর গান গাহিতে পারে। অতএব শীঘই "সাধু-বাবা" সকলের প্রিয় হইয়া উঠিল। ক্রমশ গান শুনাইবার জন্ম সে অনেক বাডির ভিতরেও যাইতে আরম্ভ করিল এবং বিশেষ অম্বরোধ করিলে হই-একজনেব হাতও দেখিলে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল, সাধু-বাবা থুব ভাল লোক,—তাম্ব্রিক যোগী।

¢

এইরপে প্রায় এক মাস গত হইল। একদিন দ্বিপ্রহরে সাধু-বাবা ভিক্ষা শেষ করিয়া প্রামের প্রাস্তে এক গাছতলায় বসিয়া আছে ও তাহার চেলা কিছুদ্রে জন্দল হইতে সংগৃহীত কাঠেব বোঝা বাধিতেছে। সাধুর মূপে ক্লান্তির লক্ষণ,—যেন গত রাব্রে নিজা হয় নাই, দৃষ্টি উদ্ভান্ত, মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাইতেছে। এই অবস্থায় যেন অজ্ঞাতসারে তাহার হন্তব্য় যুক্ত হইয়া আকাশের দিকে প্রসারিত হইল, নয়নন্বয় নিমীলিত হইল, ও মূপে ভগবভ্জির ভাব ক্টিয়া উঠিল। সাধু আপন মনে বলিয়া উঠিল, ভগবান, তবে কি আমার যাত্রা নিজ্ফল হ'ল।" চেলা তথন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিছু সাধুকে ডাকিতে

সাহস করিতেছে না। সাধু চকু খুলিতেই চেলা বলিল, "বাবা, অনেক বেলা হযেছে, চলুন।" তথন সাধু উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল যে জঙ্গলের ভিতর দিয়া একটি গরুব গাড়ি আসিতেছে। গাড়ি আব কিছু নিকটে আসিতেই দেখা গেল যে, উহাতে পুরাতন পচা খড় বোঝাই আছে। ইহা দেখিয়া নিমেষ মাজ্র সাধু কি ভাবিল, তারপব তাহাব চক্ষ্দ্র এক অসাধাবণ জ্যোতিতে ভবিয়া উঠিল ও মুখে আনন্দেব প্রবাহ খেলিয়া গেল। অত্যন্ত নিবিষ্টমনে গাড়িটি আব একবাব দেখিয়া সাধু চেলাকে চুপিচুপি কি বলিল ও আপনাব আবাসন্থান অভিমুখে চলিয়া গেল।

চেলা তাহাব কাঠেব বোঝাটি মাপায় লইষা একটু খুবিষা ফিবিষা আদিয়া গাড়িব নিকটবর্তী হইল ও গাড়োয়ানেব সহিত কথা কহিতে কহিতে চলিতে লাগিল। গাড়ি গিষা জঙ্গলেব প্রান্তস্থিত একটি প্রাচীববেষ্টিত বাড়িতে ঢুকিল। ইহাব কিছু পূর্বে চেলাব মাথা হইতে কাঠেব বোঝাটি অকমাৎ পডিয়া গিয়াছিল, ও সে তাহা পুনবাষ বাধিতে ব্যম্ভ হইল কিছু এই ব্যম্ভতাব মধ্যেই গাড়িটিব গন্তব্যস্থান দেখিয়া লইল।

Ŀ

বাজি বিপ্রাহব। ঘোব অন্ধকাব। যে বাডিতে গাড়ি ঢুকিষাছিল, তাহাব সম্পুথের দবজাব সামনেব বাবান্দায় তুইজন লোক পাহারায় নিযুক্ত,—একজন বসিয়া আছে ও আর একজন ঘুমাইতেছে।

কিছু দূবে আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়া একটি লোক হামাগুড়ি দিয়া দেওয়ালের দিকে অগ্রসব হইতেছিল। একটু থসথস শব্দ হইতেই প্রহরী অধ জড়িত খবে বলিয়া উঠিল, "কে ?" কিন্তু তাহার তথন তন্ত্রার আবেশ হইতেছিল ও শীতে গায়ের ঢাকা খুলিয়া উঠিবার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল না। তাই সে কোনক্রমে একবার মাজ আপনাব কর্তব্য পালন করিয়া খুমাইয়া পড়িল।

ইত্যবসরে লোকটি দেওয়ালের নিকট আসিয়া যেথানে দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট গাছের ঝোপেব মত ছিল তাহার মধ্যে চুকিয়া খুব ধীরে ধীরে দেওয়ালের নীচে একটি সিঁধ কাটিয়া বাড়ির মধ্যে চুকিল। ঐ দেওয়ালটাই মাটির এবং অভ্য তিন দিকে দালান ঘব। বাড়ির ভিতর চুকিয়া লোকটি বুঝিতে পারিল যে, একটি ঘরে আলো অলিতেছে ও জানালার কাঁক দিয়া ঈবৎ আলো বাহিব হইতেছে। অতি ধীরে ও প্রায় নিখাল বন্ধ করিয়া লে সেই জানালার কাঁক দিয়া দেখিল যে, ঘরের ভিতর একটা লোক অতি নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছে। ইহা দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া আসিল ও পূর্ববৎ সাবধানতাব সহিত সিঁধের ভিতব দিয়া বাহির হইয়া মাটি দিয়া সিঁধটি বন্ধ কবিষা নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

পরদিন রাব্রে উল্লিখিত প্রহরীদেব মধ্যে একজন দরজার সম্মুখে বিদিয়া তামাক খাইবাব ব্যবস্থা করিতেছিল। তাহাব জুডিদার তথনও আসে নাই। সে দেখিতে পাইল যে, ছুইটি লোক বাডির দিকে আসিতেছে। শীতকালে সন্ধ্যার পব পাডাগাম্মে সাধারণত কেহ বাটিব বাহির হয় না। সেইজ্ঞা লোক ছুইটিকে দেখিয়া সে একটু চমকিত হুইল ও "কে ?" বলিয়া হাঁক দিল।

আগন্ধকদের মধ্যে একজন বলিল, "বাবা, আমি সাধুজী।" এই বলিয়া উভয়ে প্রহরীর নিকট আসিল।

সাধু-বাবা ও তাহার চেলাকে দেখিয়া প্রহরী কিঞ্চিৎ আশ্বন্ত হইল,

কারণ তাহাদের ধারা কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। সাধু বলিল, "বাবা, জমিদার-বাড়ির মেয়েরা আমার গান শুনবেন ব'লে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই এসেছি।"

দরোয়ান বলিল, "সাধুজী, আপনি জুল করছেন; এ বাড়ি নয়। আপনি ফিরে থানিক দ্র গিয়ে ভান দিকে , দরাস্তা পাবেন সেই রাস্তায় গেলেই জমিদারবাবুব বাডির সামনে উঠবেন।"

माधु विनन, "ठाई याष्ट्रि वावा।"

এই শুনিয়া প্রহরী যেমন পুনরায় তামাকে মনঃসংযোগ করিল, অমনি সাধুব চেলা লাফাইয়া গিয়া তাহার ঘাড়ে পডিল ও মুথ চাপিয়া ধরিল। সাধু তৎক্ষণাৎ ঝুলি হইতে হুই থও কাপড় বাহির করিয়া প্রহরীব মুথ ও হাত বাঁধিয়া ফেলিল। তাবপব তাহাকে পিন্তল দেখাইয়া বলিল, ''আমাদের সঙ্গে এস।''

সকলে বাডির ভিতর ঢুকিল ও যে ঘরে চেলা পূর্ব বাত্তে আলো জালিতে দেখিয়াছিল তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইল।

ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। ইঞ্চিত মাজে চেলা লাথি মাবিষা দরজা ভাঙিয়া ফেলিল ও সাধু তাহাব হাতে প্রহবীকে দিয়া ঘরে চুকিয়া দেখিল যে, একটা লোক জানালা ভাঙিয়া পলাইবার উল্ভোগ করিতেছে। সাধু লাফাইয়া গিয়া বজ্জমুষ্টতে তাহার হাত ধরিতেই সে চীৎকার কবিয়া উঠিল, "আঁঃ, সাধু-বাবা!" সে আরও কি বলিতে ঘাইতেছিল, সাধু তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "চীৎকার ক'রো না কেশব রায়। আমি সাধু-বাবা কি তোমার যম তা দেখো" এই বলিয়া ঝুলির মধ্য হইতে পুলিস ইন্সপেক্টরের টুপি বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল।

ইতিমধ্যে প্রহরী লোকটির সাহায্যার্থ যাহা হউক কিছু করিবার

জন্ম চেলার সঙ্গে ধস্তাধন্তি আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সাধু পুনরায় ঝুলি হইতে পিশুল বাহির করিয়া তাহার দিকে উঠাইয়া বলিল, "সাবধান, আমি পুলিস। যদি আমাদের কাজে বাধা দেবার চেষ্টা কর, তা হ'লে গুলি করব।" প্রহরী নিরস্ত হইল। তাহার জুড়িদার আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু দূর হইতে ব্যাপার কিঞ্চিৎ গুক্লতর অন্থমান করিয়া আর বেশিদ্র অগ্রসর হওয়া সক্ষত নয় বিবেচনা করিয়া জমিদার-বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

অরকণ পরেই জমিদার ও তাহার কর্মচারীগণ, দরোয়ান, পাইক ইত্যাদি সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথন সাধু কেশব রায়ের হাতে হাতকড়া লাগাইয়া তাহাকে লইয়া বারান্দায় বসিয়া আছে, এবং চেলা ঘরের ভিতর কাগজপত্র, লিথিবার সরঞ্জাম, জয়য়ামপুর-রাজ-সরকারের পুরাতন শীলমোহর ইত্যাদি একত্ত করিয়া একটি কাপড়ে বাঁধিতেছে।

শঙ্করবাবু ও তাহার লোকজনকে দেখিয়া কেশব বায় চীৎকাব করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তথন তাহাদের মধ্যে কেহ বলিল, "শালা ভগু সাধুকে মেরে তাড়িয়ে দাও।" কেহ বলিল, "তাড়িয়ে দেবার দরকার কি ? এত রাজে বেচারা কোথা যাবে ? তার চেয়ে একেবারে শেষ ক'রে জঙ্গলে ফেলে দাও, আর চেলা ব্যাটাকে গর্তে পুতে ফেল।"

সাধু যথন দেখিল যে সত্য সত্যই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপক্রম হইতেছে, তথন সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পিন্তল দেথাইয়া জলদগন্তীর স্বরে বলিল, "দেখুন, আপনারা গোলমাল করবেন না। আমি সম্যাসী নই,—ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর শ্রীরামবারু। বোধ হয় আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার নাম শুনে থাকবেন। আমি যথন এই সব দলিল

জ্ঞালেব সন্ধান পেষেছি ও অপরাধীকে ধবেছি, তথন সহজ্ঞে ছাডব না। কেউ যদি এক পা আমাব দিকে এগোষ, আমি গুলি কবব, ও আমাব সিপাহীও গুলি চালাবে। কেন কতকগুলো খুন-জ্ঞুমেব দাষী হবেন গ"

ইহা শুনিয়া সকলে থমকিয়া দাঁডাইল ও দবোষানের আক্ষালন বন্ধ হইল। তথন সাধু আবাব বলিল, "অনর্থক গোলমাল করবেন না। আমি যথন এতদিন এথানে আছি তথন এটা বেশ বুঝতে পাবছেন যে, এ গ্রামে গোপন ভাবে আবও অনেক পুলিস আছে (এটা অবশু সত্য নহে)। যা হোক, এই বাত্রে আমবা যেমন ভাবে আছি তেমনই থাকি। কি কবা উচিত সেটা কাল সকালে প্রামর্শ ক'রে ঠিক কবব।"

তথন শঙ্কববাবু অগ্রাসব হইষা বলিল, "আপনি যদি পুলিস কর্মচাবী, আপনাকে বাধা দেওয়া উচিত নষ। তবে আপনি সত্যি সত্যি কে ও কেন একে ধবেছেন ইত্যাদি যথন আমবা কিছুই জানি না. তথন আজ বাত্রেব জন্ম এই ব্যবস্থা থাক্ যে, আপনি আজ ওকে কোথাও নিয়ে যেতে পাববেন না। কাল সকালে আমবা সমস্ত দেখে ওনে যা কবা উচিত বিবেচনা কবি তা কবব এবং এই বাড়ির চাবদিকে দবোষানেবা পাহাবা দেবে।" সাধু তাহাতে স্বীকৃত হইলে জমিদাববাবুবা দবোষানদেব সেথানে বাথিয়া অন্য সকলকে লইয়া চলিয়া গেল।

কিছু বাব্রে চেলা সাধুকে বলিল, "দেখুন, গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না। চলুন, লোকটাকে নিষে বেবিষে পড়ি; দবোষানগুলোকে পিন্তল দেখিষেই ভাগানো যাবে।"

সাধু বলিল, "তাব দবকাব নেই লছমী। তাদেব কথা দিষেছি। তবে তুমি একটু হুঁ শিষাব পেকো।"

9

পরদিন প্রাতে জমিদারের লোক নিজেদের গ্রামে ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিশেষ অত্মসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিল যে, প্রকাশ্য কিংবা গুপ্তভাবে সেধানে আর কোন পুলিস নাই। তারপর তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, কেশব বায়কে কিছুতেই ধরিয়া লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। তবে গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে পুলিসের উপর বল প্রয়োগ না করিয়া, যথন তাহারা তাহাকে লইয়া যাইবে তথন জন্দদের মধ্যে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া কাজ শেষ করিতে হইবে।

ইহার অলক্ষণ পরেই শঙ্কববাবু ও অন্তান্ত হুই-একজন জমিদার ও তাহাদের কর্মচারীরা সাধুব সহিত সাক্ষাৎ করিল। শঙ্করবাবু একটু হাসিয়া বলিল, "সাধু-বাবা, আপনি আপনাব আসামীকে নিয়ে থেতে পারেন; আমাদের কোন আপতি নেই।"

কথাটা শুনিয়া সাধু একটু চমকিত হইল, কারণ এত সহজে অপরপক্ষ এ কথাটা স্বীকার করিবে তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। তৎক্ষণাৎ আপনাকে সংযত করিয়া সে তীক্ষ্ণৃষ্টিতে শঙ্করবাবু ও তাহার সঙ্গীদের মুখের দিকে একবার চাহিয়া লইল ও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ধন্তবাদ শঙ্করবাবু, এটাই স্বযুক্তি। আপনাদের আশ্রয়ে এতদিন বড আননেদ ছিলাম; শেষটায় কোন গোলমাল হ'লে আমার মনে বড কন্ত হ'ত। যা হোক যথন এতটা অমুগ্রহই করলেন, তথন আপনি ও আপনার বন্ধুরা দয়া ক'রে আমার এই থানাতল্পাশিটায় সাক্ষী হ'লে বড বাধিত হব।" এই বলিয়া সকলকে প্রাচীরের দিকে লইয়া গিয়া সাধু কয়েকটি থড়েব

গাদার মধ্যে একটি পুরাতন থড়ের গাদার নিকট গিয়া খডগুলি টানিয়া সরাইতে লাগিল। শঙ্করবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল।

সাধু সেই পচা থডের মধ্য হইতে তিন-চারখানি দলিল টানিয়া বাহির করিয়া বলিল, "বাঃ! এ যে দেখছি জয়রামপুর এফেট থেকে বছকাল পূর্বে প্রদন্ত নিমন্বন্ধের দলিল! .কিন্তু এমন সব মূল্যবান দলিল আপনাদের লোহার সিন্দুকে না থেকে থডের গাদার মধ্যে আছে কেন বলতে পারেন ?" কেহ কোনও উত্তর দিল না। তথন সাধু শঙ্করবাবুর দিকে এক মর্মঘাতী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "শঙ্করবাবু, আপনি ও আপনার সহযোগী জমিদাবগণ এই বাড়িতে কেশব রায়ের ঝারা এই সব দলিল জাল করাচ্ছেন, ও দলিলের কাগজ ও কালি পুরাতন দেখাবাব জন্ম পচা থডের মধ্যে রেথে দিয়েছেন। আপনাদের অপরাধের আর কোন প্রমাণ চাই কি ?"

শঙ্করবারু কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না; তাহার মুখে ভয় ও উদ্বেগের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল।

সাধু দলিলগুলি সাবধানে রাধিয়া শঙ্করবাবুকে পাশেব ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "দেখুন শঙ্করবাবু, এত সব গোলমালে আবশুক কি ? ফৌজনাবী মকদ্দমাব কথা বলা যায় না। যে রক্ম দেখছি, আপনারা সকলেই এতে জড়িয়ে পড়বেন। তার চেয়ে একটা কিছু মিটমাট ক'রে ফেলুন না;—কেউ ঘুণাক্ষরেও জ্ঞানতে পারবে না, আর আপনাদের কাজ যেমন চলছে সেই রক্মই চলবে।"

কথাটা শঙ্করবাবুর খুবই মনঃপুত হইল। বলিলেন, "সে তো খুব ভাল কথা, তবে আমাকে অক্তান্ত সকলের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, ।কছু সময় চাই।"

माधू रानिन, "আজ रिकालात मर्या, कात्र आमामीरक हिसान

ঘণ্টার বেশি রাথবার আমার ক্ষমতা নেই। তবে এ যে রকম গুরুতর মকদ্দমা ও এত টাকার ব্যাপার এতে জডিত যে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে কিছুতেই পারব না। আমি জানি আপনারা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন পত্তনিদার এর মধ্যে আছেন, কাজেই এটা আপনাদের পক্ষে শক্ত নয়।"

জমিদারের পক্ষ পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, টাকা দিয়া মুঞ্জিলাভ করাই যুক্তিসঙ্গত। মধ্যাহ্নে শঙ্করবাবু আসিয়া সাধুকে জানাইল যে, তাহারা আশে হাজার টাকা দিবে এবং তাহার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা সেইদিনই ও বাকি টাকা পনরো দিনের মধ্যে দিবে।

ইহাতে স্বীকৃত হইরা হাসিতে হাসিতে সাধু বলিল, "শঙ্করবারু, আব আমি 'সাধু-বাবা' নই,—পুরোদস্তর ইন্সপেক্টরবারু। অতএব আর গেরুয়ার দরকার নেই! আমাকে আপনার বাডিতে কিছুক্ষণ পরে অক্সবেশ দেখতে পাবেন। যথন আমাদের বন্ধুছ হ'ল, তথন একটু আমোদ-প্রমোদই করা যাক। আজ সন্ধ্যাবেলায় আপনাব ওথানে গান-বাজনা করা যাবে, আপনি কিছু ভাল বকম খাওয়া-দাওযাব যোগাড করুনগে। আজ দেড় মাস বেগুন-পোডা আর ভাত চলেছে। আর একটা কথা, যথন আসামীই ক্সকে গেল তথন তো আর যাবাব তাড়াতাভি নেই, তবে আমাদের সকল বিষয় মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত আসামীটি আমার চেলার নজরবন্দীতে এই ঘরেই থাকবে।"

বৈকাল হইতে জমিদার-বাডিতে গান-বাজনা ও থাওয়া-দাওয়ার খুব আয়োজন হইতে লাগিল। সাধু বাঙালীবাবুর বেশে মজলিশ জমাইয়া বিসিয়া গান গাহিয়া সকলের মনোরঞ্জন কবিল।

সন্ধ্যার কিছু পরে সাধু শঙ্করবাবুকে বলিল, "দেখুন, এই সময় আমার স্থান করা অভ্যাস, আমি কাছের পুকুর থেকে স্থান ক'রে আসি।"

এই বলিয়া সে পুরুরের দিকে চলিয়া গেল। তথন আর তাহার উপর নজর রাথিবার আবশুকতা কাহারও মনে হইল না।

পুকুরের দিকে কিছুদুর গিয়া সাধু অন্ত এক পথ ধরিয়া যে বাডিতে কেশব রায় আছে সেধানে উপস্থিত হইল। লছ্মীকে ডাকিয়া তাহাকে চুপি চুপি কি বলিয়া উভয়ে কেশবের ঘরে ঢুকিল ও তৎক্ষণাৎ কেশবের মুখ ও হাত বাধিয়া ফেলিয়া বলিল, "দেখ কেশব রায়, তুমি নিঃশব্দে আমাদের সঙ্গে চল। যদি আপত্তি কর কিংবা পালাবার চেষ্টা কর, তা হ'লে এক গুলিতে তোমার মাথা গুঁডিয়ে দেব।" তারপর লছ্মী সমস্ত জিনিসপত্র একলা করিয়া বাধিয়া লইল ও তিনজনে বাটির বাহির হইল!

অতি ক্রতপদে তাহারা জঙ্গলে গিয়া চুকিল ও প্রায় তিন-চার মাইল একবকম ছুটিয়াই চলিল। অন্ধকারে জঙ্গলের পথে একপে চলা যে কিরূপ বিপদজনক তাহা বলাই বাহল্য, কিন্তু তাহারা অমিতসাহসে সমস্ত বাধা-বিদ্ন অতিক্রম করিয়া, প্রায় পনরো মাইল হাঁটিয়া শেষ রাজ্যে পুলিদ-সাহেবের তাঁবুতে কেশব রায়কে লইয়া উপস্থিত হইল।

ভূগর্ভস্থ কয়লার স্বত্বাধিকার লইয়া জ্বয়রামপুরের রাজা ও পত্তনিদারদের মধ্যে যে সব মকদ্দমা চলিতেছিল তাহাতে পত্তনি-দাররা জাল দলিল ব্যবহার করিতেছিল তাহা সকলেই বুঝিয়াছিল; কিন্তু কোথায় কি ভাবে জাল হইতেছে তাহা ধরিবার জ্ব্যু পুলিস-সাহেব প্রায় তিন মাস ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও ক্রতকার্য হইতে পারেন নাই। শ্রীরামবাবুর নিকট সমস্ত শুনিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ষ্পাসময়ে দায়রার বিচারে কেশবের ও তাহাব সাহায্যকারী ক্ষেকজন প্তনিদারের জেল হইল।

আর-জন্মের মা

প্রথম চিত্র

"মা, আমায় রক্ষা কর।"—এই বলিয়া এক স্থন্দরকান্তি স্ববেশধারী যুবক শব্দ্ধিগড়ের মোক্ষদা গোয়ালিনীব পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। মোক্ষদা সেই মাত্র ভাত থাইয়া ভূজাবশেষ কুকুরকে দিবাব জন্ত সদর-দরজাটি খুলিয়া বাহির হইয়াছে, অমনি এই ঘটনা। সে চমকিয়া উঠিয়া পিছাইয়া গেল ও আকন্মিক বিশ্বয়ে অকুট চীৎকার কবিয়া উঠিল। যুবক কিছুমাত্র দিধা না কবিয়া গড়াইতে গড়াইতে গিষা তাহার পদন্বয় জড়াইয়া ধরিল ও যয়ণাস্চক আর্তনাদ করিতে কবিতে আবার বলিল, "মা, আমাব রক্ষা কর।"

মোক্ষদাব সংসারে সে আর তাহার পিসী রাইমণি। উভয়েই
বিধবা, স্থতরাং নিশ্চিন্ত। মোক্ষদার পিতা যাদব ঘোষ শক্তিগড়েব
গোয়ালা-সমাজের একজন প্রধান লোক ছিল ও পৈতৃক জমি-জাষগা
ছাড়া কিছু নগদ টাকাও রাশিয়া গিয়াছিল বলিয়া সকলের বিধাস।
যাদব ঘোষের মৃত্যুর পর রাইমণি আসিয়া বালবিধবা মোক্ষদাব
ইহকাল-পরকালের ভার লইল, ও পাকা মাঝির ন্থায় শক্ত করিয়া
হাল ধরিয়া তাহাকে জীবনের 'কালবৈশাখী'টা পার করিয়া দিল।
এখন স্পৃত্যুলে উভয়ের দিন কাটিতেছে। জমির ধানেই ধরচপত্র
সব চলিয়া যায়, এবং হুধ ও ঘুঁটে বিক্রির টাকাটা জমে; তা ছাডা
তেজারতিও কিছু কিছু আছে। সম্প্রতি মোক্ষদা কোন ধরিয়াছে
যে, তীর্থ দর্শন করিতে যাইবে; কিন্তু উপয়ুক্ত সঙ্গীর অভাবে যাওয়া
হইয়া উঠিতেছে না।

রাইমণি হাত-মুথ ধুইয়া হামানদিন্তায় পান ছেঁচিতেছিল ও গত রাত্রে পোঁসাই-বাড়িতে কথক ঠাকুব যে বৈরাগ্যবাদ বুঝাইয়াছিলেন মনে মনে তাহার আলোচনা করিতেছিল। অতএব বুবকের আর্তনাদ প্রথমটা তাহার কানে চুকিল না; কিছু সে যথন পুনরায় 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল তথন তাহার ধ্যান ভাঙিল ও "আরে ন'ল, এই ছুপুরবেলাতেও আবার ভিথেরী" ইত্যাদি বলিতে বলিতে মোক্ষদাকে ভিক্কুকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইল।

পিসীকে আসিতে দেখিয়া মোক্ষদার হৃদ্পিও কতকটা প্রাকৃতিস্থ হুইল, কিন্তু ভয়ে তাহার মুথ দিয়া কথা বাহির হুইল না। রাইমণির অগাধ সাহস, কেননা ভয় ও ভালবাসা এই হুইটা জিনিস সে ছাত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বামীর চিতায় জ্বালাইয়া দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এই অভূতপূর্ব দৃশু দেখিয়া তাহারও হৃদয় ক্ষণকালের জন্ত কম্পিত হুইল। এ তো ভিধারী নয়! তবে এ কে ? কোন দেবতা কি অপদেবতা নয়তো ? এ দৃশু তাহার স্থণীর্ঘ অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাহিরে, স্কতরাং কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিল না। অপদেবতার চিন্তাটা উঠিবামাত্র বুকটা একটু চিপচিপ করিয়া উঠিল, কিন্তু সে ক্ষণিকমাত্র। মনে মনে তিনবার রামনাম জপ করিয়া সে আরও একটু অগ্রসর হুইল ও যুবকের আপাদ্দশুক স্থিরদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, "কে গা তুমি ? অজ্ঞানা অচেনা লোক এই ভর্তি হুপ্রবেলায় ভদ্রলোকের বাড়ির দরজায় এসে মেয়েছেলের পা ধ'রে টানাটানি করছ ?"

যুবক তাহার কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় মোক্ষণার মুধের পানে কাতর নয়নে চাহিয়া বলিল, "মা, আমায় রক্ষা কর।" মাতৃসংখাধনের প্রবল আকর্ষণী শক্তি সস্তানহীনা মোক্ষণার হৃদয় স্পর্ণ করিল। সক্ষেত্রীয়নে ধ্রুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "ওঠো বাবা, উঠো িক হয়েছে,ভোমার বল।"

া রাইমণিক কিছে ব্যাপারটা নোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে নোক্লাকে কর প্রকৃষ্ট ধ্যক দিয়া বলিল, "থাম্ তুই নোক্ল, আমি প্রক্রার ও-বাড়ির, রামধনদানাকে ডাকি।"

ৈকেই সমায় যুক্ত আবার মোক্ষদার মূথেব পানে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তহন্তে তেমনি যন্ত্রণাস্চক হারে বলিল, "মা, আমায় রক্ষা কর।"

ে নাক্ষণা জীবনে কথনও পিসীর অবাধ্য হব নাই, কিন্তু আজ তাহার মন বিজ্ঞাহী হইল। একবার যুবকের দিকে ও পবক্ষণেই পিসীর দিকে চাহিয়া দে বলিল, "কি তুমি বলছ পিসী? ভদ্রলোকেব ছেলেটি এই মুগুর-বোদে মাটিতে প'ডে ছটফট করছে, আর এই সময ভূমি' লোক ভাকতে যাবে ? না বাবা, তুমি উঠে বাড়ির ভেতব গিষে বসবে চল, আমি এক্ষ্ণি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি। যাও পিসী, তুমি ওক্ষে সকল ক'রে নিয়ে যাও।"

তথন যুবক মোক্ষণাব পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল ও সজলনয়নে ভাহার পানে চাহিয়া বলিল, "মা, তুমি হাত ধুয়ে এলে তো আমাব কোন কাজ হবে না। আমি যে আশায় এসেছি সবই তো বিফল হবে।"

কথাটা মোক্ষণা ভাল বুঝিতে পাবিল না। সে অবাক হইয়া বুবকের মুখের দিকে চাহিল। রাইমণিও দেখিল যে রহস্ত ক্রমে জটিল হইয়া উঠিভেছে। তখন তাহার মনে হইল, আছো, দেখাই যাক, আসল কথাটা কি! বাধ-ভাক্ক" তো নয় যে খেয়ে ফেলবে ? এই ভাবিয়া সে বিলল, ইল বাপু, তাই বাড়ির ভেতরেই চল; ভোমার ব্যাপারটা কি সক্ষাত্তিক কুরে কুলবৈ চল।"

বাড়ির ভিতর গিয়া মোকদা যুবককে বিসবার জন্ম আসন পাতিয়া দিল, কিন্তু সে তাহাতে না বসিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িল ও মোক্ষদার পদধ্লি লইয়া মাথায় দিয়াই বলিল, "মা, তোমার চরণ স্পর্ণ ক'রেই আমার রোগ অধে কি সেরে গেছে।"

মোক্ষদা বলিল, "কি রোগ বাবা ভোমার ?"

যুবক বলিল, "তবে শুরুন মা, আমার নাম হরেক নাথ মুখুজের। আমি নারায়ণপুরেব জমিদার কানাই মুখুজেব ছেলে।"

রাইমণি বিকট নয়নে ব্বকের প্রতি বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিয়া বলিল, "আঁগ! তুমি বায়নের ছেলে! এই বোশেথ মাসে আমার মোকুব পায়েব ধুলো নিয়ে তাব অকল্যাণ করলে!"

বুবক কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "আগে আমার কথাটা সব শুরুন। তাবপর ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, তার বিচার করবেন।"

মোক্ষদা বলিল, "বল বাবা, বল।"

"আজ সাত বংসব আমাব অম্বলশ্লের ব্যারাম হয়েছে। যথন ব্যথা ওঠে তথন আর দিয়িদিক্জান থাকে না; মনে হয় যেন আত্মহত্যা করি। আমাব প্রসার অভাব নেই, ডাজ্ঞার কবরেজ হোমিওপ্যাথি কিছুই বাকি রাখি নি। হাজার হাজার টাকা ধরচ করেছি, কিন্তু কিছু তেই কিছু হ'ল না। রোগের যন্ত্রণায় ডাজ্ঞারকে এমন পর্যন্ত বলেছি যে, ডাজ্ঞারবারু, আপনাকে আমি দশ হাজার টাকা দোব, আপনি ওষুধের সঙ্গে একটু বিষ মিশিয়ে দিন।"

তনিতে তুনিতে রাইমণির চিরকঠোর বদনমণ্ডল ক্রমণ কোমল হইয়া আসিতে লাগিল। বলিল, "বালাই, বাট! তা কি করতে আছে? আত্মহত্যা মহাপাপ।" যুবক বলিল, "দিদিমা, কি আর বলব আপনাকে! যে রোগের যন্ত্রণা তাতে আর পাপপুণ্য কিছুই জ্ঞান থাকে না। শুমুন তারপর। যথন ওর্ধপত্রে কিছুই হ'ল না, তখন আমার স্ত্রী আমাকে না জানিয়ে আমাদের গুরুঠাকুরকে আনালে। তিনি বেশ কুটি দেখতে পারেন। আমার কুটি দেখে তিনি বললেন যে, রাহুর অন্তর্দশা চলছে, এর পর রোগের শান্তি হবে; কিন্তু চিকিৎসাপত্রে কোন ফল হবে না, দৈব করতে হবে। সেই শুনে আমার স্ত্রী বললে যে, চল, তারকেশ্বর গিয়ে বাবার কাছে হত্যে দেওয়া যাক।"

রাইমণি তৎক্ষণাৎ যুক্তকব মন্তকে ঠেকাইয়া বলিল, "বাবা ভারকেশ্বর, সাক্ষাৎ জাগ্রত দেবতা।"

যুবক বলিল, "শুমুন তারপর। আমি তারকেশ্বরে গিয়ে সাত দিন সাত রাত বাবার স্থানে হত্যে দিয়ে প'ড়ে রইলুম। এই সাত দিন শুধু একটু গঙ্গাজল থেয়ে থাকতুম, কিন্তু ক্ষিদে-তেষ্ঠা কিছুই ছিল না।"

রাইমণি পুনরায় বাবা তাবকেশ্বরকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ৰিলল, "বাবার মাহিত্যি।"

যুবক বলিল, "সাত দিনের শেষরাব্রে শ্বপ্ন হ'ল। মনে হ'ল একটি বৃদ্ধ বাদ্ধণ মাধার কাছে দাঁতিরে বলছেন—'তৃই মহাপাপী, তাই তোর এই কঠিন রোগ হয়েছে। আর-জন্ম তৃই রাগের ঝোঁকে তোর মার মাধার লাঠি মেরে মাতৃহত্যা করেছিস। এ জন্মে তোর সেই মহাপাপের ফলভোগ হছে।' আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল,—এই দেখুন,—বলতে বলতে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আমি জোড় হাত ক'রে বললুম—'বাবা, আমি মহাপাপী, আমার গতি কি হবে ?' বাদ্ধণ বললেন—'আর-জন্মে তোর কিছু স্কৃতিত্ব ছিল, তাই তৃই এ জন্মে বাদ্ধণ-বংশে জন্মেছিস, আর তোর রোগ থেকে মুক্তিও হবে।'

আমি বললুম—'কেমন ক'রে হবে বাবা ?' ব্রাহ্মণ বললেন—'তোর মা শক্তিগডে যাদব ঘোষের বাড়িতে তার কঞারূপে আবার জন্ম নিয়েছে; তুই গিয়ে তাব পায়ের ধ্লো মাথায় নিয়ে এই সমস্ত কথা ব'লে তার উচ্ছিষ্ট আন্ধ থেলেই তোব রোগ সেরে যাবে।'"

রাইমণি অবাক হইয়া শুনিতেছিল ও তাহার মন ক্রমশ যুবকের প্রতি সহাযুভূতিপূর্ণ হইযা আসিতেছিল, কিন্তু উচ্ছিষ্ট অন ভক্ষণেব কথা বলিতেই সে একেবারে গর্জিয়া উঠিল, বলিল, "বলছ কি ভূমি বাপু! এই বোশেথ মাসেব দিনে বাম্নকে এঁটো ভাত থাওয়ালে যে আমাদের সাত পুরুষ নরকে যাবে। ও কিছুতেই হতে পারে না। একে তো পায়ের ধূলো নিয়ে অকল্যাণ করেছ, তার ওপব আবাব এ এঁটো থাওয়া! আমি কিছুতেই মোক্ষদাকে তা করতে দোব না।"

যুবক ধীব প্রশান্ত নয়নে রাইমণির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ভুল কবছেন দিদিমা। উনি যে আমার মা। আমাদের ঠাকুর মশাই বলেন যে, মা ও ছেলের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা জন্ম-জন্মান্তবেও থাকে।"

রাইমণি কিন্তু সহজে রাজী হইবাব পাত্তী নয়। বলিল, "তা তো সব বুঝি বাপু। আব-জন্মে যে কে কি ছিল তা তো আর দেখতে পাচ্ছি না,—এখন এ জন্মে চোধের সামনে সব দেখে-শুনে কেমন ক'রে ভতি বোশেথ মাসে মহাপাপ করা যায় ?"

যুবক বলিল, "এতে কিছুই পাপ নেই দিদিনা। বাবা তারকেশ্বরের আদেশ। বরং দেবতার আদেশ লজ্মন করলে মহাপাপ।"

রাইমণি ভাবিল, তাও তো বটে; কিন্তু এত বড় একটা সম্পা মীমাংসার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নিজের ঘাড়ে না লইয়া পুনরায় রামধন-দাদাকে ডাকিবার প্রস্তাব করিল। তথন মোক্ষদা বলিল, "থাক্ পিসী, শাংক প্রাক , ভাকাড়াকিতে কাজ নেই। ও যথন আমাকে মা' ব'লে ডেকেছে, তখন ওর জন্তে আমি সবই করব। যদি আমাক এঁটো ভাত খেলে , ওর ব্যারাম ভাল হয়, আর তার জল্ডে যদি আমাকে সাত জন্ম নরকে পচতে হয় আমি তাতেও রাজী।" এই বলিয়া সে পিলীয় অছ্মতির অপেকা না করিয়া য়ুবককে বলিল "বাবা, ভূমি খটিয় জলে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি তোমাকে ভাত দিছিছ।"

যুবক নোক্ষার উচ্ছিষ্ট অন্ন অতি ভক্তিভরে মাথান ঠেকাইনা ও উদ্দেশে বাবা তারকেশরকে প্রণাম করিন্না মুখে ফেলিন্না দিল ও পাইতে পাইতে বলিল, "মা, এ তোমার প্রসাদ পাচ্ছি কি অমৃত শাহিছ, তা বলতে পারি না। আমার সমস্ত দেহ যেন জুড়িয়ে গেল। ওঃ, দেবতার কি দ্যা! আমার মনে হচ্ছে যে, কথনও যেন রোগ ছিল না।"

্রাইমণির শবীরে তথন রোমাঞ্চ হইতেছে। সে বলিল, "বাবা তারকেশ্বরের শাহিতি,।" এই বলিয়া তিন জনই ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

অন্ত্রকণ মধ্যেই পাড়ায় প্রচার হইল যে, কোণা হইতে এক রাজপুত্র আদিয়া মোক্ষার্কে 'মা' ডাকিয়াছে। ক্রমণ আত্মীয় স্বজন প্রক্রিবেশী অনেক্রেই রাজপুত্রকে দেখিতে আদিল ও তাহাব ব্যবহাবে ও সদালাপে সম্বন্ধ হইয়া "মোক্ষার ভাগ্যি ভাল, নইলে এমন রাজার প্রেলে জোটে" ইত্যাদি আলোচনা করিতে করিতে ফিবিয়া গেল।

সন্ধার পর ব্বক রাইমণি ও মোকদাকে বিভারিতভাবে আপনার পরিচয়াদি দিল। "আমাদের সাত প্রথমে জমিদারি, তা ছাড়া ব্যক্তা-বাণিজ্য, প্রায় একথানা প্রায় জুড়ে বাড়ি, কাছারি, ঠাকুব-বাড়ি, জাভিথিশালা, ডাজ্বারশানা ইত্যাদি। বাপ-পিতামহের আমল থেকে

এত টাকা জনেছে যে টাকায় ছাতা ধ'রে যাচেছ, মাঝে মারে বার ক'রে রোদে দিতে হয়।"

এই সব গর শুনিতে শুনিতে পিসী ভাইঝি অবাক হইয়া গেল।

মূবক বলিল, "মা, ভোমাকে এই ভাঙা ঘরে এত কটে আমি আর

থাকতে দোব না। ভোমরা হুজনে আমার বাড়িতে গিরে নিশ্চিত্র

মনে গৌরগোপালের মন্দিরে ব'সে হারনাম করবে, আর আমার

ছেলে-মেরেদের নিয়ে আমাদ করবে। আসছে শীতে ভোমাদের
সব তীর্বহান দেখিয়ে নিয়ে আসব।"

তীর্থদর্শনের কথায় উভয়েই বড় প্রীত হইল। যুবক বলিল, "তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। প্রায় সমস্ত বড়ৃবড় তীর্থস্থানেই আমাদের বাড়ি আছে।"

পরদিন প্রাতঃকালে যুবক মোক্ষদাকে বলিল, "মা, তোমার বউকে আমি তারকেশ্বরে রেখে এসেছি। তার কাছে চাকর-বাকর ছাড়া। পুরুষ মাছৰ আর কেউ নেই। আমাকে আজই যেতে হবে।" মাক্ষদা প্রথমে খুবই আপত্তি করিল। বলিল, "এত কষ্ট ক'রে এসেছ বারা, ছুদিন এখানে শুরু

কিন্ত যুবক কিছুতেই সম্মত হইল না। বলিল, "মা, ভূমি আমার প্রাণদান করেছ, তাই তোমাকে ছেড়ে মেতে বড়ই কট্ট হবে। কিন্তু উপায় নেই মা। মা-বেটায় এখন কিছুদিনের জন্তে ছাড়াছাড়ি হবেই। তবে যদি তোমার কোন কট্ট না হয়, তা হ'লে আমার সঙ্গে তারকেশ্বর পর্যন্ত যোতে পার। সেখানে ঠাকুর দেখিয়ে, হয় তোমাকে আমিই আবার এসে এখানে রেখে যাব, না হয় আমার কোন লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।"

মোক্ষা কথনও তারকেশ্বর যায় নাই, তাই এ লোভ সংবরণ করিতে

পারিল না। বলিল, "বেশ তে। বাবা, যদি তোমার কল্যাণে বাবার স্থানে একবার যেতে পারি তোমন কি ?"

ষুবক বলিল, "আমার বড় ভাগ্য মা, যে, আর ছুদিন তোমার পায়ের ধ্লা নিতে পারব। তোমার বউও আমাকে অনেক ক'রে ব'লে দিয়েছে—'যদি মার দেখা পাও, আর তোমার ব্যারাম সেরে যায়, তা হ'লে তাঁকে সঙ্গে ক'রে বাবার স্থানে নিয়ে আসবে। আমরা একসঙ্গে বাবার প্রভা দেব।' তাবপর মাতাপুরে পরামর্শ কবিয়া সেই দিনই বৈকালের গাড়িতে রওনা হইতে হইবে—এই স্থির হইল।

রায়াখরে গিয়া মোক্ষণ বাইমণির কাছে কথাটা তুলিল; কিন্তু সে কিছুতেই সন্মতি দিল না। বলিল, "মা-ই বলুক আর মাসীই বলুক, যতক্ষণ আমার চোধের সামনে আছ ততক্ষণ যা করবে তাতে কিছুই বলব না। কিন্তু তোমাকে আমি চোধের আড়ালে যেতে দোব না।"

মোক্ষদা অনেক করিয়া বুঝাইল, কিন্তু রাইমণির সেই এক কথা।
মোক্ষদা তাহাকেও যাইতে বলিল, কিন্তু হুইজনে গেলে ঘর দোর,
গরু বাছুর, দেওে কে ? শেষে অনেক অহনয়-বিনয়েব পব রাইমণি
এই শর্তে রাজী হইল যে, মোক্ষদা সেই দিন বৈকালেব গাড়িতে
গিশ্বা পরদিন প্রাতঃকালে দেবতা দর্শন করিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই ফিবিযা
আসিবে ও তাহার জ্ঞাতি-সম্পর্কে ভাই তাবাচবণ তাহার সঙ্গে
যাইবে।

বৈকালবেলায় ধ্বক তারাচরণকে গিয়া বলিল, "মামা, কিছু তাড়াতাড়ি ক'রো না। এখনও তো টেনের ঢের দেরি!" তারপর সে মোক্ষদার বাড়িতে আসিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফেলনের দিকে রওনা হইল। রাইমণির ইচ্ছা যে তাহাদের বাড়ি হইতেই তারাচরণ মোক্ষদার সঙ্গে যায়, এবং সেই জ্বন্ত একটু আপত্তি করিবাব চেষ্টা

করিল। কিন্তু যুবক বলিল, "মামা কাপড় পরছে। বললে, 'যাচ্ছি, তোমরা এগিয়ে চল, আমি রাস্তায় তোমাদের ধরব।'"

ফেশনে আসিবামাত্র গাড়ি আসিয়া পড়িল। তথনও পর্যস্ত তারাচরণ আসিয়া পৌছে নাই। কিন্তু তাহাকে সঙ্গে লইতে হইলে সে দিন আর যাওয়া হয় না।

युवक म्लान मूट्य विनन, "मा, कि कता यादव ?"

মোক্ষদা বলিল, "যথন যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি তথন আর ফিরব না। চল বাবা, তোমার সঙ্গেই যাই। তারাচরণ নাই বা গেল।"

একটা থালি ইণ্টারমিডিয়েট গাড়িতে মাতা ও পুত্র উঠিল।

যুবকের সাগ্রহ যত্নে ও মধুর বাক্যালাপে মোক্ষদা বড়ই প্রীত হইল ও
তাহার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার ছেলে থাকিলে সেও বুঝি এমন

যত্ন কবিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে পারিত না।

যাইতে যাইতে যুবক কি যেন একটু চিস্তা করিয়া বলিল, "মা, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে একটা বড় ভুল হয়ে গেছে।"

(साकना विनन, "कि वावा ?"

যুবক বলিল, "ভূমি যদি কিছু মনে না কর, তা হ'লে তোমায় সেটা বলি।"

"না, না, বল না, মনে আবাব কি করব ?"

তারপর হাসিয়া বলিল, "তোমার মত ছেলের কথায় মা কি কিছু মনে করতে পারে ?"

যুবক বলিল, "তারকেশ্বরে তোমার বউ ও আমাদের বাডির আরও ছ্-চার জ্বন স্ত্রীলোক আছে। তুমি তো জান ব্রাহ্মণের বিধবারা কোন গ্রনা পরে না। তোমার গায়ে এই তাগা আর হার দেখলে আমার আত্মীয়েরা কোন অপ্রিয় কথা বলতে পারে। তোমার কিংবা

আমার সামনে কিছু বলুক আর না বলুক, অন্তত অসাক্ষাতেও বলতে পারে। তুমি আমার মা, তাই সে রকম কিছু একটা কথা উঠলে আমার ও তোমাব বউয়ের মনে কষ্ট হবে।"

মোক্ষদা বলিল, "তাই তো বাবা! এটা তো আমার মনে হয় নি। আগে বললে এগুলো খুলে বেথে আসভূম।"

"তাই বলছিলুম মা, আমাবও আগে মনে হয় नि।"

"তা হ'লে এখন কি করা যায় ?"

"যদি তোমার আগন্তি না থাকে তা হ'লে ওগুলো খুলে তোমার কাছে বেথে দাও, তারপর যাবার সময় আবার প'বে নেবে।"

"আচছা বাবা, তাই খুলছি; কিন্তু আমার কাছে আর কোণায় রাধব ? ভুমি রেখে দাও।"

এই বলিষা মোক্ষদা হার খুলিষা যুবককে দিল। তাগা জোডাটা সহজে খুলিতে পারিল না, কাবণ সম্প্রতি মোক্ষদা নিজেব অজ্ঞাতসাবে একটু মোটা হইতে আরম্ভ কবিয়াছিল। তথন যুবক নিজের পকেট হইতে একথানা সাবান বাহির করিয়া মোক্ষদাকে দিল ও বলিল, "এ ঘটির জল দিয়ে সাবান লাগালেই খুলে আসবে।"

সেইরপ করিতেই তাগা থোলা গেল। যুবক হার ও তাগা অতি যদ্রের সহিত নিজের রুমালে বাধিয়া বুক-পকেটে রাথিল ও অন্ত পকেট হইতে একটি সেফ্টিপিন বাহির করিয়া তাহা দিয়া বুক-পকেটের মুখ বন্ধ করিল। যুবকের সাবধানতা দেখিয়া মোক্ষদা বডই সম্বর্ট হইল। তাবিল, বডলোকের ছেলে; অনেক টাকা-পয়সা সোনা-দানা নাড়া-চাড়া করে, তাই এত হঁশিয়ার।"

গাড়ি পাগুরার আসিরা পৌছিলে ধুবক বলিল, "মা, ঐ দেখ

পেঁড়োর মসজিদ। এত বড় মসজিদ বাংলা দেশে আরু নেই। কত কালের গাঁথনি, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেমন শক্ত আছে।"

মোক্ষদা একদৃষ্টে মসজিদ দেখিতে লাগিল। এই অবসরে যুবক বলিল, "ঘটির জল সব ফুরিয়ে গেছে দেখছি। এখানে গাড়ি অনেকক্ষণ দাড়ায়,—জল নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া সে ঘটি লইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া প্লাটফরমের প্রান্তের দিকে চলিয়া গেল। নোক্ষদা মসজিদের পানে একমনে চাহিয়া আছে, অতএব যুবকের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে ইহা তাহার মনে হইল না। যথন গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা হইল তথন তাহার চমক ভাঙিল ও গাড়ির জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া প্লাটফরমের যত দুর দেখা যায় দেখিল, কিন্তু তাহার মধ্যে যুবককে দেখিতে পাইল না। সেই সময় গাড়িছাড়িয়া দিলশে

ভয়ে মোক্ষার মুধ শুকাইয়া গেল, ও একবার তাহার মনে হইল যে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়ে; কিন্তু কি করিবে তাহা ঠিক করিতে না করিতেই গাড়ি বেশ জোরে চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ প্লাটফরমের পাশ দিয়া চলিল, ততক্ষণ সে উদ্ধীৰ হইয়া প্লাটফরমের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু যুবকের কোন নিদ্র্শন পাইল না।

ভয়ে ও ভাবনায় মোক্ষদার চোধে জল আসিল। একবার তাহার সন্দেহ হইল যে বোধ হয় যুবক তাহার গহনাগুলি লইয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই যুবকের আকৃতি, পরিচ্ছদ, ব্যবহার, বাক্যালাপ ইত্যাদি মনে করিয়া সে ভাবিল যে তাহা অসম্ভব। ভদ্রসম্ভান, বড়লোকের ছেলে, তাহাকে 'মা' বলিয়াছে,—সে কি কথনও এমন কাজ করিতে পারে ? বোধ হয় স্টেশনের মধ্যে জল পায় নাই, তাই বাহিরে সে জল আনিতে গিয়াছিল, ইতিমধ্যে গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে,

তাই এ পর্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারে নাই; নিশ্চয় অস্ত কোন গাডিতে উঠিয়া পড়িয়াছে—এই ভাবিয়া সে কতকটা আখন্ত হইল।

মগর। স্টেশনে মোক্ষদা গাড়ি হইতে নামিল, কারণ সে জানিত যে মগরাতে গাড়ি বদল করিতে হইবে। অনেক আশা করিয়া সে প্ল্যাটফরমের এক প্রাস্ত হইতে অন্ত প্রাস্ত পর্যস্ত অমুসদ্ধান করিল; কিন্তু যুবকের কোনও উদ্দেশ পাইল না।

করেকটি ভন্তলোক মোক্ষদার গতিবিধি ও মুধেব ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাবা বুঝিতে পারিলেন যে, সে কোন বিপদে পড়িয়াছে। তথন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল ও যাহা ঘটিয়াছে সংক্ষেপে বলিল। তাঁহাবা তাহাকে ফৌশন-মাস্টারের নিকট লইষা গিয়া সমস্ত বলিলেন। প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে কাহাবও বিলম্ব হইল না।

তাঁহাদেব মধ্যে একজন মোক্ষদাকে বলিলেন, "মা, তুমি একজন অজ্ঞানা লোকের সঙ্গে এমে ভাল কাজ কর নেই। সে তোমার গয়নাগুলি নিয়ে পালিয়েছে। তুমি বাডি ফিরে যাও।"

প্রথমে মোক্ষদার ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু যথন সকলেই সেই সিদ্ধান্ত করিল ও স্টেশন-মান্টারবাবু বলিলেন যে, তিনি এরপ ঘটনা আরও হ্-একটা শুনিয়াছেন, তথন মোক্ষদাব মুধ শুকাইয়া গেল ও ক্রমণ সে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিল।

তবে কি সত্য সত্যই আমার গহনাগুলি গেল १—এই ভাবিয়া তাহার নয়নে অশ্রুধারা ছুটিল ও সেই সঙ্গে পিসীব রণরঙ্গিণী মূতি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

टिंगन-भाग्नेत्रवातू श्रू निटम थवत पिटनन।

প্রায় এক সপ্তাহ পবে মগবার দাবোগাবারু কয়েকথানি ফোটোগ্রাফ লইষা মোক্ষদার বাডিতে উপস্থিত হইলেন। ফোটোগ্রাফগুলি দেখিতে দেখিতে মোক্ষদা একথানিব দিকে চাহিয়াই চমকিয়া উঠিল ও "এই সে" ইহা বলিবাব সময় অজ্ঞাতসাবে তাহার মুখে একটা বেদনার বেখা ফুটিয়া উঠিল; কাবণ সে তাহাকে মা' বলিযাছিল। বাইমণি ফোটো দেখিযাই গজিষা উঠিল। বলিল, "ভদ্রলোকেব ছেলের এই কাজ!"

আর-জন্মের মা

দ্বিতীয় চিত্ৰ*

আখিন মাস। বিশাল পল্লা 'দেবী চৌধুরাণী'র ত্রিস্রোতার মত বর্ষাব জলপ্লাবনে কুলে কুলে পুবিয়াছে। নবমীর চাঁদ সেই বিস্তৃত নদীবক্ষে রজতধারা ঢালিয়া এখন পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সব নিস্তন্ধ,—কেবল ধীরসমীরপ্রতিহত তরক্ষের মৃছ্ কুলুকুলু রব, আর মধ্যে মধ্যে কোন এক কাস্তাবিরহ-চিন্তাক্লিষ্ট তন্ত্রালস হিন্দুস্থানী মাল্লাব রাধা-কিষ্ণজীঘটিত প্রেমগীতির প্রথম চরণ আবৃত্তির ঈষৎ উত্তম।

তারপাশা দেইশনের অনতিদুরে এক ঘাটে ছুইথানি বজবা বাঁধা।
কলিকাতা হইতে এক বায়েদ্বোপ কোম্পানিব 'বড়বাবু' অভিনেতা ও
অভিনেত্রীগণ সহ 'দেবী চৌধুরাণী'র নদীবক্ষের ঘটনাবলীর চিত্র লইবাব
জন্ত আসিয়াছেন। একখানি বজরার পুরুবরা ও অন্তটিতে স্ত্রীলোকবা
আছেন। সকলেই গভীর নিদ্রাময়, কেবল বডবাবু এখনও পর্যন্ত ছাদেব
উপর বসিয়া যেন দুরে কি লক্ষ্য করিতেছেন। শরতের নির্মল
আকাশতলে সেই ক্ষীণ জ্যোৎমাবিধোত শাস্ত প্রেকৃতির অধ ক্ষুট শোভা
নীর্ম্ব নিশীপে বড়ই স্কলর; কিন্তু তিনি সেরপ সৌলর্ম্ব অনেক দেখিয়াছেন,
স্থতরাং তাহার জন্ত রাজিজাগরণ তাঁহার পক্ষে অক্ষাভাবিক। মুথে
বিশেষ উল্বেগের চিহ্ন ও মধ্যে মধ্যে উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক অক্ষাঞ্চলন।

সেই নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া অক্সাৎ নদীবক্ষে এক অভ্যুক্ত

এই গলে বর্ণিত 'বডবাবু' আনার একলন বিশিষ্ট বৃদ্ধ। তাঁহারই নিকট আমি এই ঘটনার কথা শুনিয়ছিলাম—লেথক।

ছরিধ্বনি উঠিল। মনে হইল, যেন শতকণ্ঠের এককালীন নিনাদ। বডবাবুর ঈবৎ তন্ত্রার আবেশ হইতেছিল; সেই শব্দে তিনি চমকিয়া
উঠিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মুধ্মগুল প্রসন্ম হইয়া উঠিল ও অতি
ব্যস্তভাবে ছাদের প্রাস্থে গিয়া তিনি শব্দের স্থান লক্ষ্য করিলেন।
চাদের কিরণ মান হইয়া আসিষাছে, দূরেব জিনিস ভাল দেখা যায় না;
কিন্তু যতটুকু দেখা যায় তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, একখানা
লক্ষ্য নৌকা আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে নৌকা ক্রমণ নিকটবর্তী হইতে লাগিল, এবং অরক্ষণ পরেই বেশ বুঝিতে পারা গেল যে সেটা একথানা বড় ছিপনোকা। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া বডবাবু ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কারণ রঙ্গবাজের ছিপের ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্ম মাদারীপুর হইতে এই ছিপের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ও তাহাদের পূর্বরাক্তে আসিয়া পৌছিলাব কথা ছিল। যথন আজ অপবাহেও আসিয়া পৌছিলনা, তথন তিনি বিশেষ উদ্বিশ্ন হইয়া পডিয়াছিলেন ও আশঙ্কা কবিতেছিলেন যে বোধ হয় পথে কোন তুর্বটনা হইয়াছে। দায়িত্ব তাহার, অতএব উৎকণ্ঠাও তাহার। অন্য সকলে দৈনিক বেতনে আসিয়াছে, প্রতরাং যত দিন যাইবে ততই তাহাদের লাভ।

দেশিতে দেখিতে নৌকা আবও অগ্রসর হইল। তথন বডবাবু নির্দিষ্ট সঙ্কেতরূপে তাঁহার বৈত্যতিক আলো জালিয়া নৌকার দিকে ধরিলেন। সেই আলো লক্ষ্য করিয়াই নৌকারোহীগণ আর একবার হরিধ্বনি করিয়া উঠিল ও অবিলম্বে ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগাইল।

প্রকাণ্ড ছিপ, প্রায় সত্তর হাত লম্বা; তাহার মধ্যে শতাধিক বলিষ্ঠগঠন লোক হুই সারি হইয়া বসিয়াছে। প্রায় সকলেরই হাতে এক-একথানি ছোট বোটে ও মাঝে মাঝে ছুই-একজনের নিকট সড়কি ও বেতের ঢাল কিংবা বাছষন্ত্র। প্রধান মাঝি রাধানাথ হালদার তাহার শালপ্রাংশ বপু লইরা মহাভূজে সেই দীর্ঘ তর্ণীব বৃহৎ হাল ধবিষা দণ্ডারমান। বড়বাবু পশ্চিম-বলের লোক; এরপ দৃশু জীবনে কথনও দেখেন নাই, কেবল 'দেবী চৌধুবাণী'তে পড়িয়া কতক কতক অমুমান কবিয়াছিলেন মাবা। তিনি অবাক হইষা দেখিতে লাগিলেন ও গৌরবে তাঁহাব হার ভবিয়া উঠিল।

ছিপেব নঙ্গর ফেলিয়া ও রশি দিয়া খুঁটাব সঙ্গে শক্ত করিয়া বাধিবাব বন্দোবন্ত কবিয়া বাধানাথ বড়বাবুব নৌকায় আসিল। সে জানিত, বডবাবুরাহ্মণ; তাই অতি ভক্তিভবে প্রণাম কবিয়া পদধ্লি গ্রহণ কবিল। এত দেবি হওয়ায় বডবাবু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইযাছিলেন ও মাঝিকে শক্ত শক্ত তুই-চাব কথা শুনাইয়া দিবেন মনে কবিয়াছিলেন; কিন্তু বাধানাথ তাহাব হুযোগ দিল না। নিজেই জোডহাত কবিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল, "বাবু আমাদেব দেবি দেখে আপনি বোধ হ্য খুবই রাগ করেছেন!"

তাহার সেই তেজস্বী দেহেব বিনয় বডবাবুব হাদ্য স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন, "না, বাগ এমন কিছু নয়; তবে তোমাদেব গত বাবো এসে পৌছবাব কথা ছিল; এত দেবি দেখে আমি বড়ই উদ্বিশ্ন হয়েছিলাম আব ভাবছিলাম যে তোমরা বোধ হয আসবে না।"

রাধানাথ হাত জ্ঞোড কবিয়াই বলিল, "বাবু, যথন বাঘনা নিম্নেছি তথন প্রাণ পেলেও কথার থেলাপ কবব না। কিন্তু দোব সমন্তই আমাব, আব এই দেরিব জ্ঞানে আমিই দায়ী।"

"কেন १ কি ছবেছিল বল দেখি।"

"আপনি তো মাদারীপুরের দাবোগাবাবুর কাছ থেকে পাস নিয়ে

আমায় দিষে এলেন, কিন্তু তাডাতাডিতে সেটা বাডিতে ফেলে এসেছিলাম। তাই পালং থানায় পাস দেখাতে পাবলাম না, আব সেইখানেই পুলিস আমাদেব আটকে ফেললে। তাবপব স্টীমাবে একজনকে পাঠিয়ে আমাব বাডি থেকে পাসটা নিযে এসে তবে ছাডান পেলাম।"

বডবাবু বলিলেন, "ওঃ, তাই নাকি ?"

"আজে ই্যা। আমাবই দোষ, আমাষ মাপ করুন।"

মাঝিব সবলতা দেখিষা বছৰাৰু বিশ্বিত হইলেন এবং ভাবিলেন যে, এ কথা স্বীকাব না কবিষা সে অতি অনায়াসে জোষাব, ভাটা, বাতাস, নদীব চেউ ইত্যাদি যে কোন একটা ওঞ্চব কবিয়া বিলম্বের কাবণ নির্দেশ করিতে পাবিত, কিন্তু সে তাহার কিছুমাজ চেটা কবিল না। অতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে বাধানাথেব কাতব নযনেব দিকে তাকাইষা তিনি বলিলেন, "যাক, তাব জন্মে আব কি হ্যেছে—একদিন দেবি হ্যেছে তো, ও বকম হয়েই থাকে। তুমি ওব জন্মে মনে কিছু ক'বো না; যাও এখন বিশ্রাম কবগে।"

বাধানাথ পুনবাষ জ্বোডহাত কবিয়া বলিল, ''বাবু, আমাব একটি নিবেদন আছে। অনেক বাত হযেছে তাই আপনাকে আর বিবক্ত কবতে সাহস হচ্ছে না, কিন্তু না ব'লেও থাকতে পাবছি না।''

"না না, বিবক্ত আব কি। বল না তুমি কি বলবে।"

''বাবু, এই নৌকোতে আমাব মা আছেন।''

বডবাবু কথাটা ঠিক বুঝিতে পাবিলেন না; ভাবিলেন যে, বাধানাথ হয়তো মনে কবিয়াছে যে নৌকাব মধ্যে জাঁহাব স্ত্ৰী আছেন সেইজ্ঞ 'মা' বলিষা জাঁহাকে সন্মানস্ত্ৰক অভিবাদন কবিতেছে। জাঁহাব মনে হইল, ইহা বুঝি এ দেশের পদ্মীগ্রামের প্রথা। বলিলেন, "তোমার ভূল হরেছে রাধানাথ; এ নৌকোয় তো কোন স্ত্রীলোক নেই।"

"তবে কি আপনাদের আর কোন নোকো আছে ?"

'হাঁ, ঐ তো দেখতে পাচ্ছ আর একথানা বজবা, ওতে স্ত্রীলোকরা আছে।"

"ওঃ! তবে ঐ নৌকোতেই আমার মা আছেন; আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

বড়বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, লোকটা বলে কি ? মাণার গোলমাল আছে নাকি ? তিনি অবাক হইয়া রাধানাথের মথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছু সে মুথে অম্বাভাবিক কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রাধানাথ বুঝিল যে বড়বাবু তাহার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। তথন সে পুনরায় হাতজ্যেড় করিয়া বলিল, "বাবু, এই জন্থেই কয়েছিলাম যে আপনি হয়তো বিরক্ত হবেন। আমার কণাটা সব বুঝিয়ে বলতে গেলে একটু সময় লাগবে।"

বড়বাবুর কৌত্হল বাড়িয়া উঠিতেছিল; বলিলেন, ''না না, বিশক্ত হব কেন ? তবে কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পাবছি'না। তোমাব যা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে তা অবাধে বলতে পার।''

রাধানাথ বলিল "শুরুন তবে, বাবু। আমার বয়স যথন পঁচিশ বছর, তথন আমার মা মারা যান। সব ছেলেদেব চেয়ে আমায় তিনি বেশি ভালবাসতেন, তাই তাঁর শোকটা আমাকে খুব লেগেছিল। আজ পর্যন্ত রোজই ঘুমোবার আগে আমি তাঁকে ভাবি, আর উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম ক'রে তবে খুমুই।"

বড়বাবু বলিলেন, "বেশ বেশ, রাধানাথ, তোমার এ রকম মাতৃভক্তি শুনে আমি বড় স্থাী হলুম।" রাধানাথ বিশল, "শুষ্কন বাবু, তারপব। গতবাব্দ্ধে পালংএব ঘাটে আমাদেব নৌকো ছিল। ওই তো দেখতে পাছেল—ওই নৌকো, ওতে শোবাবও স্থবিধা নেই, আব পাস ফেলে আসার জ্বন্থে মনটাও থাবাপ ছিল, তাই প্রায় সমস্ত বাত খুমুতে পারি নি। ভোরবেলায় যেমন একটু খুম এসেছে, অমনি স্বপ্নে দেখলাম একটি বিশ-বাইশ বছরের মেযে আমাব সামনে এসে দাঙ্গাল। আমি জ্বিজ্ঞাসা কবলাম—'কে তৃমি ?' দে বললে—'বাবা বাধু, আমি ভোব মা।' শুনেই আমাব বৃক চিপচিপ ক'বে উঠল। এই দেখুন বাবু, কথাটা বলতে বলতে এখনও আমাব গাবে কাটা দিয়ে উঠছে!"

"তা তো হবেই। তাবপব গ"

'আমি তাব দিকে বেশ ক'বে তাকিযে দেখে বললাম— মা, আমি তো তোমায় চিনতে পাবছি না, তোমার ওবকম চেহাবা তো আমি কথনও দেখি নি।' সে আব একটু এগিয়ে এসে আমার মাধায় হাত বুলুতে বললে—'বাবা বাধু, আমি আব-জর্ন্ম তোব মা ছিলুন। এখন যা দেখছিদ সে আমার এ জন্মেব চেহাবা।' আমি বললাম—'মা, ভূমি যদি এসেছ, আমায় ছেডে যেও না।' এই ব'লে আমি যেমন তাব পায়েব ধূলো নিতে গেলাম অমনি সে অস্তর্ধান হয়ে গেল, আব থাবাব সময় ব'লে গেল—'ভূই যে বাবুব কাছে যাছিল, সেই বাবুব নৌকোতেই আমাব দেখা পাবি।' আমি বিহল হযে 'মা, একটু দাড়াও' এই ব'লে সত্যি সত্যিই চেচিয়ে উঠলাম। সেই শব্দে নৌকোব লোকেদের ঘুম ভেঙে গেল ও সকলে 'কি হয়েছে হালদাব প' বলতে বলতে আনাকে টেনে ভূলে বসালে। আমি তথন আব কিছু বলতে পাবলাম না, কাবণ তথনও আমাব মনটা তোলপাড় কবছিল; যেন মাধার ঠিকছিল না। তথন নৌকোব লোক নিজেদেব মধ্যে বলাবলি ক'বে ঠিক

করলে যে আমি বোধ হয ভূত দেখেছি। এই ব'লে আমাব মাথায তেলজল দিয়ে ও তালেবই মধ্যে একজন একটু ঝাড়ফুঁক ক'বে আমায় আবাব শ্বুম পাড়িয়ে দিলে।''

বডবাবু একটু মনে মনে হাসিলেন ও ভাবিলেন যে, পাডার্গেষে লোক, সময়-অসময জ্ঞান অল্প, তাই সামান্ত এই কথাটা বলিবাব জন্ত জাঁহাকে এতক্ষণ জাগাইয়া বা ধল। বলিলেন, "খুব আশ্চর্য স্বপ্ন বটে রাধানাথ, তবে ওবকম মাঝে মাঝে দেখা যায়। আছো বাধানাথ, বাত হয়েছে, যাও খুমোওগে।"

বাধানাথেব সে কথাটা বড মনঃপৃত হইল না। বলিল, "বাবু আমাব মাব সঙ্গে দেখা না হ'লে আমি সোষাস্তি পাব না। আমাকে তার কাছে একবাব নিষে চলুন।"

বড়বাবু বলিলেন, "তার জ্বন্থে তাডাতাডি কেন ? কাল সকালেই দেখা হবে।"

"না বাবু, আপনি দয ক'বে আমাব এ উপবোধটি রাখুন। এখন একবার মাকে না দেখলৈ আমি আজও ঘুমুতে পাবব না।"

বড়বাবু আর কি কবেন! বলিলেন, "আচ্ছা বাধানাণ, তোমাকে ও-নৌকায় নিষে যাচ্ছি, কিন্তু সেধানে তিন-চাবটি স্ত্রীলোক মাছে, তাব মধ্যে কোন্টি তোমাব মা, কেমন ক'বে বুঝব বল ?"

শ্ব্যাজ্ঞে, আমি তাঁকে গতবাত্তে স্বপ্নে দেখেছি, দেখলেই চিনতে পাৰব।"

বডবার পুনরায় মনে মনে হাসিলেন ও ভাবিলেন, লোকটার বোধ হয় সত্য সত্যই মাথা থাবাপ। বলিলেন, "আছে। তোমাব মাব চেহাবাটি কেমন বল দেখি প দেখি যদি আমাদেব মেয়েদেব কারুব সলে মেলে।" বাধানাথ তথন চেহাবাব বর্ণনা আবন্ত কবিল ও যতই বলিতে লাগিল, বডবাবুব হাস্তমধুব মুখমণ্ডল ততই গন্তীব চইয়া আসিতে লাগিল। তিনি আব বিশ্বয় চাপিয়া বাধিতে পাবিলেন না। বলিলেন, "বডই আশ্চর্য বাধানাথ। তুমি যা বললে, তাতো সমস্তই আমাদেব স্তশীলাব সঙ্গে মিলে যায়। ওঃ। কি আশ্চর স্থা।"

"বাবু, আমি কি আব মিথ্যে বলছি ? আমাব প্রাণেব ভেতবটাষ যা হচ্ছে তা আব কি বলব। আজ আমাব লোকগুলোকে নাইতে থেতে পগস্ত সময় না দিয়ে ইন্টমাবেব মত জোবে ছিপ চালিয়ে নিষে এসেছি। নইলে যে বকম জলেব টান আব সমস্ত পথই উজান পেয়েছি, আবও অনেক দেবি হয়ে যেত। মাকে দেধবাৰ জন্তে আমাব মন বডই ছটকট কবছে।

"চল, তবে দেখবে চল।' এই বলিষা বডবাবু বাধানাথকে সঙ্গে লইষা মন্ত মৌকাতে গেলেন।

ইতিমধ্যে সেই নৌকাব অধিবাসিনীবা সকলেই জাগিষা উঠিষাছিল ও বাহিবে আসিষা ছিপ দেখিতেছিল। নৌকাষ উঠিষা বাধানাধ ক্ষণেকেব জন্ম একবাৰ স্ত্ৰীলোকদেব মুখেব পানে তাকাইল। চাঁদেব আলো মান ১ইষ, আসিষাছে, কিন্তু সেই অপ্পষ্ট আলোকেই সে স্থানীলাব দিকে চাহিষাই "মা, আমাষ দয়া কব বলিষা তাহাব পদতলে লুটাইয়া পডিল।

স্থাল। ও তাহাব সন্ধিনীবা একেবাবে অবাক। তাহাবা ভাবিল, ছিপ আসিষা পৌছানোব জন্ম বড়বাবুব খুব আনন্দ হইষাছে ও তিনি এই বকন একটা বঙ্গেব অবতাবণা কবিষা আব সকলেব সঙ্গে সেই আনন্দ উপভোগেব চেষ্টায় আছেন।

"এ আবাব কি বড়বাবু প" এই বলিয়া স্থশীলা উচ্চহাস্থ কবিষা

উঠিল। কিন্তু প্রক্ষণেই তাহার মুখ গন্তীব হইরা উঠিল, কাবণ রাধানাথের উক্ষ নয়নজল তথন তাহার পদপ্রান্তে অজ্ঞাবে বিভি হইতেছে।

এ দৃশু সকলেবই হৃদয় স্পর্শ কবিল। বডবাবু গণ্ডীর ভাবে বলিলেন, "স্থানীলা, তুমি বোধ হয় খুবই আশ্চর্য হয়েছ। আর সেটা হবাবই কথা, কাবধ তোমাব কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই বাধানাথেব এই বকম ব্যবহাব বিস্ময়কব তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমাব চেষে আমি বেশি বিশ্বিত হ্ষেছি।"

বাধানাথ ঠিক এক ভাবেই স্থালাব পায়েব উপব মাথা বাথিনা করুণস্বনে বলিল, "মা, আমি তোমাব সস্তান।"

বড়বাবু বলিলেন, "স্থানীলা, ও তোমাব সম্ভানই বটে। আব-জন্মে জুমি ওব মা ছিলে। গত রাব্ধে ও তোমাকে স্থান্নে দেখেছে, আব সে সম্বন্ধে কোনই ভুল নেই, কাবণ এই নৌকোষ আসবাব আগে তোমাব চেহাবা এমন ভাবে আমাব কাছে বর্ণনা কবলে যে আমি ওনেই বুঝলুম, সে তোমাকে দেখেছে। তাই ও যথন এখানে এসে কিছুমান ইতস্তত না ক'বে তোমাব পাযে পুটিষে পডল, তখন আমি বিশ্বয়ে অবাক হয়ে গেলুম।"

বাধানাথ আরও আবেগভবে স্থশীলাব পদন্ব জড়াইয়া ধবিষা পান্ধেব উপব মাথা বাধিষা বলিল, "মা. আমি তোমাব অধম সন্তান; আমায় বঞ্চিত ক'বো না।"

মুহুর্তে যেন স্থশীলার সর্বাঙ্গে এক বৈচ্যুতিক প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাহার মনে হইল, সে যেন আর কলিকাতার প্রথিতনামী অভিনেত্রী নয়। যেন কোন্ স্থদ্ব অভীতেব অক্ট স্থৃতি অজ্ঞাতসাবে তাহাব বর্তমানের উপর একটা ঘন আবরণ টানিয়া দিয়া,—কলিকাতা নগবী,

বিলাস, বৈচিত্র্যা, স্থুখ, সম্পদ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, নাট্যশালা, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয়, চলচ্চিত্ৰ, দেবী চৌধুবাণীতে নিশিব ভূমিকা, দেবী রাণীর বজ্ববা, বঙ্গবাজেব ছিপ ইত্যাদি সমস্তই যেন পদ্মাব অতলজ্ঞলে ডুবাইয়া দিয়া, তাহাকে এক নিভৃত পল্লীগ্রামেব বৃক্ষজ্বাযশীতল শাস্ত পর্ণকৃটিবে টানিয়া লইযা গিষাছে ও মাতৃত্বেব প্রবল ব্যায় তা 'ব শৃত্য ত্বিত ব্যণীক্ষয় কলে কলে ভবিষা দিষাছে। জীবনে সে অনেকবাব এই ভাবেব অভিনয় কবিয়াছে: কিন্তু বান্তবিক অমুভব কবিল আজ্ব প্রথম, এবং বুঝিল যে প্রত্যক্ষ ও অমুমানের মধ্যে কত প্রভেদ। বঙ্গমঞ্চে ইচ্ছা কবিলেই সে নয়নে অশপ্রবাহ আনিতে ও তাহা বোধ কবিতে পাবিত. কিন্ধ আজ যেন কোন্ যাত্বমন্ত্রে তাহাব সে ক্ষমতা বিলুপ্ত হইযাছে। তাই শত চেষ্টাতেও সে অশ বোধ কবিতে পাবিল না। অঞ্চলে চক্ষ মুছিলা পদতলে লুটিত সেই বীববপু ছুই হাতে ধবিষা বলিল, "ওঠ বাবা বাধানাথ, আমি তোমাব মা।" বাধানাথ উঠিয়া বসিল ও ককণা-ভিথাবীৰ ভাষ কাভৰ ন্যান আবাৰ ভাছাৰ মুখেৰ দিকে চাছিল। স্থালা তাহাব বিপর্যস্ত দীর্ঘ কেশ কপাল হইতে সবাইয়া দিতে দিজে বলিল, "বডবাবু, আমাব ছেলেব কেমন চেহাবা দেখুন দেখি এমন ছেলেব মা হওমা कि গৌববেব কথা নয ?"

"নিশ্চষই।" এই বলিষা বডবাবু আর কিছু বলিতে পাবিলেন না, কাবণ এই দৃশ্য তাঁহাব ভাবপ্রবণ হৃদযের অন্তর্গল পর্যন্ত স্পর্শ কবিষাছিল। তাবপব মাতা-পুত্রে অল্ল কিছু কথাবার্তা হইল, ও বাধানাথ পুন্বায় স্থশীলাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবিষা ও আব একবার বডবাবুব পাষেব ধ্লা লইষা বিশ্রাম কবিতে গেল।

প্রবিদ্য প্রাতঃকালে পন্মাবক্ষে 'বঙ্গবাজেব ছিপ' সজ্জিত ২ইল ও হুই-একটা কোটোগ্রাক লওযা হুইলে প্র 'নিশি ঠাকুবাণী'কে তাহাতে উঠাইয়া ফোটো লইবার সময় আসিল। সকলে প্রস্তুত, কিন্তু স্থালী তথনও পর্যস্ত নৌকার বাহিরে আসে নাই। এ সংবাদ বড়বাবুর কাছে গেল। প্রথমে তিনি ইহাব কাবণ কিছু বৃঝিতে পারিলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে একটা সন্দেহ ও সেই সঙ্গে উৎকণ্ঠা জাগিয়া উচিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মেয়েদের নৌকায় গিয়া স্থালীলাকে ডাকিতেই সে বাহির হইয়া আসিল ও মান হাস্তেব সহিত বলিল, "স্থপ্রভাত, বডবাব! আজ নিশি স্থপ্রভাত, ও সেই সঙ্গে তার অবসান।"

বিডবাবু কতকটা ইহাই অমুমান কবিয়াছিলেন। বলিলেন, "ব্যাপাব কি সুশীলা ৪ তুমি এখনও পর্যস্ত প্রস্তুত হও নি ৪"

"মাপ করুন বড়বাবু, আব প্রস্তুত হতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। নিশির ভূমিকাটা আর একজনকে দিন।"

"কেন ? হ'ল কি ?"

"আমি আমার ছেলের সামনে অভিনয় করতে পারব না।"

বড়বাবু বডই গোলখে।গে পড়িলেন, কাবণ ঠিক আবশ্যকমত অভিনেক্ত্রী লইয়া আসা হইয়াছিল, ও 'নিশি ঠাকুবাণী'র ভূমিকা লইবাব উপযুক্ত আর কেহ ছিল না। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্থালাকে কিছুতেই রাজী কবাইতে পাবিলেন না। তথন তিনি ভাবিলেন, এ ব্যাপাবে রাধানাথেব সাহায্য ভিন্ন কাজ হইবে না। তিনি গিয়া রাধানাথকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন ও তাহাকে স্থানীলাব নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

বাধানাথ আসিবামার নিপুণা অভিনেত্রী আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা রাধানাধ, আজ যে রকম পদ্মায় টেউ উঠছে, আমি তোমার নৌকোয় চ'ডে পদ্মার মধ্যে থেতে পারব না বাবা। টেউ দেখেই আমার বুক হুরহুর করছে।" রাধানাথের কিন্তু আসল কারণটা জানা ছিল, তাই সে এই ওজরের উত্তরে কেবলমাক্ত বলিল, "কিছু ভয় নেই মা। তোমার ছেলের হাতে যতক্ষণ হালের হাতল থাকবে ততক্ষণ তুমি মনে করতে পার যে, ডাঙার ওপরে আছি।" এই বলিয়া স্থশীলাকে আর কোন প্রতিবাদের অবসব না দিয়াই বলিল, "চল মা চল, স্বাই তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছে।"

স্থালা আব কোন আপন্তি করিতে পাবিল না। অবিলয়ে বেশ পবিবর্তন কবিয়া সে যন্ত্রচালিতের মত রাধানাথের সঙ্গে গিয়া ছিপে উঠিল ও হালেব নিকট তাহাব বসিবার জন্ত যে মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে বসিল। তথন রাধানাথ সেই শতাধিক লোককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাই, আজ আমাদের পরম ভাগ্য। আমাব মা নৌকোয় এসেছেন, তোমবা সকলে মাকে প্রণাম কর।" সঙ্গে সঙ্গে শত মস্তক যুগপৎ প্রণত হইল ও শতকণ্ঠে উচ্চারিত "জয় মায়ের জয়" শব্দে গগন প্রতিধ্বনিত হইল। গৌববে স্থালাব বুক ভবিয়া গেল ও তাহাব মনে হইল সে গৌবব তাহার প্রাজিত গৌরবের কত উচ্চে। তথন সকলে হরিধানি কবিষা ছিপ ছাড়িয়। দিল।

নদীব মধ্যে কিছুদ্র আসিয়া বাধানাথ বলিল, "মা, আজ তোমাকে এই নাষে বসিয়ে বহুদিনের একটি কথা আমার মনে পডছে।"

"কি কথা বাবা ?"

"যথন আর-জন্ম তুমি আমাব ঘবে ছিলে তথন একবার তোমাকে এই নায়ে ঠিক ঐ জায়গাতেই বসিয়ে রাজোরে দশহরাব ভাসান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।" এই কথা বলিতে বলিতে তাহার তেজস্বী নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া আসিল।

স্বশীলারও চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তাহার মনে হইল, সে যেন

তাহার ছেলের সক্ষে সত্য সত্যই দশহরার মেলা দেখিতে যাইতেছে। জিজাসা করিল, "সেধানে গিয়ে আমি কি করেছিলুম বাবা ?"

"তুমি আমাকে কাপড় আর মুডকি কিনে দিয়েছিলে।"

দেখিতে দেখিতে ছিপ আর্ও দুরে গিয়া পড়িল, ও জলের ভীষণ টান ভূচ্ছ করিয়া শতাধিক 'বোটে'ব জোরে তীরবেগে উজানে ছুটিতে লাগিল। ছিপের বাল্লযন্ত্র সব বাজিয়া উঠিল, কয়েকজন লাল পতাকা সঞ্চালন করিতে লাগিল, ও গলুয়ের মাথায় একজন বাজনার তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সেই সময় রাধানাথ স্থশীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, ভূমি একবার হাল ধর।" এ কথা আর দ্বিতীয়বাব বলিতে হইল না। সাময়িক আবেগে স্থশীলার হৃদয়ে তথন অগাধ সাহসেব সঞ্চার হইয়াছে। সে রাধানাথের নিকট দাঁড়াইয়া হালেব হাতল ধবিল। প্রভাত-স্থেব রক্তকিরণচ্ছটা তাহাব স্থশার বদনমগুলে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে এক অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দিল, ও বোধ হইতে লাগিল যেন পদ্মাব অধিষ্ঠান্ত্রী নেবী বাক্ষণীর প্রভাতে নদীবক্ষে অবতার্ণা। ঠিক সেই সময় ছিপের ফোটোগ্রাফ লওয়া হইল।

তীরে নামিয়া স্থশীলা কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাধানাথকৈ সঙ্গে লইয়া বাজারের দিকে গেল ও কাপডের দোকান হইতে রাধানাথ ও তাহার ছেলেমেয়েদের জন্ম ভাল ভাল কাপড কিনিল। রাধানাথ ইহাতে আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্থশীলা তাহাকে এক কথায় থামাইয়া দিল। বলিল, "বাবা রাধানাথ, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করলুম, আর ভমি আমার ইচ্ছা অপূর্ণ বাধবে ?" তারপর মুডকির দোকানে মুডকি কিনিয়া উভয়ে নদীতীবে ফিবিল।

অপবাস্থে বিদায়ের পালা। তথন পশ্চিম-গগনে মেঘরাশি জ্মাট

বাঁথিয়া সেই বিশাল পদ্মাব বুকে যেন একটা কালিয়াব ধারা ঢালিয়া দিয়াছে। বায়ুব বেগ মলীভূত হওয়ায় নদীতে আব সে তবঙ্গ নাই, তীবে তাব সশব্দ উচ্ছাস নাই। সেই অফুবস্ত জলপ্রোত যেন প্রোণের বেদনা চাপিয়া কারাব প্রবে কুলুক্লু ববে বহিয়া চলিয়াছে। স্থশীলাব অস্তবেও যেন আজ এই স্তব্ধ প্রকৃতিব কর্মণ প্রতিবিষ।

বাধানাথ ও তাহাব দলেব লোকেব পাবিশ্রমিকস্বরূপ বডবাবু তাহাকে পাচ শত টাকা দিলেন। সেই টাক। হইতে যাহাব যাহা প্রাপ্য তাহাকে দিয়া বাধানাথ বাকি হুই শত টাকা লইয়া স্থশীলাব নিকট আসিল ও তাহাব পদপ্রাস্তে সেই টাকা বাথিয়া তাহাব পদধূলি লইল। স্থশীলা বলিল, "এ কি বাবা বাধানাথ ?"

বাধানাপ বলিল "এ তোমাব ছেলেব বোজগাব মা। তাই তোমাব চবণে দিতে এসেছি।"

স্থালাব চক্ষ আবাৰ জলে ভবিষা উঠিল। বলিল, "না বাবা, ও তোমাৰ কাছেই বাথ। তোমাৰ কল্যাণে তোমাৰ মাৰ তো কোন অভাব নেই বাৰা।"

"তা নাই থাকুক মা, ছেলেব বোজগাব তোমাবই পাওনা। আমাকে সে স্বথ থেকে বঞ্চিত ক'বো না।"

আনেক বুঝাইবাব পব বাধানাথ আব পীডাপীডি কবিল না। বলিল,
"আছা মা, ও টাকা এখন আমাব কাছেই থাক্। কিন্তু এতদিন পবে
আমি যখন আমাব মাকে পেষেছি তখন আব ছাডব না। তুমি
আমাব সঙ্গে তোমাব নিজেব বাডিতে চল মা। দেখানে বউ, বেটা,
নাতি, নাতনী নিয়ে আবাব আমাব ঘব আলো ক'বে থাকবে।"

স্থালাব মূথ আবাব গন্ধীব হইয়া উঠিল। আজ সমস্ত দিন ধবিষা তাহাব মন যেন অতীতের শ্বতি মুছিষা এক অভিনব ভবিষ্যতেব দিকে ছুটিয়া যাইবার জন্ম সংগ্রাম করিতেছিল। এই প্রেক্তাবে তাহাব বোধ হইল, যেন রাধানাথ তাহার অন্তরের গুপুক্থা টানিয়া বাহিব করিয়া তাহার সন্মুপে ধরিয়াছে। একবার তাহাব মনে হইল, যেন তাহাতেই স্বীকৃত হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইযা লইযা বলিল, "তা হয় না বাবা বাধানাথ।"

"কেন মা ? পাডাগাঁষে তোমাব কট হবে মনে কবছ ? কিছু কট হবে না মা। তোমাব আশীর্বাদে আমাব জমিব ধান, গকব ছ্ধ, বিলের মাছ, কিছুরই অভাব নেই। আমাব মনে হয ভূমি থুব শাস্তিতে থাকবে।"

"আমি শাস্তিতে থাকব সেটা ঠিক বাবা; কিন্তু একটু ভেবে দেধ, ভূমি শাস্তি পাবে না।"

একটু চিস্তা করিতেই বাধানাথেব চমক ভাঙিল। তথন সে বুঝিল যে, সে যাহা আশা করিতেছে তাহা অসম্ভব, কাবণ তাহাব সর্বাঙ্গ সমাজপৃঞ্জলে বন্ধ। মৃহূর্তে বাধানাথেব উজ্জ্বল নয়ন মান হইযা গেল। সে আব কিছুই বলিতে পাবিল না,—কেবল একটা দীর্যশ্বাস অনেক কষ্টে চাপিয়া কাত্ব নয়নে স্পশীলাব দিকে চাহিল।

স্থালা তাহার মনের ভাব বুঝিযা বলিল, "তাব জন্তে কিছু হুঃথ ক'রো না বাবা। আমার মনে হয়, আমি ভোমাব মত ছেলেব মা হবার উপযুক্ত হযেছি। যেখানেই থাকি আমাদেব দেখা-সাক্ষাৎ হবে, আব ভোমাব কল্যাণ-চিন্তা এক মুহুর্তেব জন্তে আমাব মন থেকে যাবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি স্থথে থাক।" এই বলিয়া সে বাধানাথের মুখ আপনাব বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাব শিরশচুয়ন করিল। উভয়েব নযনে প্রবল অশ্রধারা ছুটিল। ঠিক সেই সময় নিকটবতী এক জেলে-ডিঙির মাঝি গাহিতেছিল—

> "বেদাগমে এই বটে মা বিবাজে সর্বঘটে—"



ত্ৰৰ-সংশোধন

নু ছা	পংক্তি	অণ্ডদ্ধ	19 6 5
১৬	> @	ভ দন্ত	তদ ত্ত
२ >	2 >	ত াবা	ত াবা
৫৩	ર	ও-টাকাটা	ও টাকাটা
৬০	Ŀ	চালিযেছেন	চালিযেছিলেন
১৩৮	>9	পি স্তলে ব	পি স্তলে ব
>82	8	অমাবস্থাব	শনিবাব
२०७	8	আলগাইতে	আগলাইতে